







# ইন্দ প্রভা নাটক ।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত ।

“ যদি কোবিদ মানস ভোগকরং  
মম নাটক কাব্যমিদং ভবিষ্যৎ ।  
চিরচিন্তন জ শ্রম এম তদা  
সফলোভবতীতি মতিরিবদ্যৎ ॥

কলিকাতা ।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে  
স্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে যন্ত্রিত ।

সন ১২৭৫ সাল ।



# মঙ্গলাচরণ

জগজ্জনমনোরঞ্জনকারী মহাগ্রগণ্য অভিনব কবিকুলচূড়ামণি

শ্রীল শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়

সমীপেষু ।

মহাশয় !

পূর্বস্মিন কালে মাতভারতভূমি যেরূপ মহাকবি কালিদাস এবং ভবভূতি প্রভৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া গরিমা প্রকাশ করিতেন, আদৌ মহাশয়কে প্রাপ্ত হইয়াও তদ্রূপ গরিমা প্রকাশ করিয়া থাকেন । অতএব ভবাদৃশ ব্যক্তিকে এতাদৃশ সামান্য পুস্তককুসুমে অর্চনা করিয়া আমি যে যথেষ্টাচার দোষে দোষী হইতেছি, তাহার সন্দেহ নাই । তত্রাচ ইহাও বক্তব্য যে, যখন আমি মহাশয়ের জগৎ-বেষ্টিত কবিতারত্নাকর হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়া মহাশয়কেই অর্পণ করিতেছি, তখন মহাশয়ের নিকট আদর-নীয় হইজেও হইতে পারে—কারণ আপনার সামগ্রী কেহ নিন্দা করিতে পারেন না । অতএব এক্ষণে প্রার্থনা যে, মহাশয় স্বীয় ঐদার্য্যওণে দোষ মার্জ্জনা পূর্বক এই নব লেখকের উৎসাহবর্দ্ধন করেন । পরন্তু যেরূপ মেঘবরের সংস্পর্শে সমুদ্রের লবণাস্ত্রও সুরস প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মহাশয়ের সংস্পর্শে এই দোষপূরিত গ্রন্থখানি দোষশূন্য

হইয়া জনসমাজে আদরণীয় হইবার সম্পূর্ণ প্রত্যাশা করিতেছি।

আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে যে কি পর্যন্ত সৌহার্দ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। সজ্জেকপতঃ তিনি এরূপ যত্ন ও পরিশ্রম না করিলে আমি কোনমতেই কৃতকার্য হইতে পারিতাম না। অধিকন্তু ইহাতে যে কয়েকটি সঙ্গীত দৃষ্ট হয়, ঐ সকলগুলিই প্রায় তাঁহার রচিত।

বাগবাজার নাট্যসমাজের সভ্যগণ অভিনয়ের কারণ আমাকে এই গ্রন্থখানি লিখিতে অনুরোধ করেন; এবং লিখিতে প্ররত্ত হইলে বিশিষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। বিশেষতঃ উক্ত সভার সভাপতি মান্যবর শ্রীম. শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু মহাশয় অনুকম্পা প্রকাশ পূরঃসর গ্রন্থরচিত সমস্ত সঙ্গীতগুলির সুর প্রদান করিয়া যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট অকপট হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

মহেশতলা।

১০ই ফাল্গুন,

সন ১২৭৪ সাল,

সংবৎ ১৯২৪।

গ্রন্থকারস্য

নিবেদনমিতি।

# নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

— ১২৪ —

বিচিত্রবাহু ... ... কুন্তল নগরাধিপতি ।  
 রাজমন্ত্রী ।  
 হিরণ্যবর্মা ... ... রাজ সেনাপতি ।  
 বসন্তক ... ... রাজ সহচর ।  
 বিজয়কেতু ... ... কোঁরব্য দেশাধিপতি ।  
 রাজপুরোহিত ।  
 এক জন সেনা ।

\_\_\_\_\_

সাবিত্রীদেবী ... ... পরুবদেশাধিপতি রাজা-  
 সত্যবিক্রমের মহিষী ।  
 বসুমতী ... ... সাবিত্রী দেবীর সহচরী ।  
 ইন্দুপ্রভা ... ... রাজা সত্যবিক্রমের দুহিতা ।  
 মধুরিকা  
 বাসন্তিকা } ... .. ইন্দুপ্রভার সখী ।  
 সাগরিকা }

সন্ন্যাসী, নাগরিক, ভৃত্য, রক্ষক, নটী ইত্যাদি ।



হয়, এই সকল দেখেও সেইরূপ ভাবের উদয় হচ্ছে । মকতুমি মাঝে বালি রাশি যেমন জল বলে ভ্রম হয়, সেইরূপ দূরস্থিত পর্বতমালা জলধর বলে ভ্রম হচ্ছে । শুষ্ক পত্রের মর্ মর্ শব্দে, নির্ঝরের ঝর্ ঝর্ শব্দে, বন্য বিহঙ্গমগণের কলরব প্রভৃতি নানাবিধ অপরিষ্কৃত ধ্বনিতে এই গহন বন যেন নগরের ন্যায় কোলাহলে পরিপূরিত হয়ে রয়েছে । ( পরি-ক্রমণ করিয়া ) সে বা হোক, আমি একাকী ভ্রমণ কতে কতে তো এই স্থানে এসে পড়েছি ; আমার সৈন্যগণ ও শিবির যে কোথা রয়েছে তার কিছুই নিদর্শন পাচ্চিনা । ক্রমে দিবাও অবসান হচ্ছে । এখানে এমন একটি ব্যক্তি নাই যে তাকে পথ জিজ্ঞাসা করি । তা—এখন কি করা যায়—( চিন্তা ) যা হোক, এস্থান হতে ত্বরায় প্রস্থান করা আবশ্যক—

( হিরণ্যবর্ষার প্রবেশ । )

হির । ( স্বগত ) এই যে ! মহারাজ এইখানেই রয়েছেন । ( অগ্রসর হইয়া প্রকাশে ) মহারাজের জয় হোক । দেব, এই বনের অনতিদূরেই শিবির সন্নিবেশিত হয়েছে ।

রাজা । আমি যে এখানে এসেছি, তুমি কিরূপে জানতে পাল্লে ?

হির । মহারাজ, এ দাস আপনার অন্বেষণ কতে কতে এখানে উপস্থিত হয়েছে ।

রাজা । কুম্ভমপুরের দুর্গপতি যে দশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ কর্বে বলেছিল, তা কি এসেছে ?

হির । আজ্ঞা, তারা কল্য প্রাতেই আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে । আর কলিঙ্গরাজ কর্তৃক কতিপয় সত্ত্রাস্ত্র

ব্যক্তি সর্বস্বাস্থ্য ও গৃহদন্ধ হয়ে মহারাজের শরণ নেবার আশয়ে এই মাত্র শিবিরে এসে উপস্থিত হয়েছে ।

রাজা । দেখ দেখি, কলিঙ্গদেশাধিপতি কি নরাধম ! ভগবান দুষ্কের দমন ও শিষ্কের পালনের জন্যেই নরপতির সৃজন করেছেন ; কিন্তু ঐ দুরাশ্রয় সে ঐশিক নিয়ম অবহেলা করে প্রজাদের সর্বস্ব হরণে প্রবৃত্ত হয়েছে । ক্ষত্রকূলে জন্ম পরিগ্রহ করে যে প্রজাপালনরূপ পরমধর্ম প্রতিপালন না করে, তার মতন কাপুরুষ কি আর পৃথিবীতে আছে ! যখন সে নরাধমের কথা আমার মনে উদয় হয়, তখন শোণিত উষ্ণ হয়ে উঠে, গাত্র হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, ক্রোধে দেহ কম্পিত হতে থাকে । আর এতে কোন্ বীরপুরুষ না অসিকোষ দূরে নিক্ষেপ করে ? ( পরিক্রমণ ) ।

হির । মহারাজ, দুরন্ত হিংস্রক জন্তুদ্বারা নিরীহ মৃগকুল উত্তাক্ত হলে যেমন তাহারা কোন পর্বতের আশ্রয় গ্রহণ করে, সেইরূপ তথাকার প্রধান প্রধান ব্যক্তির মহারাজের শরণাপন্ন হয়েছে । এতে বৈশ্ব বোধ হচ্ছে যে কলিঙ্গরাজলক্ষ্মী দ্বারায় আপনাকে বরণ করে কৃতার্থ হবেন ; এবং এ যুদ্ধে যে বসুমতী অধিক শোণিত স্রোতে প্লাবিত হবে, তাও বোধ হয় না ।

রাজা । ওহে, দেশস্থ ভূপতি সহস্র দোষে দোষী হলেও প্রজারা কি সহসা বিপক্ষতাচরণ কতে পারে । অত্যাচারী ভূপতির প্রতি প্রজাদের জাতঃক্রোধ হয় বটে, কিন্তু তার পিতা পিতামহের অনুরোধেও অনেক অংশে ক্ষমা করে থাকে । আর প্রভুভক্ত সেনারা রাজার নিমিত্ত প্রাণ পর্যন্ত প্রদানে প্রস্তুত হয় ।

হির। কেন মহারাজ, লক্ষণ সিংহ নামে সেখানকার এক জন সেনাপতি সসৈন্যে আমাদের সাহায্য কত্তে ত প্রতিশ্রুত হয়েছে ।

রাজা। হাঁ, যদিও সে প্রতিজ্ঞা করেছে বটে, কিন্তু তা বলে আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয় । কাপুরুষেরাই দৈবের উপর নির্ভর করে থাকে ॥ কিন্তু বীর পুরুষদের কি সে রীতি ? সিংহ কি অন্য কোন জন্তুর সহকারে শিকারে প্রবৃত্ত হয় ?

হির। মহারাজ, আমাদের চেফার ক্রটি হবে না ; তার পর তারা যদি কোন সাহায্য করে, আরো অধিক মঙ্গলের বিষয় । আর বিপক্ষদলের পরাক্রম জান্‌বার জন্যে আমি একজন দূতকে ছদ্মবেশে পাঠিয়েছিলাম ; সে বললে যে কলিঙ্গদেশাধিপতি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়ে বথোচিত আয়োজন কচ্ছেন ।

রাজা। তবে অচ্চ রাত্রেই আমাদের কলিঙ্গনগরে উপস্থিত হয়ে বিপক্ষদলের দুর্গ আক্রমণ কত্তে হবে । আর যদি কোন——

নেপথ্যে ।

গীত ।

বাগিনী ইমগকল্যাণ—তাল মধ্যমান ।

জয় জয় হে দিগম্বর ।

তুমি জ্ঞান তোমারি আশ্রয় চরাচর ॥

হে করুণা সাগর, জগত আধার,

রূপা কর দান, রূপাকর ॥

হে গতি অবলার, বাসনা আমার,

পাই যেন মনোমত বর ॥

রাজা । আহা ! কি মধুর ধ্বনি ! এমন সুমিষ্ট সঙ্গীত ত কখন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি । এ কি কোন স্বর্গের অপ্সরী বনবিহারে প্রবৃত্ত হয়ে মনোহর সঙ্গীতে এ গহন কানন বিমোহিত কচ্ছে ? বাহোক্, তুমি দ্বারায় এর বিশেষ অনুসন্ধান করো এসো ।

হির । যে আজ্ঞা মহারাজ ।

[ প্রস্থান ।

রাজা । ( স্বগত ) এরূপ পার্শ্বতময় প্রদেশে ত দেবনারী-গণই সর্বদা বিহার করো থাকেন ; তা না হলে এমন সুমিষ্ট স্বরই বা কেমন করো অন্যতে সম্ভব হতে পারে । যা হোক্, এ শব্দটা কোথা হতে আর কিরূপে সমুদ্ভূত হল, আমি ত এর বিশেষ কিছুই নির্ণয় কতে পারি না । ( চিন্তা করিয়া ) কৈ, সেনাপতি যে এখনও এলোনা—এত বিলম্ব হচ্ছে কেন ? এই ত ক্রমে দিবাও অবসান হল । সন্ধ্যার প্রারম্ভে এ স্থানের কি ভীষণতর ভাবই হয়েছে ! হিংস্রক জন্তুদের কি ভয়ানক নাদ ! এক এক বার শ্রবণে হৃৎকম্প হচ্ছে । বৃক্ষের অস্তুরাল দে এক একটা তারা দৃষ্ট হওয়ায় বোধ হচ্ছে যেন বৃক্ষ সকল মনোরম পুষ্পে সুশোভিত হয়েছে ; আর দীপমক্ষিকায় আবৃত হওয়াতে এই নিবিড় বন যেন সমস্ত দিন সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ সহ করো সন্ধ্যার প্রারম্ভে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে । ( পরিক্রমণ করিয়া ) উঃ ! এ সময়ে এ স্থান এরূপ ভয়ঙ্কর হয়েছে যে আমি আপনার স্বরের প্রতিধ্বনিতে আপনিই ভীত হচ্ছি । তা কৈ ? সেনাপতি যে এখনও আসছে না ! তবে এ শব্দটা কি কোন মায়াবিনী রাক্ষসীর ?

( হিরণ্যবর্ষ্মার বেগে পুনঃ প্রবেশ । )

হির । মহারাজ, এক বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে এলেম ।

রাজা । কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ? বল দেখি, শুনি ।

হির । মহারাজ, এই বনের প্রান্তভাগে যে স্থানে পর্ব্বত-মালা মেঘ সদৃশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, সে খানে একটা দেবমন্দির আছে । ঐ মন্দিরের সম্মুখে একটা অনুপমা রূপ-লাবণ্যবতী কামিনী বসে সঙ্গীত আলাপ কছেন । তিনি এমনি তেজ-স্বিনী যে আমি কোন মতেই তাঁর নিকটস্থ হতে পার্লেম না । আর একটা স্ত্রীলোক তাঁর নিকটে বীণাধরনি কছেন । মহারাজ, তাঁরা দেবী কি মানবী, তার আমি কিছুই স্থির কতে পার্লেম না ।

রাজা । তাই ত ! এরূপ নিভৃত স্থলে ত মনুষ্যের আগমনের কোন সম্ভাবনা নাই । যা হোক, এ ব্যাপার দর্শন কতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে ; অতএব তুমি শিবিরে গমন কর, আমি ত্বরায় যাচ্ছি ।

হির । মহারাজ, সন্ধ্যাকাল উপস্থিত । তা এ সময় এখানে একাকী থাকা কোনমতেই যুক্তিসিদ্ধ নয় । বিশেষতঃ সে নারীদ্বয় মায়াবিনী ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না । তা এতে ———

রাজা । তুমি কি আমার আজ্ঞা প্রতিপালনে অসম্মত হচ্ছ ?

হির । মহারাজ, কার সাধ্য জলধীর গতিরোধ করে ।

রাজা । তবে আর তোমার এ স্থানে বিলম্ব করবার কোন আবশ্যক নাই ।

হির । যে আজ্ঞা মহারাজ ।

[ প্রস্থান ।

রাজা । ( স্বগত ) দেখি ব্যাপারটাই কি ।

[ প্রস্থান ।

পয়স এবং কৌরবদেশমধ্যস্থিত পর্বতশিখরস্থ ভগবান  
শৈলেশ্বরের মন্দিরে সম্মুখ ।

( রাজা বিচিত্রবাহুর প্রবেশ । )

রাজা । ( স্বগত ) আহা ! মধুরস্বরা পল্লবারতা কোকিলা কি  
নিরব হল ? ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া ) এই যে !  
আ মরি মরি ! কি অনুপমা কামিনী ! আমার নয়নযুগল পরি-  
তৃপ্ত হলো । এমন অপরূপ রূপ কোথাও দেখি নাই । কন্দর্প  
কি পুনরায় ভস্ম হয়েছেন, তাই রতিদেবী স্বীয় পতি লাভার্থে  
দেব দেব মহাদেবের আরাধনা কতে আগমন করেছেন ? না  
ইনি এই বনের কোন অধিষ্ঠাত্রী দেবী ? ( এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত )  
সেনাপতি যে আমাকে দেবকন্যা বলেছিল—তা নিমেষযুক্ত  
লোচন, আর ছায়াযুক্ত দেহ ভিন্ন সকলই দেবকন্যা সদৃশ  
বটে । আহা ! আজ আমার জন্ম সার্থক হলো ।

( ইন্দুপ্রভার প্রবেশ । )

ইন্দু । ( স্বগত ) কৈ, এখনও বাসন্তিকা আসেনি ? তা  
আমি আর এখানে কতক্ষণ একলাটি থাকুব ? ( রাজার প্রতি  
দৃষ্টিপাত করিয়া ) অ্যা ! ইনি কে ? ইনি এখানে কোথা  
থেকে এলেন ?

রাজা । ( স্বগত ) কি আশ্চর্য্য ! এ সুন্দরীকে বত বার দেখছি, ততই দেখবার জন্যে নয়ন আরো ব্যগ্র হচ্ছে । বিধাতা যদি আমার সকল ইন্দ্রিয়কে লোচনময় কতেন, তা হলে বোধ হয় মনে রকথকিৎ আশা পরিতৃপ্ত হতে পারতো । তিনি এরূপ রূপাতিশয় নির্মাণের পরমাণু কোথা পেলেন ? বোধ হয় যে সকল পরমাণু নিয়ে এ ললনার অনুপম রূপ লাভ্য নির্মাণ করেছেন, তারই অবশিষ্ট অংশেতে কুমুদ, কুবলয় প্রভৃতি কোমল বস্তুর সৃষ্টি করে থাকবেন ।

ইন্দু । ( স্বগত ) পুরুষদের লজ্জা দেবার জন্যে কি বিধাতা এ যুবা পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন ? না অনঙ্গ অঙ্গ ধরে পৃথিবীতে বিরাজ কতে এসেছেন ?

নেপথ্যে ।

গীত ।

রাগিনী খাষাজ—তাল জলদ কাওয়ালি ।

অবলা নারী সদা ভাসে আঁখিনীরে ।

পলকে প্রলয় হয়, প্রাণ তার সংশয়,

উপায় না হেরি কিছু, ধৈর্য ধরিতে সে যে নারে ॥

যাহে অনুরাগী মন, সে না ভাবিয়ে তেমন,

একবার দেখা দিয়ে, নাহি আর যদি চাহে ফিরে ॥

ইন্দু । সখী বাসন্তিকা বুঝি আসছে ।

( পুষ্পপাত্র হস্তে বাসন্তিকার প্রবেশ । )

রাজা । ( স্বগত ) বোধ করি ইনি এই সুন্দরীর সখী হবেন । তা এঁকে জিজ্ঞাসা কল্লেই সকল পরিচয় অবগত হতে পারবো ।

ইন্দু। সখি, তোমার আস্তে এত বিলম্ব হল কেন? আমি তোমার বিলম্ব দেখে একাকিনী গৃহে যাব মনে কচ্ছিলেম।

বাস। প্রিয় সখি, আমি ফুল তুলতে তুলতে অনেক দূর গিয়ে পড়েছিলেম, তাই এত দেরি হল। ( জনান্তিকে ) এ যুবা পুরুষটি কে, ভাই?

ইন্দু। তা আমি বলতে পারিনা। আমি এসে দেখলেম উনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

বাস। প্রিয় সখি, ইনি কি দেবরাজ ইন্দ্র? শচীর বক্ষঃস্থল পরিত্যাগ করে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন? আহা! কি চমৎকার রূপ! এমন সুন্দর পুরুষ ত কখন চক্ষে দেখিনি।

রাজা। ( বাসান্তিকার প্রতি ) ললনে, কোন কথা জিজ্ঞাসা কত্তে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হচ্ছে। যদি কোন প্রতি-বন্ধক না থাকে, আর যদি তোমরা বিরক্ত না হও, তা হলে জিজ্ঞাসা করি।

বাস। মহাভাগ, আপনি যদি আমাদের অনুগ্রহ করে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে আমরা চরিতার্থ হই।

রাজা। সুন্দরি, তোমার প্রিয়সখীর অলৌকিক রূপ-লাবণ্য দেখে বোধ হচ্ছে, ইনি অবশ্যই কোন রাজবংশ-সন্তুতা হবেন। তা ইনি কোন্ রাজকুল অলঙ্কৃত করেছেন?

বাস। মহাশয়, এই বনের প্রান্তভাগে পুরুব নামে একটি নগর আছে। ইনি ঐ দেশের রাজার একটি মাত্র কন্যা, আমি ঐর একজন সখী।

ইন্দু। ( স্বগত ) এই অপরিচিত যুবাপুরুষকে দেখে



আমার মন এমন হল কেন ? কৈ, ঐকে ত আমি আর কখন দেখিনি । তবে আমি এত চঞ্চল হচ্ছি কেন ?

রাজা । ( স্বগত ) আহা ! এ সুন্দরীর প্রতি যতবার , দৃষ্টি করছি, ততই মনে অনুরাগের সঞ্চার হচ্ছে । যে ব্যক্তি এ রমণীর প্রাপ্ত হবে, সেই ধন্য ।

বাস । মহাভাগ, যদি এ দাসীর অপরাধ গ্রহণ না করেন, আর যদি বলবার কোন বাধা না থাকে, তা হলে আপনার বিরহে কোন্ রাজলক্ষ্মী বিষম বিরহ-ক্লেশ সহ্য কচ্ছেন, এই কথাটি বলে আমাদের চবিতার্থ করুন ।

রাজা । শুভে, বোধ করি কুন্তল দেশের নাম শুনে থাকবে । সেই দেশই আমার রাজধানী । আমি কলিঙ্গা-ধিপতির প্রজাপীড়ন রূপ বিষম রোগের শান্তি করবার জন্যে যুদ্ধার্থে বহির্গত হয়েছি । এই বনের অনতিদূরেই আমার শিবির ।

বাস । মহারাজ, আপনার নাম কার অবিদিত আছে । আপনার বশঃসৌরভে দিগ্ভুগল পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে । তা আমাদের যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে, তা হলে মার্জনা করবেন ।

রাজা । সে কি সুন্দরি ! আমি তোমার কথোপকথনে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছি । ( স্বগত ) আহা ! রাজা সত্যবিক্রম কি ভাগ্যবান ! হিমাচল উমাকে পেয়ে যেমন আপনার জীবন সার্থক বোধ করেছিলেন, রাজা সত্যবিক্রমেরও সেইরূপ হয়েছে । কিন্তু এ কন্যার ত্রু যে কোন্ ভাগ্যধরের হৃদয়কে শোভা করবেন, তা ভগবানই জানেন । ( প্রকাশে ) কল্যাণি, আরো একটি কথা জিজ্ঞাসা কতে নিতান্ত অভিলাষ হচ্ছে ।

ইন্দু । ( বাসস্তিকার প্রতি জনাস্তিকে ) সখি, এতে ত আমরা স্বেচ্ছাকৃত দোষে দোষী নই । তা যা হোক, তুমি ভাই মালা ছড়াটা চেয়ে নাও ।

বাস । তুমি কেন নাও না । তাতে আর দোষ কি ? আমি ভাই তোমার প্রতিনিধি হতে পারবো না ।

ইন্দু । না সখি, আমি পারব না ; আমার ভাই বড় লজ্জা করে ।

বাস । নাও না কেন, এতে আর লজ্জা কি ?

ইন্দু । ( লজ্জার সহিত হস্ত প্রসারণ ) ।

রাজা । ( স্বগত ) আহা ! আমার কি এমন অদৃষ্ট হবে যে আমি এই কোমল করপল্লব গ্রহণ করব ! ( ইন্দু প্রভার হস্তে মালা প্রদান ) ।

বাস । মহারাজ, আজ আপনার সঙ্গে আলাপ করে আমরা চরিতার্থ হলেম ।

রাজা । সে কি সুন্দরি ! কাঞ্চনই ত সর্বদা মণির প্রার্থনা করে থাকে ।

ইন্দু । ( অনুচ্চস্বরে ) মণির শোভা বৃদ্ধি হবে বলেই, সে কাঞ্চনের সঙ্গে যোগ হতে ইচ্ছা করে ।

রাজা । ( স্বগত ) আহা ! এমন সুমিষ্ট স্বর কি আর কখন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে না !—তা আর বুঝা ভাবলেই বা কি হবে !——

বাস । মহারাজ, তবে এখন আমরা চল্লেম ।

রাজা । সুন্দরি, তোমরা আমার সম্মুখ থেকে চল্লে বটে, কিন্তু আমার মনোমন্দির হতে কখনই যেতে পারবে না ।

ইন্দু । ( বাসস্তিকার প্রতি ) সখি, সাধু ব্যক্তিদের অন্তঃ-

করণ এমনি কোমল হয় বটে; তা আমরা এমন কি কপাল করেছি যে ক্ষণকালের জন্যেও এরূপ সহবাস সুখ লাভ করব।

[ ইন্দুপ্রভা ও বাসন্তিকার প্রস্থান।

রাজা। ( দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগত ) হায় ! হায় ! রজনীদেবী আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন কেন ? তা হতেও পারেন। সময়ে সকলই হয়। (চিন্তা করিয়া ) এখন আর কি করি ! আমি ত এই সম্মুখস্থ অচলের ন্যায় একবারে স্পন্দহীন হয়ে পড়েছি। আহা ! ঐ যে সেই সুন্দরী গমন কচ্চেন ; ক্রমে নয়ন পথের দূরবর্তিনী হলেন। কি আশ্চর্য্য ! তিমিরারূত মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সৌদামিনী একবার উদয় হয়ে আবার অন্তহুৎ হলে দিগ্‌মণ্ডল যেমন অধিক তমোময় হয়, এই স্থানও সেই সুন্দরীর বিরহে অবিকল সেইরূপ হয়েছে।

নেপথ্যে। ( দুন্দুভির ধ্বনি। )

রাজা। ( সচকিতে ) এই যে শিবিরে দুন্দুভির ধ্বনি হচ্ছে। তবে এখন যাই।

[ প্রস্থান।

( হিরণ্যবর্ষ্মার প্রবেশ। )

হির। ( ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া স্বগত ) কৈ, মহারাজ ত এখানে নাই ! তিনি বলেন, “ আমি অতি দ্বরায় শিবিরে যাচ্ছি ” কিন্তু এখন ত প্রায় চারিদণ্ড অতীত হয়েছে। আর সে দুটী কামিনীই বা কোথা গেল ? তিনি আমাকে অদ্যই কলিঙ্গনগর অবরোধের সমস্ত আয়োজন কতে বলেছেন ; কিন্তু তাঁর এপর্য্যন্ত গমন না করায় আমি ত কোন উদ্যোগই কতে পাচ্ছি না। ( পরিক্রমণ করিয়া ) তিনি

কি এক্ষণে সময় পরিত্যাগ করো কন্দর্প শরের বশবর্তী হলেন? আর তাই বা কি প্রকারে অনুভব করা যায়? যে বীর পুরুষ সতত দুঃখ দমনে রত থাকেন, তাঁকে কি অনঙ্গদেব স্বীয় শরে বিদ্ধ কতে পারেন! ( চিন্তা করিয়া ) হতেও পারে। মহারাজের ত এপর্য্যন্ত পরিণয় কার্য্য নির্বাহ হয় নাই; আর কন্যা দুটির মধ্যে একটি পরম রূপলাবণ্যবতী। সুতরাং তাঁর সে কটাক্ষ শরে বিদ্ধ হবার বিচিত্র কি? যদি তিনি এপথের পথিক হয়ে থাকেন, তারই বা উপায় কি করা যায়। তাঁর অনুসন্ধান ব্যতীত যে কিছুই কতে পাচ্চিনা। আরো এই একটা সন্দেহ হচ্ছে যে সে কামিনী দুটি ত মায়াবিনী হলে ও হতে পারেন। যাই হোক, আমার আর স্থির হয়ে থাকা কর্তব্য নয়; এর বিশেষ তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক।

[ প্রস্থান।

ইতি প্রথমাক্ষ ।

## দ্বিতীয়াক্ষ ।

### প্রথম গর্তাক্ষ

পরবদেশ—রাজ অন্তঃপুরস্থ উদ্যান ।

( সাবিত্রীদেবী ও বসুমতীর প্রবেশ । )

বসু । সে যা হোক, রাজমহিষি, আপনারা ইন্দুপ্রভার বিবাহের কি স্থির করেছেন ?

সাবি । বসুমতি, ও কথা আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কর ? আমার ইন্দুপ্রভার অদৃষ্টে কি বিবাহ আছে ?

বসু । সে কি, রাজমহিষি ! আপনাদের কন্যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপা ; তা তাঁর বিবাহের জন্যে ভাবছেন কেন ? আপনি মহারাজকে একবার একথা বল্লই ত হয় ।

সাবি । তুমিও যেমন ! মহারাজের কি এসব বিষয়ে মন আছে ? তিনি সর্বদাই কেবল রাজকার্য্যে উন্নত । একথার প্রসঙ্গ কল্পে তিনি কিছুতেই মনোযোগ করেন না ।

বসু । কিন্তু তাও বলি । পদ্মপুষ্প প্রস্ফুটিত হলে যেমন তার সংগন্ধে অলিকুল আপনারাই এসে তাকে বরণ করে, তেমনি আমাদের রাজনন্দিনীর যশঃ সৌরভে যে কত রাজা এসে উপস্থিত হবেন, তার কি সংখ্যা আছে ।

সাবি । ভাই, মলয়মাকত পদ্যের গন্ধ পরিচালনা না কল্পে কি অলিকুল তার সংগন্ধ পায় ? তা পিতা মাতা চেষ্টা না কল্পে কি দুহিতা সংপাত্তের হাতে পড়ে ?

বসু। দেবি, সূর্য্যকাস্তমণি ত তিমিরময় গিরি গঙ্ঘরে বাস করে, কিন্তু সেখানে সূর্য্য কিরণ কি কর্যে প্রবেশ করে? তা এ সব বিধির নির্বন্ধ বৈ ত নয়।

সাবি। বসুমতি, উপযুক্ত কন্যা সন্তান যত দিন না সংপাত্রে হাতে পড়ে তত দিন কি মা বাপে স্থির হয়ে থাকতে পারে?

বসু। রাজমহিষি, আমি শুনেছিলাম যে রাজা বিজয়-কেতু আমাদের রাজনন্দিনীকে বিবাহ করবার জন্যে দূত পাঠান; তা তাঁর সঙ্গে বিবাহ না হবার কারণ কি?

সাবি। সে কি! তুমি কি জাননা সে অত্যন্ত অধর্ম্মাচারী? ইন্দুপ্রভা আমার একটা মাত্র কন্যা, তা তাকে আমি এরূপ পাত্রের হাতে কেমন কর্যে সমর্পণ কত্তে পারি? দেখ, স্বামী যদি গুণহীন হয়, তা হলে তার রূপেই বা কাষ কি, আর ধনেই বা কাষ কি।

বসু। আজ্ঞা হ্যাঁ, তা মিথ্যে নয়। কিন্তু যৌবন অবস্থায় লোকে কি না কর্যে থাকে?

সাবি। তা বলে জেনে শুনে এমন পাত্রকে কন্যা সমর্পণ কর্যে কি মা বাপে কখন নিশ্চিত হয়ে থাকতে পারে?

বসু। তবে কেন আপনারা অন্য কোন রাজার সঙ্গে রাজনন্দিনীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করুন না। তাঁকে ত আর কোন মতেই আইবড় রাখা যায় না। তাঁর দিন দিন যৌবন-কাল উপস্থিত হচ্ছে। আমি তাঁর সখীদের মুখে শুন্লেম যে তিনি কদিন বড় অমুগ্ধ হয়ে রয়েছেন; দিবা রাত্র অন্যমনস্ক থাকেন; সখীদের কারো সঙ্গে কথা কন না। তা আপনি কেন এ সকল কথা মহারাজকে বলুন না।

সাবি । বসুমতি, ও কথা আমাকে কেন বল্ছ ? হায় ! আমার মতন হতভাগিনী কি পৃথিবীতে আর আছে ! তা আমার কপালে সুখ হবে কেন বল দেখি ?

বসু । রাজমহিষি, সে জন্যে আপনি চিন্তিত হবেন না । এখন ত আর কোন ঝগড় নেই ; তা আমার বোধ হয় মহা-রাজ অবশ্যই এ বিষয়ে মনোযোগী হবেন ।

সাবি । হায় ! বসুমতি, আমার ইন্দুপ্রভার ভাবনা ভেবে ভেবে আমি এক দণ্ডের জন্যেও সুখী নই ।

বসু । তা যা হোক, রাজমহিষি, আপনাদের জন্ম জন্মান্তরে অনেক পুণ্য ছিল বলতে হবে, যে আপনারা এমন মেয়েকে পেয়েছেন ।

সাবি । বসুমতি, একথাটি মনে উদয় হলে মন যে কি রূপ হয়, তা বলতে পারিনে ! মেয়েটির ভাল করে বিবাহ দিয়ে নিশ্চিন্ত হব, এইটী বড় মনের সাধ । কিন্তু তার পতি গৃহে যাবার কথা মনে হলে আমার প্রাণ যেন কেঁদে ওঠে ।

বসু । রাজমহিষি, তা বলে কি এখন আপনাদের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত ?

সাবি । তুমি কি ভেবেছ আমরা নিশ্চিন্ত রয়েছি ? কেবল বিশ্বির বিড়ম্বনায় এই সব ব্যাঘাত ঘটছে বৈ ত নয় ।

বসু । আজ্ঞা হ্যাঁ, তা সত্য বটে—

সাবি । বসুমতি, আমার ইন্দুপ্রভার বিরস বদন দেখলে কি আর এক দণ্ডও বাঁচতে ইচ্ছা করে ! আমি বিধাতার কাছে এমন কি পাপ করেছি যে তিনি আমাকে এত মনো-দুঃখ দিচ্ছেন !

বসু । রাজমহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না । এ

ছুঃখ যে কেবল আপনিই সহ্য কচ্ছেন, এমন নয়। সকলের  
ভাগ্যেই ত এইরূপ ঘটছে।

নেপথ্যে। ( বৈতালিক সঙ্গীত। )

রাগিণী কান্দেরা—তাল মধ্যমান। ১২

কিবা সভার শোভা।

. মনোহর আ মরি, অতি মনোলোভা ॥

কহনে না যায়, কেমনে কহি রাজপ্রভা।

জ্বিলি আভায় যেন রে রতিপতি প্রভা।

নেপথ্যে। কৈ লো! রাজমহিষী কোথায় গেলেন?  
মহারাজ যে অন্তঃপুরে আসছেন।

বসু। মহারাজ বুঝি সভা থেকে গাত্রোত্থান কল্লেন।  
চলুন তবে এখন আমরা অন্তঃপুরে যাই।

সাবি। চল।

[ উভয়ের প্রস্থান।

( পুষ্পপাত্র হস্তে সাগরিকার প্রবেশ। )

সাগ। ( স্বগত ) রাজনন্দিনী যে আমাকে উদ্যান যাবার  
কথা বল্লেন; তা কৈ, তাঁকে ত এখানে দেখতে পাচ্চিনে।  
আমি আরো সেই জন্যে তাড়াতাড়ি আসছি। তবে আবার  
তিনি কোথায় গেলেন? ( কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সপুলকে )  
আহা! এই উদ্যানটির কি চমৎকার শোভা হয়েছে! চারু  
দিকে কত প্রকার ফুল ফুটেছে—দেখলে চক্ষের পাণ্ডা যায়।  
ঐ দিকটে দেখলে বোধ হয় ঠিক যেন বাগান খানি হাসছে।  
এখানে আবার গাছগুলির যৌবনকাল হওয়াতে বোধ হচ্ছে



ইন্দুপ্রভা নাটক ।

যেন ওদের স্বয়ম্বর হচ্ছে ; তাই জন্যে অলি, মধুমক্ষিকা, মলয় মাকত, এসে উপস্থিত হয়েছে । সরোবরে পদ্ম প্রস্ফু-  
টিত হওয়াতে কি চমৎকার দেখাচ্ছে ! বসন্তকালের আগমনে  
সকলেই যেন আনন্দে ভাসছে ।

( গীত । )

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান ।

আ মরি কি শোভা আজি হেরিলাম এ কাননে ।

কত যে কুসুম বিকশিত উপবনে ॥

কোকিলে শাখা পরে, গাহে পঞ্চম স্বরে ।

মন হরণ করে মলয় পবনে ॥

বসন্ত আগমনে, লোক মজিল প্রেমে ।

বিরহিণীর মন দহে স্মর দহনে ॥

তা এখন আর এখানে একলা থেকে কি করব । ততক্ষণ  
গোটাকতক ফুল তুলে নিয়ে রাজনন্দিনী কোথায় গেলেন  
দেখিগে । ( পুষ্প চয়ন করিতে করিতে গীত ) ।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওরালি ।

ফুলবাণ হানিলে পরে ।

বিরহিণী সহরে অন্তরে ॥

কুল কলঙ্কের ভয়, মনেতে নাহি রয়,

ভাসে প্রেমের নীরে ॥

[ প্রস্থান ।

( মধুরিকা ও বাসন্তিকার প্রবেশ । )

মধু । ওলো বাসন্তিকে, আজ ত ভাই আমি কখন ফুল

গাছে জল দেব না । তুমি আমার কাছে যে দু কলসী জল ধারো, তা আগে শোধ দাও ।

বাস । ঈশ ! এক দিন দু কলসী জল দিয়েছ বলেই কি এত রাগ ! ভাই, আমি যে তোমার হয়ে কত দিন দিয়েছি, তার কি হবে ?

মধু । মরণ আর কি ! তুমি আবার আমাকে কবে জল দিচ্লে ?

( ইন্দুপ্রভার প্রবেশ । )

এই যে ! প্রিয়সখি, এসো, ভাই, আমরা সকলে এইখানে বসি । ( সকলের উপবেশন ) । রাজনন্দিনি, তোমার আজ এত বিরস বদন কেন ভাই ?

ইন্দু । কেন সখি, বিরস বদন হব কেন ?

মধু । প্রিয়সখি, নলিনী মলিনী হলে সরসী যেমন তার মনোহর গন্ধ পায় না; আর না পেয়ে মনে করে যে নলিনী মলিনী হয়েছে; আমরাও তেমনি তোমার সুধারূপ বাক্য পরিমল না পেয়ে বেশ জ্ঞান্তে পেরেছি যে তুমি বিষাদিনী হয়েছে । কৈ ভাই ! সেই দেবমন্দিরে যাওয়া অবধি তুমি ত আমাদের সঙ্গে ভাল করে কথ্য কও না ।

ইন্দু । সখি, তুমি যে কি বলছ, তা আমি কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে ।

বাস । তা আমাদের আছে বলবেন কেন ! আমরা ত আর ওঁর আপনার লোক নই ।

ইন্দু । সখি, আমি ত আর কিছুই জানি না । কেবল সে দিন দেব—মন্দিরে সেই——( লজ্জায় অধোবদন ) ।

মধু। রাজনন্দিনি, আমাদের কাছে তোমার কিসের লজ্জা ভাই? মনোগত ভাব মনে মনে রাখলে কি হবে বল! কেবল দুঃখ বৃদ্ধি হবে বৈ ত নয়। ঐ যে ধূতুরা ফুলটি দেখছ, ও আপনার মনের দুঃখে সমস্ত দিন থাকে বটে, কিন্তু ওর প্রিয়সখী নিশাদেবী আগমন কলে সে কি তার মনের দুঃখ প্রকাশ না করো মৌনভাবে থাকে?

ইন্দু। সখি, সে কথা শুনে তোমাদের দুঃখ আরো বৃদ্ধি হবে বৈ ত নয়।

মধু। রাজনন্দিনি, তুমি কি জান না যে প্রিয়সখীর নিকট মনের দুঃখ প্রকাশ কলে মন অনেক সুস্থির হয়?

বাস। প্রিয়সখি, যে যাকে ভাল বাসে, সেই ত তার কাছে মনের কথা বলে থাকে।

ইন্দু। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমার মন যে কেন এমন হয়েছে, তা কিছুই জানি না। যে দিন দেবমন্দির সম্মুখে সেই যুবরাজকে দেখেছি, সেই দিন অবধি কেবল তাঁরই অপরূপ রূপ মনে উদয় হচ্ছে। আর কিছুই ভাল লাগছে না। সখি, অধিক কি বলব; যখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, কেবল তাঁরই মনোহর মূর্তি সম্মুখে উপস্থিত হচ্ছে।

মধু। প্রিয়সখি, তা এর জন্যে আর ভাবছ কেন? কত জীলোক যে দুষ্কর প্রতিজ্ঞা করে, আর স্বপ্নে দেখে তাদের পতিলাভ করেছে। তা তুমি যাকে চক্ষে দেখেছ, আর যার সমুদয় পরিচয় পেয়েছ, তাঁকে কেন পাবে না?

ইন্দু। সখি, আমি আর তাঁকে কেমন করো পাব বল? আমার মন তাঁর প্রতি যেরূপ অনুরক্ত হয়েছে, তাঁর সেইরূপ

হয়েছে কি না, তা ত বলতে পারিনে । কমলিনীই স্বর্ঘ্য-  
দেবকে দেখবার জন্যে ব্যগ্র হয় ; কিন্তু স্বর্ঘ্যদেবের ত সে  
ভাব নয় ।

বাস । রাজনন্দিনি, তাঁর সে দিনের সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত,  
আর সুধাসম স্নেহযুক্ত কথাতে আমি বেশ জানতে পেরেছি  
যে, তিনিও তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন ।

মধু । প্রিয়সখি, বিকসিত কমল দেখে অলি কি তার  
প্রতি অনুরক্ত না হয়ে স্থির হয়ে থাকতে পারে ?

ইন্দু । সখি, কুমুদিনী চন্দ্রকে দেখলে যেমন ব্যাকুল হয়,  
আগারও সেই অবস্থা হয়েছে । হায় ! পোড়া মদন কি  
আমাকে কম ক্লেশ দিতে প্রবৃত্ত হয়েছে !—( দীর্ঘনিশ্বাস ) ।

বাস । রাজনন্দিনি, তেমন সরল ব্যক্তিকে কি ভাই  
তোমার সন্দেহ করা উচিত ?

ইন্দু । সখি, তিনি আর সরল কেমন করো হলেন ?  
তিনি আমাকে কি পর্য্যন্ত কষ্ট না দিচ্ছেন ! কন্দর্প ত নিজে  
অনঙ্গ ; সে অঙ্গের বেদনা কেমন করো জানবে । কিন্তু  
মানুষ হয়ে এরূপ ক্লেশ দিলে কি সরলতার কার্য্য হয় ? সখি,  
নিজাদেবী ত আমাকে প্রায় পরিত্যাগই করেছেন ; যদি কখন  
একটু নিদ্রা আসে, অমনি তিনি যেন আমার শয্যার পাশে  
এসে বলেন, “ প্রিয়ে, এই আমি রণস্থল পরিত্যাগ করো  
তোমার নিকট এলেম ; আমি তোমারই । ” অমনি নিদ্রাভঙ্গ  
হয়ে চতুর্দিকে তাঁর অন্বেষণ করি ; কিন্তু কোথাও দেখতে  
না পেয়ে একাকিনী বসে ক্রন্দন করি । তিনি যে কোথায়  
চলে যান, তার কিছুই নিদর্শন পাই না ।

মধু । রাজনন্দিনি, দুরন্ত রতিপতি এমনি করোই ত

অবলাদের ক্লেশ দিয়ে থাকে। কি করবে ভাই! আপনার মনকে আপনি প্রবোধ দাও।

ইন্দু। সখি, আকাশে মেঘের উদয় হলে যদি কোন ময়ূরী আক্লাদে বহির্গতা হয়, আর সেই মেঘ যদি সহসা বাতাসে স্থানান্তরে বার, তা হলে ময়ূরী মনকে কি বলে প্রবোধ দেবে!

বাস। রাজনন্দিনি, তুমি এত উতলা হচ্ছ কেন ভাই? শীঘ্রই তাঁকে লাভ করবে।

ইন্দু। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, দরিদ্রের রত্ন লাভ কি সহজে ঘটে? আমারও এ সেইরূপ দুরাশা বৈ ত নয়! তা আমার এ মনোরথ কি কখন সিদ্ধ হবে!—

মধু। রাজনন্দিনি, নিশাকালে চক্রবাকী চক্রবাক-বিরহে কি একবারে অধৈর্য্য হয়?

ইন্দু। সখি, নিশি প্রভাত হলে সে তার পতিকে পাবে, এই আশাতেই জীবন ধারণ করে। তা ভাই, আমার কি এ দুঃখ বিভাবরী প্রভাত হবে! আমার কি এমন অদৃষ্ট হবে যে, আমি সে কন্দর্পরূপ পুনরায় দর্শন করব!

বাস। প্রিয়সখি, এষে ভাই তোমার বৃথা ভাবনা! এসব বিধাতার নীলে খেলা বৈ ত নয়; তা না হলে সে দিন তাঁকে দেবমন্দিরের সম্মুখে দেখবার কি সম্ভাবনা ছিল?

মধু। প্রিয়সখি, দেখ সূর্য্যদেব অস্তে যাচ্ছেন বলে বিষাদে কমলিনী মুদিত হচ্ছে। তা ওতো, ভাই, কেবল আশা অ-বলম্বন কর্যেই যামিনী যাপন করবে।

ইন্দু। সখি, আমাকে আর কেন বৃথা প্রবোধ দাও। যদি মেঘে বারিবর্ষণ না হয়, তা হলে কেবল মেঘ উপলক্ষ

করো চাতকিনী কদিন জীবন ধারণ কন্তে পারে ! এখন মৃত্যুই আমার এ রোগের পরম ঔষধ !

মধু । সে কি প্রিয়সখি ! এমন অমঙ্গলের কথা কি মুখে আনতে আছে !

ইন্দু । সখি, যাঁকে জীবন, যৌবন, মন, সকলই সমর্পণ করেছি, তাঁর যদি দেখা না পাই, তবে আর আমার জীবন ধারণে ফল কি ? হায় ! কেন আমি সে দিন দেবমন্দিরে গিচ্ছিলেম ! কেনই বা সে মনোহর রূপ হৃদয়মন্দিরে স্থাপন করেছিলেন ! তা এতে আমারই বা দোষ কি ? সুধাকর উদয় হলে কুমুদিনী কি স্থির হয়ে থাকতে পারে ?

বাস । রাজনন্দিনি, যখন তিনি তোমার সমুদয় পরিচয় পেয়েছেন ; তখন রণক্ষেত্র থেকে প্রত্যাগমন করেই তোমাকে বিবাহ করবার জন্যে দূত পাঠাবেন, তার কোন সন্দেহ নাই । আমার ত, ভাই, বেশ বোধ হচ্ছে যে, তিনিও তোমার ন্যায় অসুখে কালযাপন কচ্চেন ।

ইন্দু । ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখি, তাও কি তুমি মনে কর । কুমুদিনীরই একচন্দ্র বৈ গতি নেই, কিন্তু চন্দ্রের ত অনেক কুমুদিনী আছে ।

মধু । প্রিয়সখি, তোমার শরীর অবসন্ন হচ্ছে, গাত্র কম্পিত হচ্ছে ; আর সন্ধ্যা ও হয়েছে । তা চল এখন সঙ্গীত শালায় যাই । সেখানে তোমার মন অনেক সুস্থির হতে পারবে ।

ইন্দু । সখি, এখন আমার সকল স্থানই সমান । এই ত সেই উদ্যান ; এখানে এসে আগে কত আনন্দ উপভোগ করেছি । ঐ যে বৃক্ষগুলি দেখছ, ওদের কাকেও হ্রহিতা,

কাকেও সখী বলে সম্বোধন কতেন। আর ওঁদের বিবাহ নিয়ে কত প্রকার আয়োদ কতেন। কিন্তু এখন কি আর সে দিন আছে ! যে খানে যাই, সেই স্থানই সেই যুবরাজ-বিরহে শূন্যময় বোধ হয় ; কারো পদশব্দ শুন্লে তিনি আসছেন বলে ভ্রম হয়। সখি, মদনের শরকে লোকে পুষ্পশর বলে বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় সে শাগিত লৌহশর অপেক্ষাও ভীক্ষু। শাগিত শরে বিদ্ধ হলে একবারে প্রাণ পরিত্যাগ করে, কিন্তু ছুরন্ত রতিপতির শরে দিবা রাত্র বনদধ-হরিণীর মত অস্থির হতে হয়।

( সাগরিকার পুনঃ প্রবেশ । )

সাগ। হ্যাঁ গা ! তোমরা কি কেউ আজ সঙ্গীত শালায় যাবে না ? আমি আর সেখানে একলাটি কতক্ষণ বসে থাকব ? দেখ দেখি, আর কি একটুও বেলা আছে ? এ কি ? রাজ-নন্দিনি, তুমি আজ এত বিরস বদনে বসে রয়েছ কেন ভাই ? তা মিছে ভাবনাতে মনকে কষ্ট দিলে কি হবে ? চল এখন আমরা যাই। আমি সেই নতুন গান্টি আজ সব শিখেছি।

মধু। কি গান্ ভাই ? কৈ গাওনা, শুনি।

সাগ। ( উপবেশন ও গীত । )—

রাগিণী কিংকট খায়াজ—তাল মধ্যমান।

শুনিয়ে বাঁশী সেই প্রাণ যে রহেনা।

মন কাঁদে প্রবোধ মানেনা ॥

হে সখি, তুমি বল গিয়ে তারে, করে ধরে।

একে মরি মনাগুনে সে যেন দহেনা ॥

বাঁশরী এতগুণ, সখি, ধরে, তা জানিনে।

প্রেম কাঁদে পড়ে মোর যাতনা সহেনা ॥

মধু । আহা ! গানটী বেশ, ভাই । যা হোক, এখন চল ।

[ সকলের প্রস্থান ।

( বসুমতীর পুনঃ প্রবেশ । )

বসু । ( স্বগত ) বাসস্তিকা বলে যে রাজনন্দিনী রাজা বিচিত্রবাহুকে দেখে তাঁর প্রতি অনুরাগিণী হয়েছেন ; সেই জন্যেই তিনি দুঃখিত চিত্তে থাকেন । তা ভালই হয়েছে । আমাদের রাজনন্দিনী যেমন গুণবতী, তেমনি মহারাজ বিচিত্রবাহুও ত এক জন যশোহীন পুরুষ নন । আমরা রাজনন্দিনীর বিবাহ বিবয়ে আগে কত ভাব্তেম, কিন্তু কপাল হতে সহজেই আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা হয়েছে । নদী সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়েই তার সঙ্গে মিলিত হয় । তা আমি কেন এই সব কথা রাজমহিষীকে বলিগে না ; তা হলেই ত রাজনন্দিনীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে । আহা ! এমন সুশীলা স্ত্রীলোকের অদৃষ্টে যদি এমন পতি না হবে, তবে আর কার হবে !

[ প্রস্থান ।



## দ্বিতীয় অঙ্ক ।

### দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।



পরিবেশ—রাজ অস্তঃপুর ।

( ইন্দুপ্রভার প্রবেশ । )

ইন্দু । ( স্বগত ) পূর্বে বসন্তকাল এলে মনে কত আনন্দ উদয় হত; কিন্তু এখন ত কিছুতেই মন স্থির হচ্ছে না । কি সখীদের সহবাস, কি নির্জন স্থান, আমার পক্ষে এখন সকলই সমান হয়েছে । সখীদের কাছে থাকা ক্লেশকর মনে করে এই ত আমি এখানে এলেম ; তা এখানেও ত স্বচ্ছন্দ হতে পাচ্ছি না । যে দিন অবধি সেই যুবরাজকে দেখেছি, সেই পর্যন্ত সুখ আমাকে একবারে পরিত্যাগ করেছে ; আর মন সর্বদাই ব্যাকুল হচ্ছে । মন, তুমি আমার হয়ে পরের জন্যে ব্যাকুল হও কেন ? তা তোমারই বা দোষ কি ।—যে বনে দিবা রাত্র দাবানল প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হয়, সে বনের কুরঙ্গিনী কি কখন স্থির হয়ে থাকতে পারে ! ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) আমাকে, সময় পেয়ে, এখন সকলেই কষ্ট দিতে প্রবৃত্ত হয়েছে । হে প্রভু কন্দর্প ! লোকে তোমাকে ঋতুপতি বলে ; তবে তুমি রাজা হয়ে অবলা বধ কত্তে চাও কেন ? 'দেখ, যে ব্যক্তি মহান্ হয়, সে ত কখন কারো অনিষ্ট করে না ; তা তোমার কুসুমশরে আমার মতন অবলা নারীকে বিদ্ধ কল্পে কি ফল লাভ হবে ?—রাজার ত এ ধর্ম নয় । মলয় মাকতে সকলের শরীর শিথল হয়, কিন্তু আমার কেন হয় না ?

এতে আমার শরীর যেন দন্ধ হচ্ছে । ( চিন্তা করিয়া ) হায় ! দেখ, আমার আপনা আপনিই কত দূর মতিভ্রম উপস্থিত হচ্ছে । আপনার কর কমল দেখে পদ্মভেবে আপনিই জর্জরিত হচ্ছি ; দশ নখ যেন দশচন্দ্র হয়ে আমাকে যাতনা দিচ্ছে ; অলঙ্কারের শব্দে অলির গুণ গুণ স্বর মনে কর্যে প্রাণ আকুল হয়ে উঠছে । ( গবাক্ষ খুলিয়া ) এই যে চন্দ্র উদয় হয়েছে । কিন্তু চন্দ্রের কিরণেও ত সূর্য্যের মতন উত্তাপ রয়েছে ; এতে আমার শরীর যেন আরো দন্ধ হতে নাগ্লে । হে দেব সুরধাকর ! আপনি সুরধা বর্ষণে জগতের হিত সাধন করেন ; তবে এ অনাথিনীকে এরূপ কষ্ট দিচ্ছেন কেন ? অমরকূলে জন্মগ্রহণ কর্যে যদি আপনি নারী বধে প্রবৃত্ত হন, তা হলে আপনার কলঙ্ক হবার সম্ভাবনা । তাও বটে, আপনি না কি নিজে কলঙ্কী, তা আপনার কলঙ্কের ভয় থাক্বে কেন ? সেই যুবরাজকে জীবন, যৌবন, মন, সমর্পণ করেছি বলে আপনি বোধ হয় প্রতিহিংসা সাধনের জন্যে আমাকে এরূপ কষ্ট দিচ্ছেন । ( চিন্তা করিয়া ) না—চন্দ্রের কিরণের উত্তাপ থাক্বে কেন ? তবে কি দিনমণি ?—তাই বা কেমন কর্যে হবে ? দিনমণি ত এই মাত্র কমলিনীকে বিষাদিত কর্যে অস্তগত হয়েছেন । এ কি দাবানল ?—তা শূন্য-মার্গে দাবানল প্রজ্বলিত হবার সম্ভাবনা কি ? বোধ হয় রজনী দেবী সর্পের বেশ ধরে আমি বিরহিণী বলে আমাকে দংশন কতে আসছেন ; তাঁরই মাথার মণিতে চতুর্দিক আলো হয়ে রয়েছে । ( চিন্তা করিয়া ) না—এখানে মনটা বড় অস্থির হয়ে উঠলো । যাই একবার সঙ্গীত শালায় যাই ।

[ প্রস্থান ।

( সাবিত্রী দেবী ও বসুমতীর প্রবেশ । )

সাবি। সে কি ? এ কথা কি তুমি ইন্দুপ্রভার মুখে শুনেছ ?

বসু। আজ্ঞা না, তাঁর সখী বাসন্তিকা আমাকে বলেছে।

সাবি। তা আমার ইন্দুপ্রভার সঙ্গে রাজা বিচিত্রবাহুর কি প্রকারে দেখা হল ?

বসু। আজ্ঞা, সে দিন তিনি বাসন্তিকার সঙ্গে দেব দেব শৈলেশ্বরের মন্দিরে গিচ্ছিলেন, সেই খানেই রাজা বিচিত্রবাহু হঠাৎ এসে উপস্থিত হন; আর তাঁকে দেখে অবধি রাজনন্দিনী এরূপ অসুস্থ হয়েছেন।

সাবি। তবে আমার ইন্দুপ্রভা অনুরূপ পাত্রেরই অনুরাগিনী হয়েছে। রাজা বিচিত্রবাহু রাজকুল-চুড়ামণি; তাঁর যশ সকলেই ব্যক্ত কর্যে থাকে।

বসু। আজ্ঞা হ্যাঁ। মহারাজ বিচিত্রবাহু একজন বীর-পুরুষ; তাঁর মতন রূপ-গুণ-সম্পন্ন রাজার নাম প্রায় শোনা যায় না; তা আপনাদের অতি শুভাদৃষ্ট বলতে হবে।

সাবি। ভাল, বসুমতি, আমার ইন্দুপ্রভা যে রাজা বিচিত্রবাহুকে দেখে একবারে তাঁর প্রতি এত অনুরাগিনী হল, এর কারণ কিছু বুঝতে পেরেছ ?

বসু। তা হবেনা কেন ? মলয় বাতাস যেমন পুষ্পের গন্ধ পরিচালনা করে, জনরবও সেইরূপ যশস্বী ব্যক্তির যশ ব্যক্ত কর্যে থাকে। তাতে আবার তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন।

সাবি। দেখ, নদীর জল স্রব্বাহু হলেও যেমন সাগরের সঙ্গে মিশে লোণা হয়, তেমনি গুণহীন স্বামীর হাতে পড়লে স্ত্রীলোকের সকল গুণই লোপ পায়।

বসু । রাজমহিষি, আমাদের রাজনন্দিনী সর্বগুণ-সম্পন্না, তা তিনি কেন অসং পাত্রের হাতে পড়বেন ? উত্ত-মের সঙ্গেই ত উত্তমের মিলন হয় ।

সাবি । কি আশ্চর্য্য ! বসুমতি, একথা শুনে আমার মনে যেমন আক্লাদ হচ্ছে, আবার তেমনি দুঃখও হচ্ছে । আমার এই জীবন-সর্বস্বধনকে একজন পার্কে দিয়ে আমি কেমন করোঁ থাকুব ? ( রোদন । )

বসু । সে কি, রাজমহিষি ! এমন মঙ্গলের কথা শুনে কি আপনার চক্ষের জল ফেলা উচিত ? লোকে অনুরূপ পাত্রের জন্যে কত অন্বেষণ করে, তা আপনাদের কপাল হতে সহজেই পেয়েছেন ।

সাবি । বসুমতি, ইন্দুপ্রভা আমার একটীমাত্র কন্যা ; ওটি আমার নয়নের তারা । তা ওটি আমাকে ছেড়ে গেলে কে আর মা বলে ডাকবে ?

বসু । রাজমহিষি, মেয়েরা কি চিরকাল বাপের ঘরে থাকে ? সকলকেই ত সময়ে পতিগৃহে যেতে হয় ।

সাবি । আহা ! যাকে আমি এত যত্নে প্রতিপালন কল্লেম, সে আমার কাছছাড়া হলে তাকে এমন করোঁ আর কে আদর করবে ? ( রোদন । )

বসু । রাজমহিষি, এ ত আপনার বলে নয় ; চিরকালই ত এমনি হয়ে আসছে । আপনাকে দিয়েই কেন দেখুন না ।

সাবি । তা বলে মায়ের প্রাণ কি কখন স্থির হয়ে থাকতে পারে ?

বসু । দেবি, মেয়েকে ত কেউ চিরকাল আইবড় রাখে না । দেখুন, উমা ত মেনকার একটা মেয়ে, তা তিনি কি চিরকাল

পিতৃগৃহে ছিলেন ? তা এর জন্যে আপনি মিছে দুঃখিত  
হচ্ছেন কেন ?

নেপথ্যে । ( বীণাধ্বনি । )

বস্তু । ও শুনুন, রাজনন্দিনী সঙ্গীতশালায় গান কছেন ।

নেপথ্যে । ( গীত । )

রাগিণী বেহাগ খায়াজ—তাল মধ্যমান ।

চিত স্বজনি শোনে না, কেনবা হেরিলাম ।

না বুঝিয়ে প্রাণ মোর সে জনে সঁপিলাম ॥

যাতনা সহেনা গো আর, কব কাহারে ।

আঁখি চাহে নিরূপম্ সে নাগর রূপ ।

না ফুরাতে সাধ যে প্রাণে মজিলাম ॥

প্রাণ চাহে না কাহার, বিনে সে জন ।

কিসে রহে কুলমান সে উপায় বল ।

বিষম বিরহ দায়ে পড়িলাম ॥

সাবি । আ মরি মরি ! আমার হৃদয়পিঞ্জর থেকে এ  
সারিকাটি উড়ে গেলে আমি কি আর বাঁচব ! বস্তুমতি, তুমি  
আমার ইন্দুপ্রভাকে একবার ডাক ত ।

বস্তু । আজ্ঞা, এই যে ডেকে আনি ।

[ প্রস্থান ।

সাবি । ( স্বগত ) আমার ইন্দুপ্রভা যে রাজা বিচিত্র-  
বাহুর প্রতি একবারে এত অনুরাগিণী হয়েছে, তা ত আমি  
স্বপ্নেও জানিনে । আহা ! সেই জন্যেই বুঝি বাছা আমার  
কদিন এমন করে বেড়াচ্ছে । বা হোক, এ শুনে আমি ত

কোন মতে নিশ্চিত থাকতে পারিনে । যাতে শীত্রই সম্বন্ধ স্থির হয়, মহারাজকে বলে তার চেষ্টা করিগে । এখন পরমেশ্বর করুন যেন রাজা বিচিত্রবাহু আমার ইন্দুপ্রভার পাণিগ্রহণ কতে সম্মত হন । আর এই বিবাহটি শীত্রই নির্কিঁয়ে সুসম্পন্ন হয় । আহা ! মা আমার যেমন লক্ষ্মী, তেমনি উপযুক্ত পাত্রও হয়েছে—

( ইন্দুপ্রভার সহিত বসুমতীর পুনঃ প্রবেশ । )

( প্রকাশে ) এসো মা এসো ।

ইন্দু । মা, আমাকে ডাকছিলে কেন গা ?

বসু । বাছা, মায়ের প্রাণ, খানিক ক্ষণ না দেখলেই দেখতে ইচ্ছা করে ।

সাবি । তুমি ওখানে কি কচ্ছিলে, মা ?

ইন্দু । মা, আমি সখীদের সঙ্গে গান কচ্ছিলেম ।

বসু । ( স্বগত ) আহা ! রাজনন্দিনীর তেমন রূপ একবারে যেন কালী হয়ে গেছে । শরীরের আর সেরূপ কাস্তি নেই ; মুখখানি মলিন হয়ে রয়েছে ।

সাবি । তোমার উদ্যানের ফুল গাছগুলি কেমন আছে মা ?

ইন্দু । মা, সেগুলি বেশ বড় হয়েছে । আমি যে তাদের রোজ জল দি । তা আজ তুমি একবার আমার উদ্যানে চলনা । আমার সেই মাধবীলতা গাছটিতে অনেক ফুল ফুটেছে । আর দেখ মা ! পিতা আমাকে যে মালতী গাছটি দিছিলেন, তার আজ বিয়ে দেবো ।

সাবি । মালতী তোমার কে হয়, মা ?

ইন্দু । মা, সে আমার মেয়ে হয় ।

বসু । ( সহাস্য বদনে ) হ্যাঁগা বাছা, মার বিয়ের আগে  
মেয়ের বিয়ে কেমন কর্যে হবে ?

ইন্দু । মা, এখন যাবে ?

সাবি । হাঁ, মা, চল ।

[ সকলের প্রস্থান ।

( মধুরিকা ও বাসন্তিকার প্রবেশ । )

বাস । হ্যাঁ ভাই, মধুরিকে ! মহারাজ কি সত্যি সত্যি  
মন্ত্রী মহাশয়কে কুন্তল নগরের রাজার কাছে দূত পাঠাতে  
বলেছেন ?

মধু । ওমা, সে কি ! কেন, তুমি কি এনগর ছাড়া  
না কি ? একথা ত সকলেই শুনেছে ।

বাস । কে জানে, ভাই, আমার একথা শুনে যেন সম্পূর্ণ  
বিশ্বাস হচ্ছে না ।

মধু । কেন, তোমার বিশ্বাস না হবার কারণ কি ?

বাস । আমাদের প্রিয়সখীর যে এত শীঘ্র মনোরথ পূর্ণ  
হবে, তা কেমন কর্যে বিশ্বাস হবে, ভাই ?

মধু । তা হবে না কেন ! তাঁর যেমন রূপ, তেমনি গুণ,  
তাতে আবার মা বাপের একটী মেয়ে ।

বাস । তবে এত দিনে রাজনন্দিনী আমাদের যথার্থই  
পরিভ্যাগ কর্যে চলেন ।

মধু । তার আর এখন কি হবে ! তবে কি তোমার এই  
ইচ্ছা যে, প্রিয়সখী চিরকাল আইবড় থেকে তোমার সঙ্গে  
হাস্য পরিহাস করেন ?

বাস । দূর ! আমি কি তাই বলছি !

মধু ! তবে আবার তোমার এত দুঃখ হচ্ছে কেন ?

বাস ! তোমার কি, ভাই, এ কথা শুনে দুঃখ হয় না ?

মধু ! তা হলে আর কি করব ! আমরা চিরকাল রাজ-  
নন্দিনীর সঙ্গে একত্রে সহবাস, একত্রে বিহার করছি ; তা এখন  
তিনি আমাদের পরিত্যাগ কর্যে চল্লেন, একথাটি মনে হলে ত  
বুক ফেটে যায় । তা বলে এখন মিছে ভাবলেই বা কি হবে ?  
তুমি কি তাঁর মনোদুঃখ সব ভুলে গেলে ?

বাস ! তা কেন ভুলব ?

মধু ! তবে আর কি, ভাই ! প্রিয়সখী যে দিন অবধি  
মহারাজ বিচিত্রবাহুকে দেখেছেন, সেই দিন পর্য্যন্ত তিনি  
কি হয়েছেন বল দেখি ! আমরা ত তাঁকে অন্য মনস্ক করবার  
জন্যে কত চেষ্টা করছি, তা কিছুতেই ত কিছু হচ্ছে না ।

বাস ! হ্যাঁ, তা মিথ্যে কি । আমি সেই জন্যেই রাজ-  
মহিষীর সহচরীর কাছে এই সব কথা বলে ছিলাম ; তাতেই  
বোধ হয় মহারাজ শুনেছেন ।

মধু । সত্যি, ভাই, আমিও তাই ভাবছিলাম, বলি,  
মহারাজ ইচ্ছা প্রিয়সখীর বিষয় কি কর্যে জান্তে পাল্লেন ।

বাস ! ভাই, এ সব কথা কি চাপা থাকে !—যেমন কর্যে  
হোক, প্রকাশ হয় ।

মধু ! তবে সেই জন্যেই বুঝি রাজমহিষী কদিন এমন  
হয়ে রয়েছেন ? আহা ! মায়ের প্রাণ কি কখন স্থির হয়ে  
ধাক্তে পারে !

বাস ! আবার প্রিয়সখীকে তিনি ভালও বাসেন তেমনি ।

মধু ! আহা ! তা হবে না ভাই ! এমন মেয়েকে যদি  
না বাপে না মেহ করবে, তবে আর কে করবে ।



বাস ! সে যা হোক, আমার এখন এইটে ভাবনা হচ্ছে যে, প্রিয়সখী পতিগৃহে গেলে রাজমহিষী কেমন করে প্রাণ ধারণ করবেন। তা চল, এখন একবার রাজমহিষীর কাছে যাই।

মধু। আচ্ছা চল।

[ উভয়ের প্রস্থান।

( সাগরিকার সহিত ইন্দুপ্রভার পুনঃ প্রবেশ । )

সাগ। রাজনন্দিনি, ছি ভাই ! এ সময় কি তোমার এমন করে বিরস বদনে থাকতে হয় !

ইন্দু। সখি, তুমি কি ভেবেছ যে, তিনি আবার আমার পানিগ্রহণ করবেন। আমার প্রতি যদি তাঁর কিকিৎমাত্র অনুরাগ থাকতো, তা হলে কি তিনি এ অবধি নিশ্চিন্ত থাকতেন ?

সাগ। প্রিয়সখি, মহারাজ যখন তোমার সম্বন্ধ স্থির কতে তাঁর কাছে দূত পাঠিয়েছেন, তখন আর তোমার কিসের ভাবনা, ভাই ? আর আমি বাসন্তিকার মুখে যে রকম শুনেছি, তাতে তিনি সংবাদ পাবা মাত্রেই অবশ্যই তোমার জন্যে ব্যাকুল হবেন।

ইন্দু। সখি, এ কেবল ছুরাশা বৈ ত নয়। আমার কি এমন সৌভাগ্য হবে ! ( দীর্ঘনিশ্বাস। )

সাগ। প্রিয়সখি, আর অমন করে ভাবনা।

( গীত । )

রাগিণী খাঁসাজ—তাল মধ্যমান ।

কেন ভাব এত প্রাণ স্বজনি ।  
পাবে তুমি সে নাগরবরে ধনি ॥  
বিরহের দুঃখ রবে না আর ।  
সুখের সাগরে ভাসিবে সুবদনি ॥  
সে জন তোমার, নহেক কাহার ।  
যার ভাবে তুমি হয়েছ পাগলিনী ॥

ইন্দু । সখি, অলি গুণ গুণ স্বরে কমলিনীর মন মোহিত  
কর্যে যদি দূর দেশে যায়, তা হলে কমলিনী কদিন ধৈর্য্য  
হয়ে থাকতে পারে ?

সাগ । কিন্তুু ভাই, তোমার এও বিবেচনা করা উচিত যে,  
কমলিনীর মনোহর গন্ধ পেয়ে অলিও কখন স্থির হয়ে থাকতে  
পারে না ।

ইন্দু । ভাই, সেই আশাতেই বেঁচে রয়েছি । কিন্তু মন  
আর কোন মতেই প্রবোধ মানেনা । এখন বিবেচনা হচ্ছে  
যে আমার মরণ হলেই শরীরটে যুড়োয় । দেখ, একেত সেই  
যুবরাজের বিরহে জর্জরিত হচ্ছি, তাতে আবার পদ্ম, মলয়  
সমীরণ, কোকিল, ভ্রমর, এরা আমার বাতনা আরো তৃপ্তি  
কচ্ছে । অবলা বালার প্রাণে কি এত সয় !

সাগ । প্রিয়সখি, মলয় বাতাস, কোকিল, ভ্রমর, এরা  
সকলেই ত কন্দর্পের অনুচর । তা চল আমরা প্রভু কন্দর্পের  
পূজা করিগে ; তা হলেই তোমার সকল কষ্টের শেষ হবে ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

ইতি দ্বিতীয়াক্ষ ।

## তৃতীয়াক্ষ ।

### প্রথম গর্ভাক্ষ

কুন্তল নগর—রাজগৃহ ।

( রাজাবিচিত্রবাহু আসীন । নিকটে বসন্তক । )

বস । আজ্ঞা, মহারাজ—আপনি——

রাজা । আঃ কি আপদ ! তুমি এখন বসো ! তোমার সঙ্গে আমার অন্য কোন কথা আছে ।

বস । ( বসিয়া ) আজ্ঞা কখন, মহারাজ ।

রাজা । ওহে বসন্তক ! তোমার জন্মই বুধা । তুমি এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর দুর্লভ বস্তুই দেখলেনা ।

বস । ( স্বগত ) এযে ধান ভান্তে শিবের গীত দেখতে পাচ্ছি । ( প্রকাশে ) কেমন করে মহারাজ ? এ দাসের যখন প্রত্যহ রাজদর্শন হচ্ছে, তখন আর কি করে জন্ম বুধা হল ? আর মহারাজ অপেক্ষা দুর্লভ বস্তুই বা পৃথিবীতে কি আছে ?

রাজা । তা যা হোক, প্রধান শিল্প-চাতুর্য্য যে কি পদার্থ, তা তুমি দেখ নাই ।

বস । কেন মহারাজ ? এ রাজ্যে ত তার কিছুই অভাব নাই । একবার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত কল্লেইত জানতে পারেন ।

রাজা । আঃ ! তুমি এখানে ও সকল সামান্য বিষয়ের কথা উল্লেখ কচ্চ কেন ? আমি বিধাতার অপূর্ণ শিল্প

চাতুর্য লক্ষ্য কর্যে এ কথা বলছি । আর তদর্শনে আমার নয়নও কৃতার্থ হয়েছে ।

বস । মহারাজ, আমি ত আপনার কথার অর্থ কিছুই বুঝতে পার্লাম না । তবে ব্যাপারটা কি, ভাল কর্যে বলুন দেখি ।

রাজা । বসন্তক, যে দিন আমি কলিঙ্গদেশ জয় কন্তে যাত্রা করি, সেই দিন এক মনোহর সঙ্গীত শুনে কোঁরব্য দেশের দেবমন্দিরের নিকট উপস্থিত হলেম । সেইস্থানে একটা অনুপমা রূপলাবণ্যবতী কামিনী আমার নয়ন পথের পথিকা হয়েছিলেন । আহা ! তেমন অপরূপ রূপ আমার জন্মাব-  
চ্ছিন্নে কখনই দেখি নাই । বিধাতার সৃষ্টিতে যত দূর দৃষ্টি হবার সম্ভাবনা, তদপেক্ষা অধিক সে অঙ্গে নিয়োজিত হয়েছে । সে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণশশি দর্শন কল্পে কি আর সকলক্ চন্দ্রকে দেখতে ইচ্ছা করে ! সে মিষ্টিস্বর বার কর্ণকুহরে এক-  
বার প্রবেশ করেছে, সে কি কোকিলধ্বনি শুল্লিলিত বোধ করে !

বস । হা ! হা ! হা ! মহারাজ, আপনার কাছে ত আর তাল্টি ফাঁক যাবার যো নাই । কোথায় পথে ঘাটে একটা মেয়ে দেখেছেন, আর রক্ষা নাই । মল্লিকা, মালতী প্রভৃতির মধুপান কর্যে অলি যেমন ধুতুরার মধুপানে প্রবৃত্ত হয়, আপনার ও দেখছি তাই হয়েছে ।

রাজা । কেন বল দেখি ?

বস । আজ্ঞে, তা বৈ আর কি ! দেখুন, কত শত উদ্যানে কত শত মনোহর পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে, সে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত না কর্যে আপনি একটা কদর্য কুম্বমাত্রাণে  
: বিমোহিত হলেন !

রাজা । বসন্তক, তুমি কি ভেবেছ যে সামান্য কুসুমাত্রাণে বিচিত্রবাহু বিমোহিত হয় ? সিংহ কি শৃগালীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে থাকে ?

বস । আজ্ঞে, তা ত নয় । তবে বলা যায় না ; মনের গতিক কখন কি হয়, তা বোঝা ভার । দুটো মন্দও আবার সময় বিশেষে ভাল লাগে । তা যা হোক, তিনি কে, তার কিছু জানতে পেরেছেন ?

রাজা । সে সুধা পুরুবরাজবংশ-সম্ভূতা । সে বড় সামান্য ব্যাপার নয় ।

বস । ঈশ্ ! আপনি যে আর বাকি রাখেন নাই । একবারে কুলুচি স্বদ্ধ জেনে এসেছেন । তা ভাল কথা হয়েছে । মহারাজও ত চকোর স্বরূপ ; সে সুধা আপনি ব্যতীত আর কে পান করবে ?

রাজা । বসন্তক, সে অমৃত পান করা কি সকলের অদৃষ্টে ঘটে ? রাজা সত্যবিক্রমের অভিমান দুর্গ উল্লঙ্ঘন না কল্পে ত তাঁকে লাভ করবার কোন সম্ভাবনা নাই ।

বস । সে কি মহারাজ ! আপনি এমন বিবেচনা করবেন না । আপনার নাম শ্রবণ মাত্রে রাজা সত্যবিক্রম আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করবেন, তার কোন সন্দেহ নাই । ভুগু কি বিষ্ণুকে অবহেলা করে অন্য কাকেও লক্ষ্মী প্রদান করেছিলেন ? ( স্বগত ) এখন দুটো একটা মনের মতন কথা না কইলে আবার চটে উঠবেন !

রাজা । বসন্তক, আমার কি তেমন অদৃষ্ট হবে ! মক ভূমিতে যুগতৃষ্ণা দর্শন করে যুগকুলের যেরূপ দুর্দশা হয়, তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে আমারও সেই রূপ হয়েছে ।

( দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ) ছরস্তু কন্দর্প হরকোপানলে ভস্ম হয়েছিল বলেই বোধ হয় পুরুষদের এত যন্ত্রণা দিয়ে থাকে ।

বস । ( স্বগত ) বুঝেছি, একবারে সপ্তমের উপর । এখন আরো কত রকম ভাব উদয় হবে ! ( প্রকাশে ) মহারাজ, আপনাকে ত তাঁর প্রতি একান্ত অনুরক্ত দেখছি, তা আপনার প্রতি তাঁর কিরূপ, তা কিছু জানতে পেরেছেন ?

রাজা । তা আমি কেমন করো জানব ? কিন্তু সে দিনের ভাবভঙ্গি দর্শনে বোধ হয় যে, তিনিও আমার প্রতি অনুরক্ত হয়ে থাকবেন । কেননা, তাঁর নুপুর স্থলিত হয় নাই, তত্রাচ নুপুর খুলে গেছে বলে আমার জন্যে অপেক্ষা করেছেন । এক ছড়া সামান্য মালার জন্যে পুনরায় ফিরে এসেছিলেন ; আর সখী সম্বোধনে আমার প্রতি অনেক অনুনয় বাক্য ও প্রয়োগ করেছিলেন ।

বস । হা ! হা ! মহারাজ, তবে আর অপেক্ষা কি রেখেছেন ? একবারে সকল কার্য সমাধা ! তা আপনার এ বিষয়ে সন্দ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন কি ? এতে ত সম্পূর্ণ অভি-প্রায় প্রকাশ পেয়েছে । এক্ষণে কোন উপায়ে হস্তগত কতে পাচ্ছেই হয় ।

রাজা । আমি ত এর কোন উপায়ই নির্ণয় কতে পাচ্চিনা ।

বস । আজ্ঞে, উপায় আছে বৈ কি । বুদ্ধি থাকলে কি না হয় ? আমি একটা বড় চমৎকার যুক্তি করেছি ।

রাজা । কি যুক্তি ?

বস । আজ্ঞে, মহারাজ, আপনি সেখানে একজন দূত

প্রেরণ করুন না কেন। তা হলেই সকল ভাব গতিক বোঝা যাবে।

রাজা। বসন্তক, আমি ত তোমাকে পূর্বেই বলেছি, যে রাজা সত্যবিক্রম অত্যন্ত অভিমানী। সে স্থানে সহসা দূত প্রেরণ কত্তে আমার কোন মতেই সাহস হয় না। কি জানি, যদি তিনি অগ্রাহ করেন, তা হলে ত আমার মান থাকবেনা। সর্পমণির উজ্জ্বল কাণ্ডি দর্শন কল্পে লোকের যেরূপ অবস্থা হয়, আমার ও সেইরূপ হয়েছে। মণিলাভ না হলে শোকে জীবন সংশয় হয়ে উঠে; আবার দংশন ভয়ে মণি গ্রহণেও সাহসী হয় না।

বস। মহারাজ, পশুপতি উমাকে লাভ করবার জন্যে দেবর্ষি নারদকে দূতপদে বরণ কর্যে হিমাচলের নিকট প্রেরণ কল্পে তিনি তাঁকে কন্যা প্রদান কত্তে যেরূপ ব্যগ্র হয়েছিলেন, রাজা সত্যবিক্রম ও আপনার নাম শুন্লে সেইরূপ হবেন।

রাজা। বসন্তক, আমার এমন কি পুণ্য আছে যে, আমি সে অমৃত লাভ কত্তে পারব! (দীর্ঘনিশ্বাস।)

বস। মহারাজ, মহৎ ব্যক্তির সর্বদাই আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকেন, সেই জন্যে আপনি আপনার গুণ অবগত নন। আপনি রূপে কুমারকে লজ্জা প্রদান করেছেন; আপনার শাসিত শরনিকর দুষ্কদের রক্তপানে সর্বদা লোলুপ; আপনার যশঃ কিরণে দশ দিক আলোকময় হয়েছে। তবে যে রাজা সত্যবিক্রম আপনাকে কন্যা অর্পণ করবেন, এতে আর সন্দেহ কি?

রাজা। তুমি যাই বল; আমি বেশ বিবেচনা করেছি,

যে বিধাতা আমাকে কষ্ট দেবার জন্যেই সে কনক পাখটিকে কণ্টকময় মৃণালের উপর স্থাপন করেছেন ।

বস । ( স্বগত ) আবার ঠাণ্ডা কত্তে কদিন লাগে, তাঁর ঠিক নাই । ( প্রকাশে ) মহারাজ, আপনি চিন্তা সাগরে মগ্ন হচ্ছেন কেন ? একবারে হতাশ হবার ত কোন কথা নাই । আর যদি তাঁকে লাভ না হয়, এ পৃথিবীতে একটা ত নয়, শত শত রাজোদ্যান রয়েছে, তা তদপেক্ষা আরো মনোহর কুমুমওত থাকবার সম্ভাবনা ।

রাজা । বসন্তক, চন্দ্র কি কুমুদিনী ভিন্ন অন্য কাকেও স্পৃহা করে ? তা তাঁর সেরূপ সৌধরাশি ভিন্ন আমার মন তিমির কি আর কিছুতে দূর হবে ?

বস । মহারাজ, পূর্ণচন্দ্রদয়ে সম্পূর্ণরূপে না হোক, কতক পরিমাণে ও তমঃ দূর কত্তে সক্ষম হয় ।

রাজা । বসন্তক, শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের নিকট তারাগণ যেরূপ মলিন বোধ হয়, তাঁর সঙ্গে সমতুল্য কল্পে সেইরূপ পৃথিবীস্থ কোন অঙ্গনাই সুন্দরী বোধ হয় না ।

বস । মহারাজ, সুন্দর অপেক্ষা সুন্দর ত পৃথিবীতে দেখা যাচ্ছে । পিতার কি আর পিতা নাই ?

রাজা । বসন্তক, তুমি না কি তাঁকে দেখ নাই, সেই জন্যেই এ কথা বলছ । প্রথম দর্শনে আমার বোধ হয়েছিল যে, সৌদামিনী এক স্থানে স্থিরভাবে অবস্থান করোয় রয়েছেন ।

বস । মহারাজের যখন তাঁর প্রতি অনুরাগ জন্মেছে তখন তিনি অবশ্যই পরমাসুন্দরী হবেন । আমি ত আর তাঁর কাছে গিয়ে দেখি নাই ; কাজেই যা বলবেন, তাই ।

রাজা । বসন্তক, তাঁর রূপের কথা আর তোমাকে



অধিক কি বলব । দেখলে বোধ হয় যেন বিধাতা স্বভাবের সকল বস্তুকে লজ্জা দেবার জন্যেই সে রমণী রত্নের সৃষ্টি করেছেন । ( দীর্ঘনিশ্বাস । )

বস । কিন্তু মহারাজ, দিবাকর চিরকাল মেঘাচ্ছন্ন থাকলে' কি পৃথিবীতে শস্যাদি জন্মায় ? তা আপনি এ রূপ বিষাদিত হলে কি এ রাজ্যের শ্রী থাকবে ?

রাজা । বসন্তক, আমার সমস্ত রাজ্য বিনষ্ট হয়েও যদি আমি সেই অনুপমা কামিনীকে লাভ কতে পারি, তা হলে আমার জীবন সার্থক হয় ।

বস । ( স্বগত ) একবারে রাজ্যসুদ্ধ পণ । দেখি আরো কতদূর দাঁড়ায় । তবু খাঁদা কি বোঁচা, তার ঠিক নাই ।

নেপথ্যে । ( সায়ংকালীন সঙ্গীত । ) ৩

রাগিনী—চিত্তা গোবী । তাল আড়াঠেকা ।

হইল নিশা আগমন ।

ব্যাধ ভ্রমে দ্বিজ দল করিল গমন ॥

অস্ত্রে গেল দিনমণি, নলিনী হয়ে মলিনী,

সরোবরে মুদিল নয়ন ॥

তারাপতি আগমনে, কুমুদী প্রফুল্ল মনে,

হাসি হাসি দিল দরশন ॥

চক্রবাক পুনঃ পুনঃ, হয়ে বিবাদিত মন,

হেরিতেছে প্রিয়ার বদন ॥

বস । এই যে ! সন্ধ্যাকাল উপস্থিত । বন্দীরা সায়ংকালীন সঙ্গীত কছে ; আর মহারাজের মন ও অত্যন্ত চঞ্চল

হয়েছে। তা এক্ষণে একবার বিলাস কাননের দিকে পদার্পণ কল্পে ভাল হয় না?

রাজা। সে স্থানে এক্ষণে গমনের প্রয়োজন কি?

বস। আজ্ঞা, মহারাজ, সেখানে নানা প্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়েছে; সমীরণ ঐ সকল পুষ্পের পরিচয় প্রদানে লোককে পুলোকিত করবার জন্যে মন্দ মন্দ ভ্রমণ কচ্ছে; সুধাকর করদ্বারা মন্দ মন্দ বেগে জলকে আলোড়িত কর্যে কুমুদকে আপনার সমাগমের পরিচয় প্রদান কচ্ছে—সেই জন্যেই কুমুদ প্রস্ফুটিত ও কমল মুদিত হচ্ছে; সুনাদী বিহঙ্গমগণ মনোহর তানে সঙ্গীত আলাপ কচ্ছে। তা এই সকল দর্শনে আপনার মন অনেক সুস্থ হবার সম্ভাবনা।

রাজা। আচ্ছা চল।

[ উভয়ের প্রস্থান।

( মন্ত্রীর প্রবেশ। )

মন্ত্রী। ( স্বগত ) মহারাজ যে ভীষণ রণজয়ী হয়ে প্রত্যাগমন করেছেন, এ পরমাক্সাদের বিষয়। সূর্য্যদেবের উদয় হলে জগন্মাতা বসুন্ধরা যে রূপ আক্সাদিতা হন, রাজ বিরহে কাতরা রাজধানী ও সেইরূপ পুলোকিতা হয়েছেন। নগরবাসীরা সকলেই মহারাজের সমাগমে সম্মুখ হয়ে মঙ্গল কার্যের অনুষ্ঠান কচ্ছে; সুতরাং নগরও উৎসবে পরিপূরিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু গগনে সহস্র সহস্র তারকমালা উদয় হলেও তারাপতির বিরহে যে রূপ জগৎ কোন রূপে উজ্জ্বল হয় না, সেইরূপ রাজপুরী নিরানন্দময় হওয়ায় এ রাজ্যকে সম্পূর্ণ উৎসবময় বলে বোধ হচ্ছে না। আর মহারাজ

যখন এরূপ নিরানন্দে কালযাপন কচ্চেন, তখন রাজপুরী কেনই না এরূপ হবে । ( চিন্তা করিয়া ) কিন্তু মহারাজের সহসা এরূপ হবার কারণ কি ? প্রজাশ্রীকাতর দুই কলিঙ্গা-ধিপতিকে তিনি ত সসৈন্যে ধ্বংস করেছেন । কৈ ? আমিত এর কিছুই স্থির কত্তে পাল্লেম না । তিনিত দুই দমনে চিরকাল সমধিক পুলোকিত হয়ে থাকেন । আর সে রণস্থলের ভীষণ-তর ব্যাপারে যে এতাদৃশ বীর পুরুষের মন কলুষিত হবে, তারই বা সম্ভাবনা কি ? এফণে মহারাজের মন এরূপ চঞ্চল হয়েছে যে, তিনি রাজকার্য্য এক প্রকার পরিত্যাগ করেছেন ; দিবা রাত্র কেবল উদ্যানে কিম্বা প্রাসাদে বিরাজ কচ্চেন ।

( বসন্তকের পুনঃ প্রবেশ । )

( প্রকাশে ) মহাশয়, আপনি মহারাজের মনোগত ভাব কিছু অবগত হয়েছেন ?

বস । আজ্ঞে হাঁ, আমি মহারাজের মনঃদ্বার উদ্ঘাটনে এক প্রকার সক্ষম হয়েছি । আঃ ! মহাশয়, সে লৌহদ্বার ভগ্ন করা কি সাধারণ ব্যাপার ?

মন্ত্রী । তবে মহারাজ এরূপ ভাবে অবস্থান কচ্চেন কেন ?

বস । হা ! হা ! মন্ত্রিবর, এটাও বুঝতে পাল্লেম না ! পর্ত্ত কি সামান্য বায়ুতে বিচলিত হয় ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে, তা ত নয় । তবে ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি ।

বস । ব্যাপারটা বড় সহজ নয় । কামিনীর কটাক্ষ দৃষ্টি, আর কি !

মন্ত্রী । হাঁ, আমি ও সেইটে অনুভব করেছিলাম । শশি-

কলা দর্শনে সমুদ্র যে রূপ অস্থির হয়, মহারাজ ও সেইরূপ কোন রমণী দর্শনে অন্যমনস্ক হয়ে থাকবেন । তা কোথায়, তার কিছু শুনেছেন ?

বস । আজ্ঞে, মহারাজ যে দিন কলিঙ্গনগর আক্রমণ কতে বহির্গত হন, সেই দিবস কোরব্য দেশস্থ দেবমন্দিরের নিকট পল্লব রাজদুহিতাকে দর্শন করেন । সেখানে প্রায় অর্ধেক কার্য নির্বাহ হয়ে গেছে ।

মন্ত্রী । হাঁ, আমি শ্রুত আছি বটে যে, রাজা সত্যবিক্রমের একটি অনুপমা রূপ লাভ্যবতী দুহিতা আছেন । কিন্তু সে ত ঘটনা হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয় ।

বস । কেন ? আমাদের মহারাজ যে তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করবেন, এ ত তাঁর শ্লাঘার বিষয় !

মন্ত্রী । আজ্ঞে, তা সত্য । তবে কি না, তিনি না কি অত্যন্ত অভিমান পরবশ, সেই জন্যেই এ কথা বলছি ।

বস । আপনি কি প্রকারে জানতে পাল্লেন ?

মন্ত্রী । আমি পরম্পরায় শুনেছি যে, রাজা বিজয়কেতু তাঁর কন্যা গ্রহণে দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি কোনমতেই কন্যা সম্প্রদান কর্তে স্বীকৃত হন নাই । আর সেই জন্যেই যুদ্ধ বিগ্রহাদি হবার উপক্রম হয় ।

বস । তবে এক্ষণে এর উপায় কি ?

মন্ত্রী । আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে মহারাজের নিরস্ত হওয়াই বিধেয় । কেন না, দুস্প্রাপ্য বস্তু স্পৃহা কর্যে এরূপ বিচলিত হওয়ায় ত কোন ফল লাভ হবে না ।

বস । বলেন কি মহাশয় ! কন্দর্পশরে একবার যিনি বিদ্ধ হয়েছেন, তিনি কি আর কিছুতে সুস্থ হতে পারেন ?

পরমযোগী মহাদেবও সে শরে ব্যথিত হয়ে উন্মত্ত হয়ে ছিলেন ।

মন্ত্রী । আজ্ঞা হাঁ, তা সত্য বটে । কিন্তু বিষয় বিষয়ের পরম ঔষধ । এক্ষণে যদি ও তিনি রাজা সত্যবিক্রমের দুহিতা দর্শনে বিমোহিত হয়েছেন, কিন্তু অন্য অনুপমা ললনা প্রাপ্ত হলেই সে চিন্তা দূর হবার সম্ভাবনা । বসুমতী ত একটী রত্ন প্রসব কর্যে ক্ষান্ত হন নাই ; তিনি ত অমূল্যরত্ন সততই প্রসব কচ্চেন ।

বস । হা ! হা ! মহাশয়, পারিজাত পুষ্প যার নয়নপথে পতিত হয়েছে, তাঁর কি অন্য পুষ্পে স্পৃহা থাকে ? আরো মহারাজ এই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি সেই কামিনী ভিন্ন অন্য কাহারও পাণি গ্রহণ করবেন না । মহারাজ সেই জন্যেই আপনার অধেষণ কচ্চেন । এবিষয়ে যেটা কর্তব্য, তার স্থির কত্তে হবে ।

মন্ত্রী । যে আজ্ঞে, তবে চলুন ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

( রাজা বিচিত্রবাহুর পুনঃ প্রবেশ । )

রাজা । ( দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বগত ) শর-পীড়িত যুগ যেমন কোন স্থানেই স্নস্হ হতে পারে না, আমারও অবিকল তাই হয়েছে ; দিবা রাত্র কেবল সেই দেবমন্দির, আর তাঁর সেই অলৌকিক কান্তি মনে উদয় হচ্ছে । ( পরিক্রমণ করিয়া ) হায় ! হায় ! আমি যে কি কুলগ্নেই সে দেশে পদা-র্পণ করেছিলেম ! আর তাই বা কেমন কর্যে বলি । এ কথা বলে আমার নয়ন ও কর্ণ উভয়েই ব্যথিত হয় । যদি কেউ

কোন স্থানে অমূল্য রত্ন দর্শন করে, আর অদৃষ্ট প্রযুক্ত সে রত্ন লাভের ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, তা হলে তার কি সে স্থানকে দোষারোপ করা উচিত? বোধ করি আমার পূর্ব জন্মে কথঞ্চিৎ পুণ্য ছিল, সেই জন্যেই সে রমণীরত্ন একবার দর্শন করেছিলেম। আমার উভয় দিকেই সঙ্কট উপস্থিত হচে— সে আশা কোন মতে পরিত্যাগ কত্তেও পাচ্চিনে, আর লাভেরও কোন উপায় দেখছি নে। (পরিক্রমণ।)

নেপথ্যে। (ছন্দুভিক্ষুরি)।

রাজা। (নচকিতে) এ কি! এ ছন্দুভিক্ষুরি হচে কেন?  
(প্রকাশে) কে আছিস রে?

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

দেখ ত এ ছন্দুভিক্ষুরি হচে কেন।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) তাই ত! এ আবার কি! রাজ্যে কি কোন গোলযোগ উপস্থিত হলো নাকি! তারই বা আশ্চর্য্য কি! এমন সময় যে হঠাৎ একটা বিপদ ঘটবে, এও বড় অসম্ভব নয়। আমি যে—

(ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ।)

(প্রকাশে) কি সমাচার?

ভৃত্য। আজ্ঞে, মহারাজ, সকলই মঙ্গল। পহুব দেশের রাজা সত্যবিক্রম কোন কার্য্য বশতঃ রাজসম্মুখে দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। আচ্ছা, তুই রাজদূতের যথোচিত সমাদর কত্তে

বল্গে, আর যদি কোন পত্র থাকে, তা' হলে মন্ত্রীকে দিতে বল্ ।

ভৃত্য । যে আজ্ঞে মহারাজ ।

[ প্রস্থান । ]

রাজা । ( পরিক্রমণ করিয়া স্বগত ) রাজা সত্যবিক্রম যে আমার নিকট দূত পাঠালেন, এর কারণ কি ? অবশ্য কোন প্রয়োজন থাকবে । জগদীশ্বর করুন যেন এতেই আমার অভিলাষ সিদ্ধ হয় । ( উপবেশন ) ।

( পত্রহস্তে মন্ত্রী ও বসন্তকের পুনঃ প্রবেশ । )

( প্রকাশে ) মন্ত্রী, রাজা সত্যবিক্রম আমার নিকট দূত পাঠালেন কেন ?

মন্ত্রী । মহারাজ, অনুমতি হলে এই পত্রখানি রাজ-সম্মুখে পাঠ করি ; তা হলেই আপনি সকল অবগত হতে পারবেন ।

রাজা । তুমি ত ও পত্র পড়েছ ? তবে মর্ম্মটা কি বল ।

মন্ত্রী । ধর্ম্মাবতার, রাজা সত্যবিক্রম আপনাকে তাঁর দুহিতা সম্প্রদান কতে অভিলাষ করেন ; এবং তদুপলক্ষে এই পত্রে আপনার শুভ যাত্রা করবার জন্যে বিশেষ অনুরোধ করেছেন ।

রাজা । ( স্বগত ) আমি যে আশা-বৃক্ষটিকে চিরকাল মনোমধ্যে রোপণ করো জীবন ধারণ কতে হবে ভেবেছিলাম, সেটি কি এত শীঘ্র ফলবতী হলো !

বস । ( রাজার প্রতি জনাস্তিকে ) মহারাজ, রাজ-ভাগ্যের দোড়টা দেখুন একবার । আমি ত একথা পূর্বেই রাজসম্মুখে নিবেদন করেছিলাম ।

রাজা । ( জনান্তিকে ) তাই ত হে ! এ যে পিপাসার  
অগ্নেই মেঘবর জল প্রদান কল্লে । ( মন্ত্রীর প্রতি ) মন্ত্রী,  
এখন এতে কি কর্তব্য ?

মন্ত্রী । মহারাজ, আমার বিবেচনায় সেখানে অগ্নে  
আমাদের এক জন দূত প্রেরণ করা আবশ্যিক ।

রাজা । আচ্ছা, তুমি এবিষয়ে যেটা ভাল হয়, তার স্থির  
করগে । আমি এক্ষণে বিশ্রাম মন্দিরে চলেম । বসন্তক,  
তুমিও যাও ।

বস । যে আজ্ঞে, মহারাজ ।

[ সকলের প্রস্থান ।

## তৃতীয়াক্ষ ।



দ্বিতীয় গর্ভাক্ষ ।



কুন্তল নগর—রাজপথ ।

( মন্ত্রীর প্রবেশ । )

মন্ত্রী । ( স্বগত ) এই ত আমার স্কন্ধে পুনরায় রাজ্যভার  
অর্পিত হলো । এ কএক দিবস মহারাজ রাজকার্য্য দেখেন  
নাই সত্য, কিন্তু সূর্য্যদেব উপস্থিত থাকেন বলেই অরুণ কিরণ-  
জাল বিস্তার কন্তে সক্ষম হয় ; দিবাকর-বিরহে অরুণ কি সে  
কার্য্য পরিচালনা কন্তে পারে ? ( চিন্তা করিয়া ) আমি রাজ-  
সংসারে বহুকাল যাপন কর্যে এক্ষণে প্রাচীন হয়েছি ;



তা এ সমস্ত কার্য্য কি এক্ষণে আমার দ্বারা পরিচালিত হওয়া সম্ভব ? আর অনন্তদেবের ভার বাসুকি কত দিন বহন কতে পারে ! মহারাজ যে দিন অবধি কলিঙ্গ রাজ্য জয় কতে, বহির্গত হন, সেই দিন পর্য্যন্ত এই দুঃসহ রাজ্যভার আমাকেই বহন কতে হচে ; এক মুহূর্ত্তও বিশ্রামের অবকাশ নাই——

( দুইজন নাগরিকের প্রবেশ । )

প্রথ । মন্ত্রিমহাশয়, মহারাজ পহুব দেশে যে দূত প্রেরণ করেছিলেন তিনি কি ফিরে এসেছেন ?

মন্ত্রী । আজ্ঞা হাঁ, গত কল্য এসেছেন ।

দ্বিতী । তবে মহারাজের পরিণয় কার্য্য পহুব রাজ-দুহিতার সঙ্গেই নির্দ্ধারিত হলো ।

মন্ত্রী । আজ্ঞে হাঁ, সেই উপলক্ষেই মহারাজ অদ্য শুভ যাত্রা করবেন । তন্নিমিত্তে আমাকে তার সমস্ত আয়োজনের আদেশ করেছেন ।

প্রথ । মহাশয়, আমরা শুনেছিলেম যে, পহুব রাজ-দুহিতার সঙ্গে মহারাজের পূর্বে সাক্ষাৎ হয় । তা সেটা কি সত্য ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে হাঁ, মহারাজ যে সময় যুদ্ধার্থে বহির্গত হন, তখন কোঁরব্য দেশে এক দেব-মন্দিরের সম্মুখে রাজ-বালাকে দর্শন করেন, আর সেই নিমিত্তই কয়েক দিবস অশ্রুখে কালাতিপাত করেন ।

প্রথ । ( দ্বিতীয়ের প্রতি ) কেমন হে ! আমি বলে ছিলেম কি না যে, কোন কামিনীর কটাক্ষপাতেই মহারাজ এরূপ হয়েছেন ।

দ্বিতী । মহাশয়, মহারাজ আবার কবে এ নগরে পুনরাগমন করবেন ?

মন্ত্রী । কিছু বিলম্ব হবে । সে মনোহর স্থান পর্য্যটন না কর্যে যে এ নগরে প্রত্যাগমন করেন, এমন ত বোধ হয় না ।

প্রথ । তা ভবাদৃশ ব্যক্তির উপর যখন রাজকার্য্যের ভারার্পণ করেছেন, তখন কেনই না নিশ্চিন্ত থাকবেন ।

মন্ত্রী । হা ! হা ! মহাশয়, সিংহের ভার কি শৃগালে বহন কত্তে পারে ?

প্রথ । বিলক্ষণ ! আপনি এমন কথা আজ্ঞা করবেন না । সুবর্ণ যেমন রসায়নে অধিক সমুজ্জ্বল হয়, আপনার বুদ্ধির প্রভাবে মহারাজের গুণেরও সেইরূপ অধিক শোভা হয়েছে । আর তপনরশ্মি যেমন তিমিরময় গিরিগহ্বর ভেদ কর্যে প্রবেশ করে, আপনার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিও সেইরূপ লোকের কুটিল বুদ্ধি ভেদ কর্যে প্রবেশ করে ।

মন্ত্রী । মহাশয়, তবে আর আমি বিলম্ব কত্তে পারি না । অনুমতি করেন ত এক্ষণে বিদায় হই ।

প্রথ । যে আজ্ঞা, অশ্বিন তবে ।

[ মন্ত্রীর প্রস্থান ।

দেখ অদ্য মহারাজের শুভযাত্রা উপলক্ষে নগর বাসীরা সকলেই আনন্দে মগ্ন হয়েছে ; বামাদল পুনঃ পুনঃ শঙ্খধ্বনি কছে ; প্রাসাদ সকল অপূর্ব সাজে বিভূষিত হয়েছে ; চতুর্দিকেই গান বাদ্য শ্রুতিগোচর হছে ; নটেরা বিবিধ বেশে রাজসভায় গমন কছে ।

দ্বিতী । মহাশয়, না হবে কেন ? আমাদের মহারাজের

ন্যায় গুণবান ব্যক্তি প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না । রাজ্যবাসী সকলেই তাঁকে পিতার স্বরূপ জ্ঞান করে ; আর তাঁর স্মৃশাসনে চৌর্যাদির নাম কেবল শ্রুতিপথেই রয়েছে ।

নেপথ্যে । ( বৈতালিক গীত । )

রাগিণী সাহানা—তাল কাওয়ালি ।

কেমন সাজে মহারাজ সাজে ।

রূপ মনোহর, জিনিল কুমার,

কিরণে তাহার দশ দিক সাজে ॥

বাজিছে বাজনা রাজভবনে ।

গায়ক গায়িকা গাহিছে সঘনে ।

আনন্দে মগন পুরবাসীগণে ।

কামিনী গণে প্রাসাদ বিরাজে ॥

প্রথ । ঐ শোন, বৈতালিকেরা মহারাজের গুণোৎ-  
কীৰ্ত্তনকচ্ছে । পথে জলস্রোতের ন্যায় জনস্রোত প্রবাহিত  
হচ্ছে, আর লোক-কলরবে কর্ণ বধির হচ্ছে ।

দ্বিতী । মহাশয়, শুনেছি যে পরুবরাজদুহিতা পরমা-  
সুন্দরী । কোঁস্তভ মণি যেরূপ নারায়ণের বক্ষস্থলে শোভা  
পায়, তিনিও সেইরূপ মহারাজের বাম পার্শ্বে শোভা  
পাবেন । আর মহারাজের পরিণয় এ পর্য্যন্ত না হওয়ায়  
নগরবাসীরা সকলেই ক্ষুব্ধ ছিল, অদ্য তাদের সে ক্ষোভ  
দূর হলো ।

নেপথ্যে । ( মঙ্গল বাদ্য )

প্রথ। চল, তবে এক্ষণে রাজদর্শন করা যাগে।

দ্বিতী। যে আজ্ঞে চলুন।

[ উভয়ের প্রস্থান। ]

( বসন্তকের প্রবেশ। )

বস। হা! হা! হা! মন্দই বা কি! মহারাজ আজ দানে দাতাকর্ণ। তিনি অদ্য শুভ যাত্রা করবেন বলে কম্প-তক হয়ে বসেছেন—অকাতরে দীন দরিদ্রদের ধন বিতরণ কচ্ছেন, আর মধ্যেথেকে আমার এই অঙ্গুরীটি লাভ হয়ে গেল। এটি যে একটি অমূল্য পদার্থ, তা কে না স্বীকার করবে! হা! হা! আরে, আমরা যদি রাজার কাছ থেকে আদায় না করব, তবে আর কে করবে? তা বলে কি এখন সকলেই বুদ্ধির কোঁশল খাটাতে পারে! কেউ বা দুটো পঁাচটা টাকা পেয়ে সন্তুষ্ট হচ্ছে, কারো বা গলা ধাক্কাটা ও ফাঁক যাচ্ছেনা! হা! হা! শর্ম্মা বড় কম পাত্র নন। যে দিকেই যান না কেন, আপনার কাজটি কোন মতেই ভোলেন না। এখন আমার রাজার সঙ্গে যাওয়া হোক আর না হোক, তাতে বয়ে গেল কি! আমার ত এখন ফাঁকি দিয়ে বিলক্ষণ লাভ হয়েছে; তবে আর পায় কে! আবার কপাল জোর টা কতদূর দেখ; মন্ত্রীঘর বলছেন আমাকে না কি মহারাজের যাবার পূর্বে কতকগুলি সৈন্য নিয়ে যেতে হবে। ভাল কথাই; তাতেও কোন না যৎকিঞ্চিৎ হস্তগত হবে। আর এটি যে শর্ম্মার কোঁশলক্রমে ঘটেছে, তার আর সন্দেহ নাই। হুঁ! ওহে, পরমেশ্বর যাকে বুদ্ধি দেন, তার এই

রূপই হয়ে থাকে। বুদ্ধিঃ যশ্চ বলং তশ্চ—যার বুদ্ধি নাই তার অন্ন মেলা ভার।—হা ! হা ! হা !—

( হিরণ্যবর্ষার প্রবেশ । )

( প্রকাশে ) আরে কেও ! সেনাপতি মহাশয় যে ! আম্মন, আম্মন ! আমি আপনারই অনুসন্ধান করছিলাম ।

হির । কেন ? ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি ?

বস । আজ্ঞা—না, এমন কিছু নয় । তা আপনি যে বড় নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছেন ?

হির । কেন ? কি কত্তে হবে ?

বস । ও মহাশয় ! কি কত্তে হবে জানেন না নাকি ? হা ! হা ! হা ! মহারাজের সঙ্গে যেতে হবে না ?

হির । আমার যাবার ত বিশেষ আবশ্যক নাই । কি জানি যদি ইতিমধ্যে কোন শত্রুদল এসে উপস্থিত হয়, তা হলে ত বিবম বিভাট ।

বস । মহাশয়, এ রাজ্যে কি শত্রু প্রবেশ কত্তে পারে ? জ্বলন্ত অনলে কার সাধ্য হস্তক্ষেপ করে ?

হির । তা যাই হোক, তা বলে ত নিকট্বেগ চিন্তে থাকা যায় না । অবশ্যই সাবধান হতে হয় ।

বস । আপনার কি তবে এই ইচ্ছা যে, মহারাজ একলা গমন করেন ?

হির । না, তা কেন হবে ! তাঁর সঙ্গে দুই সহস্র অশ্ব-রোহী এবং চার সহস্র পদাতিক গমন করবে ।

বস । মহাশয়, এটা আপনি কেমন বিবেচনা কল্লেন ?

নলরাজ্য যখন দময়ন্তী সতীকে লাভ কতে বিদর্ভনগরে গমন করেন, তখন কি তিনি একলা সে কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ?

হির। আজ্ঞা তা ত নয়। কিন্তু আমার এটা বোধ হয় না যে, তিনি রাজ্যের সকল সৈন্য সামন্ত নিয়ে রাজপুরীকে শত্রুদলের হস্তে অর্পণ করো গিছিলেন।

বস। আহা হা ! আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেন ? এইটেই কেন বুঝে দেখুন না যে, মান সন্ত্রম রক্ষা করবার জন্যে ত কিঞ্চিৎ আড়ম্বর আবশ্যক করে ?

হির। তা বলে মান সন্ত্রম রক্ষা কতে গিয়ে একবারে বাতে সর্বনাশ হয়, সেইটে করাই কি যুক্তিসিদ্ধ কার্য্য ? সে কি মহাশয় ! আপনি এক জন বিজ্ঞ সূচতুর ব্যক্তি, তা আপনার কি এ সকল কথা মুখে আনা উচিত ?

বস। এঃ ! আপনি দেখছি যথার্থই রাগত হলেন। আমার ত আর আপনার সঙ্গে বিবাদ করা ইচ্ছা নয় ; তবে এ বাক্‌দ্বন্দের প্রয়োজন কি ?

হির। বিলক্ষণ ! আপনি এমন কথা মনেও করবেন না ! হা ! হা ! আমি কি আর লোক পেলেম না যে আপনার সঙ্গেই কলহ কতে প্রবৃত্ত হলেম ! অবশ্য, সকল কর্ম্মেই যুক্তি আছে, তার আর সন্দেহ কি ! কিন্তু ন্যায় অন্যায়টা বিবেচনা করা আবশ্যক।

বস। আজ্ঞা হাঁ, তা বটে ত। এ কথা অবশ্যই স্বীকার কতে হবে।

হির। তা যা হোক, মহারাজ আমাকে এ বিষয়ে কিছু আদেশ করেছেন কি না, আপনি বলতে পারেন ?

বস। করো থাকবেন। আমি সেটা বিশেষ অবগত

নই। কিন্তু মন্ত্রীবরের মুখে শুন্লেম যেন আপনাকে মহা-  
রাজের সঙ্গে যেতে হবে।

হির। তবে এখন চলুন, একবার মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে  
সাক্ষাৎ করিগে। এ বিষয়টা না জানতে পাঙ্গে আমি তার  
নির্ঘণ্ট কতে পাচ্ছি না।

বস। আজ্ঞা আপনি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হন; আমি একটু  
পরে যাচ্ছি।

হির। যে আজ্ঞা, তবে আমি চল্লম।

[ প্রস্থান।

বস। ( স্বগত ) এমন বাজে নির্ঘণ্টতে শর্ম্মা বড়  
এগোন্না। কাজটা আগে চাই। এখন তুমি ঘুরে মরগে।  
আমার কার্য অনেক কাল শেষ করে বসে আছি। হুঁ!  
সুদূর ঘুরে বেড়ালে কি হবে। আমার মতন—বেশি নয়—  
ছুটো একটা কোঁশল খাটাতে পার, তা হলে বুঝতে পারি।  
কেবল কতক গুলো লোক নিয়ে গোল কল্লেই ত হয় না।  
আমার ত আর কোন কর্ম্ম নাই, কেবল ঝোপটি বুঝে কোপটি  
মারা হা! হা! হা!—( নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া ) আহা হা!  
এ সুন্দরী স্ত্রীলোকটি কে হে? এ যেন রূপে চতুর্দিক আলো  
কর্যে রয়েছে। তা একবার আলাপ করা যাক্না। ( প্রকাশে )  
অগ্নি যুগাক্ষি! এ অভাজনের প্রতি একবার কটাক্ষ পাত কর!  
—মর বেটী—শুন্তে পায় না। ওরে ও মাগিই ই ই ই!—  
এমন মিষ্টালাপ না কল্লে ত হবার যো নাই। ভাল কর্যে  
ডাক্লেম, তাতে হল না; আর মাগী বলতেই ঘাড় ফিরিয়ে  
ছেন।

( এক জন নটীর প্রবেশ । )

নটী । কি গো ! মাগী মাগী কর্যে ডাক্ছিলে কেন ?

বস ! অঁ,—তা—না—এই—( স্বগত ) দূর কর, বেটী  
আবার শুনতে পোয়েছে ।

নটী । ঢোক্ গিলতে নাগ্লে যে ?

বস ! না—বলি, কোথা যাওয়া হচ্ছে ?

নটী । বেশ ! এক কথার আর উত্তর । আমি যা জিজ্ঞেস  
কছি, তাই বল না ।

বস ! তুমি কি বল্ছিলে, ভাই ?

নটী । বা ! কেন, তুমি কি শুনতে পাওনা না কি ?

বস ! আর ভাই ! তুমিও যেমন ! সকল সময় কি সকল  
কথা শোনা যায় ?

নটী । বলি, মাগী মাগী কচ্ছিলে কেন ?

বস ! না ভাই, আমার ঘাট হয়েছে ! তুমি, তা চিন্তে  
পারি নাই ।

নটী । না, তা পারবে কেন ? এখন ত আর আমাতে  
মন ওটে না !

বস ! হা ! হা ! হা ! তা বড় মিথ্যে নয় । আমি ভাই  
তোমাকে যে কত ভাল বাসি, তা বলতে পারিনে ।

নটী । হ্যাঁ, তুমি আমাকে যত ভাল বাস, তা জানা  
আছে । তা হলে আর মাগী বলতে না !

বস ! এঃ ! তুমি দেখ্ছি ভাই বখার্বাই আমার উপর রাগ  
করেছ । ঘাট মান্লেম, তবুও রাগ পড়ে না ? তবে বল  
ভাই, তুমি কি কল্পে সন্তুষ্ট হও ? ( স্বগত ) বেটী আবার  
আঙটিটে না চেয়ে বস্লে হয়, তা হলেই আমি গোলেম ।



নটী। হা! হা! না ভাই, আমি একটু পরিহাস কচ্ছিলেম,। যা হোক, এই যে একটা বেশ আঙটি হাতে দিয়েছ। কোথায় পেলো?

বস। (স্বগত) সৰ্কনাশ কল্লে! আমি যা ভাবছিলেম, তাই হয়েছে। মাগী মজালে দেখতে পাচ্ছি। এখন কি হবে:—এটাকে ডেকে বিষম উৎপাতে পড়লেম যে হে!

নটী। চুপ করো রৈলে যে? বলই না কেন, তাতে দোষ কি?

বস। এই—আমি তা—আমি তা—

নটী। দেখ দেখি, এই বলছিলে বড় ভালবাসি। তা এই বুঝি তোমার ভালবাসা?

বস। না, এ একটা অমনি পড়ে আছে—কখন কখন হাতে টাতে দিয়ে থাকি। আরে ও কথা যেতে দাও।

নটী। তবে বুঝি মহারাজ দিয়েছেন?

বস। (স্বগত) আঃ! এ মাগীটে বড় বিরক্ত কর্তে লাগলো যে হে! এখন কি করি? (প্রকাশে) এ কথা তোমাকে কে বল্লে? তুমি ও যেমন! এ ও কি কথা? হুঁ, মহারাজের আর খেয়ে দেয়ে কর্ম্ম নাই, আমাকে দুবেলা আঙটি দিয়ে বেড়াচ্ছেন। তুমি খেপেছ? হাঁ—তা কোথায় যাবে বল্লে ভাই?

নটী। ঐত! তোমার কাছে ত ভাই কোন কথাটি পাওয়া যায় না! তবে আমি চল্লেম—(গমনোদ্যত)।

বস। আরে, কর কি? দাঁড়াও দাঁড়াও! রাগ কর কেন ভাই? রাগ করো না।

নটী । না ভাই, আমি আর দাঁড়াব না, আমাকে এখনই রাজসভায় যেতে হবে ।

বস । ছি ভাই ! তুমি বড় অরসিক দেখতে পাচ্ছি । এমন ত্রিভঙ্গমুরারীকে ছেড়ে তোমার রাজার উপর টাঁক পড়লো ? আমি তোমার জন্যে এই নিকুঞ্জবনে দিবা রাত্র বংশীধ্বনি করে বেড়াই—তা এসো একটু আমোদ করি, হা ! হা ! হা !

নটী । বাও ভাই, মিছে ঠাট্টা করোনা ।

বস । ( স্বগত ) এই রে ! এ হাবাতে মাগীটে রসিকতা বোঝে না । বাহোক্, এখন যে আঙটির কথাটা ভুলে গেছে, এই পরম লাভ । ( প্রকাশে ) ভাই, তুমি আমার স্ত্রীরাধিকা । তোমাকে না দেখতে পেয়ে আমি কুজা স্তম্ভরীকে নিয়ে কেলি করি । তা তুমি থাকতে সে আমার কোন্ ছার ! ভাই, আমার আর কোন গুণ নাই, কেবল রসিকতাটি বিলক্ষণ জানি । কি বল ? হা ! হা ! হা !—

নটী । দূর্ হতভাগা ।

বস । ( স্বগত ) যখন হতভাগা বলেছে, তখন বোধ হয় মনটা একটু ভিজেছে । আরে, তাই যদি না হবে, তবে আর আমার কিসের ক্ষমতা ? ওহে স্ত্রীলোককে বশীভূত করবার বুদ্ধিতে আমার বিলক্ষণ আছে । ( প্রকাশে ) কেমন ভাই ! কি অনুমতি হয় ? তুমি যে চুপ্ করো রৈলে ?

নটী । আমি আর কি বলব ?

বস । কি আর বলবে ? এই কথা বল যে, আমি রাখা তুমি শ্যাম—হা ! হা ! হা !

নটী । ( স্বগত ) আমর ! মিন্সের রকম দেখ । ( প্রকাশে )

না ভাই, আমি চলেম ; অমন করো রাস্তার মাঝখানে ত্যক্ত  
করো না ।

বস । ভাই, এততেও তোমার বিরক্ত বোধ হলো ।  
ভাল একটি গান শোন ।

তোমার পিরীতে পড়ে আমার প্রাণ বাঁচানো হল দায় ।  
আমি তোমার জন্যে সর্বত্যাগী হয়েছি ।

এমন রসিক নাগর বর ফেলে কোথায় যাবে বল না ।

মরি হায় হায় —হা ! হা ! হা !

নটী । আ—হা ! মরণ আর কি দূর পোড়ারমুখো  
মিন্সে ।

[ প্রস্থান ।

বস । ( স্বগত ) দূর লক্ষ্মীছাড়া মাগী ! তোমার কি ছুঁ-  
তেই মন ওঠে না ! গেলি ত আমার বয়ে গেল ; আমার রসি-  
কতা থাকুলে তোর মতন অনেক বেটী এসে ঘুটবে । ( চিন্তা  
করিয়া ) তাই ত ! মাগীটে হাত ছাড়া হয়ে গেল গা ! কি  
করব ? ( প্রকাশে ) বলি, ওহে ! আমার একলা রেখে কার  
কাছে চলে ? শুনে যাও, শুনে যাও ! না—শুনলে না ! এখন  
কি হবে ? আমাকে যে একবারে পাগল করিয়ে দিলে । মহা-  
রাজের এ নিকুঞ্জবনে অনেক ভাল ভাল ফুল আছে বটে, কিন্তু  
এর কাছে সে গুলো ষেটু ফুল বলেই হয় । তা শর্মা যখন  
একবার এর সুগন্ধ পোয়েছেন, তখন এর মধুপান না করো আর  
ক্লান্ত হচ্ছেন না । তা যাই, দেখিগে, বেটী কোথায় গেল ।

[ প্রস্থান ।

ইতি তৃতীয়াক্ষ ।

## চতুর্থাক্ষ ।

### প্রথম গর্ভাক্ষ ।

কুন্তল নগর—রাজঅন্তঃপুর ।

( রাজা বিচিত্রবাহু ও ইন্দুপ্রভা আসীন । )

ইন্দু । নাথ, আমার অদৃষ্টে যেএত সুখ হবে, তা আমি স্বপ্নেও জানতেম না । সে যাহোক, আমরা সেই দেবমন্দির থেকে চলে গেলে আপনি কি কল্লেন ?

রাজা । প্রিয়ে, অন্ধকারময় রজনীতে কোন পখিক বিদ্যুৎ আলোক দেখে অতুল আনন্দ ভোগ কভে কভে সে আলোক সহসা দূরীকৃত হলে সে যেমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়, আমি ও সেইরূপ কিয়ৎকালের জন্যে জ্ঞানশূন্য হয়ে ছিলাম । আর সেই সময় আমার এরূপ বোধ হলো যে, আমি সুর-সমাজে অপসরীগণের সঙ্গীত শ্রবণ কভে কভে সহসা পুণ্যক্ষয় হওয়ায় মর্ত্যলোকে পতিত হলেম । পরে দূরস্থ হিংস্রক পশুদের নিনাদে জ্ঞান উদয় হলে দেখ্লেম যে নিশাকাল উপস্থিত—শিবিরে দুন্দুভিধ্বনি হচ্ছে । তখন আর প্রিয়াশূন্য স্থানে একাকী থেকে কি করব, ভেবে প্রত্যাবর্তন কল্লেম । পরে মন অত্যন্ত চঞ্চল হওয়ায় শিবিরের বহির্দেশে বস্লেম । সে দিন পৌর্ণমাসী হওয়ায় গগনের অত্যন্ত শোভা হয়েছিল ; দ্বিজরাজ্যতরকমালায় পরিবেষ্টিত হয়ে মনোহর বেশে গগনে বিরাজ কচ্ছিলেন । তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত হবামাত্র তোমারই মুখশশী মনোমধ্যে উদয় হলো ।

তখন চন্দ্র দর্শনে এরূপ বিরক্ত হলেম যে, সেখানে কোন মতেই স্থির হয়ে থাকতে পার্লেম না——

ইন্দু । নাথ, আপনি আমাকে এমনিই ভালবাসেন বটে । তার পর কি হলো ?

রাজা । আমার মনের চঞ্চলতা ক্রমে বৃদ্ধি হওয়ায় শয্যায় শয়ন কলেম ; কিন্তু নিদ্রাদেবীর সহিত কোনমতেই সাক্ষাৎ হলোনা ; কেবল তোমার এই মনোহর মূর্তি মনো-মধ্যে দেখতে লাগ্লেম । প্রেয়সি, আমি যদি পূর্বে তোমার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে অবগত হতেম, তা হলে কি রণহুল হতে প্রত্যাগমন করে এনগরে একাকী আসতেম । তোমাকে একবারে হৃদয়াসনে স্থাপন করে স্বরাজ্যে প্রবেশ কতেম ।

ইন্দু । ( অনুরাগ সহকারে ) প্রাণেশ্বর, আমার কি শুভাদৃষ্ট ?

রাজা । সে কি প্রিয়ে ! অমন কথা বলো না । আমার জন্ম জন্মান্তরে অনেক পুণ্য ছিল, সেই জন্যেই তোমাকে লাভ করেছি ।

ইন্দু । নাথ, যে স্ত্রীলোক অনুকূল পতি পায়, পৃথিবীর মধ্যে সেই সৌভাগ্যবতী । তা সেটি কি অধিক পুণ্য না থাক্লে ঘটে ? প্রাণেশ্বর, তার পর ?

রাজা । প্রিয়ে, তার পর আমি স্বরাজ্যে প্রবেশ করে তোমার এই অনুপম রূপ ধ্যান করে জীবন ধারণ করেছি । তখন যে আমি এ স্বর্ণসুখানুভব করব, তা এক মুহূর্তের জন্যেও মনে উদয় হয় নাই । তোমার এই বাক্য-সুধাপানের জন্যে আমার কণ্ঠকোর সতত ব্যাকুল হতো, কিন্তু হতাশা তার আশাকে বিনষ্ট করে দুঃখ দ্বিগুণতর কতো । সে

করো বেড়াচ্ছে, কিন্তু আমি কারো দৃষ্টিপথে পতিত হই নাই। হাঁ, তাও বটে, আমার ছদ্মবেশটা যে রূপ হয়েছে, এতে ত আর কেউ বিদেশী বলে সন্দেহ কতে পারবে না। (পরিক্রমণ করিয়া) যাহোক, এ উদ্যানটি ত অন্তঃপুর নিকটস্থ বোধ হচ্ছে; তা এখানে বোধ হয় রাজকুলবালারা এলে থাকেন। ভাল, দেখাই যাক, এক্ষণে কতদূর করো উঠতে পারি। যে রূপ কোঁশল করো কৃত্রিম পত্রখানি লিখেছি, এতে বেশ বোধ হচ্ছে যে সেখানি পাবামাত্র রাজা বিচিত্রবাহু সর্বসৈন্যে যুদ্ধ বাড়া করবে, তার কোন সন্দেহ নাই। আর তা হলেই আমার পক্ষে এক প্রকার সুযোগ হলো বলতে হবে। আর যদি কোন প্রকারে আমার অভিলাষ সিদ্ধ কতে পারি, তা হলে যে কেবল বিচিত্রবাহু ব্যাকুল হবে, তাও নয়; রাজা সত্যবিক্রম যেমন আমাকে অবজ্ঞা করো একে দুহিতা প্রদান করেছে, সেই রূপ তাকে ও দিবা রাত্র দুঃখার্ণবে মগ্ন হতে হবে।—তার এত বড় স্পর্ধা যে আমাকে অপমান করে! আর এখন আমার অভিলষিত কামিনীর সহিত স্বর্গস্থখানুভব কচ্ছে, তখন একে যদি শোকানলে দগ্ধ কতে না পারি, তবে আমার এত কষ্ট স্বীকার করার ফল কি? (পরিক্রমণ করিয়া) কোঁশলটা বড় চমৎকার হয়েছে—

নেপথ্যে। ও কি লা! তুই যে চুপ করো রৈলি? তুই কেন গান।

নেপথ্যে। না ভাই, আগে তুমি একটা গাও, আমি তার পরে গাচ্ছি।

রাজা। (সচকিতে) এ আবার কি? এ ত স্ত্রীলোকের মধুর ধ্বনি শুন্তে পাচ্ছি। চাতক মেঘের আশ্বাসধ্বনি শ্রবণ

কল্লে ; এখন জল পেলেই তৃষ্ণা নিবারণ হয় ।

নেপথ্যে । চুপ্ কর লো চুপ্ কর । সাগরিকে, বীণাটা নেত—আমি গাচ্ছি ।

নেপথ্যে । কেন ? তা ত কখনো হবে না ! এবার ভাই ভোমাকেই গাইতে হবে ।

নেপথ্যে । মর্! এত গোল করিস্ কেন ? তোরা যে একটা কথা নিয়ে একবারে হার্ট বসিয়ে দিলি । গাওত ভাই, তুমি একটা গান গাওত ; আমি বীণা বাজাচ্ছি ।

নেপথ্যে । ( বীণাধ্বনি )

রাজা । ( স্বগত ) আহা ! কি মধুরধ্বনি ! আমার বোধ হচ্ছে যেন আমি দেবসভায় বসে ভগবতী বীণাপাণির বীণাধ্বনি শ্রবণ করছি ।

নেপথ্যে । আমি কিন্তু ভাই একটা গানের বেশি আর গাইব না ।

নেপথ্যে । আচ্ছা, তাই গাও ।

নেপথ্যে । ( গীত । )<sup>১</sup>

রাগিণি রিঁ.ঝট—তাল মধ্যমান ।

কেমনে জানিবে মিলনেতে কি সুখোদয় ।

যে জন জানে না বিচ্ছেদের

অনিবার দুঃখ সমুদয় ॥

যদি অমা নিশা নাহি হয় ।

শশীর কি শোভা তবে রয় ॥

রাজা । ( স্বগত ) আহা হা ! বোধ করি সেই কামিনী কিষ্ণা তার কোন সহচরী মনোহর তানে সঙ্গীত আলাপ

কচ্ছে। রাজা বিচিত্রবাহু কি পুণ্যবাণ ! সে এই সুধারস দিবা-  
রাত্রি পান কচ্ছে। তার মতন পরম সুখী ব্যক্তি বোধ হয়  
এ পৃথিবীতে আর কেউ নাই। আহা ! যদি কোন প্রকারে  
এই অনুপমা রূপগুণসম্পন্ন কামিনীকে লাভ কতে পারি,  
তা হলে আর আমার সুখের পরিসীমা থাকে না। (পরিভ্রমণ  
করিয়া) আমি ত রক্ষকুলপতি দশাননের ন্যায় এই পঞ্চবটী  
বনে জানকীহরণ কতে এসে উপস্থিত হয়েছি, আর মায়াবী  
মারীচকেও অগ্রে প্রেরণ করেছি। তা দেখি এ দশান-  
নের ভাগ্যে কি ঘটে। এক্ষণে কোন প্রকারে শ্রীরামচন্দ্রকে  
একবার বহির্গত কতে পাল্লে আমার অভিসন্ধির কথঞ্চিৎ  
সুসাহা হয়। আমার এতটা পরিশ্রম আর এত চেষ্টা কি  
একবারে সকলই বিফল হবে? কিয়দংশেও কৃতকার্য হতে  
পারব না? ভাল দেখাই যাক্, জগদীশ্বর কি করেন। যে  
রূপ আড়ম্বরটা করা হয়েছে, এতে বেশ বোধ হচ্ছে যে  
আমার আশা পরিপূর্ণ হলেও হতে পারে। আর যে জন্যে  
এ স্থানে প্রবেশ করেছি, সে আশাও ত এই রাজকুলবালা-  
দের মধুরকণ্ঠে কথঞ্চিৎ ফলবতী হবার সম্ভাবনা দেখছি।  
যাহোক্, এ স্থানটা অতি নির্জলন বোধ হচ্ছে; তা ক্ষণকালের  
জন্যে এই রক্ষবাটিকায় উপবেশন করা যাক্। (উপবেশন।)

নেপথ্যে। কেমন ভাই ! এই বার কি হবে? এবার  
তুমি একটী না গাইলে ত কখনই ছাড়ব না।

নেপথ্যে। কেন্ লা ! আমার দায়টা পড়েছে। নিপু-  
ণিকে না গাইলে ত আমি গাইব না।

নেপথ্যে। আহা ! বেশ্ লো বেশ্। তোর রঙ্গ দেখে  
যে আর বাঁচিনে। একবারে যে রেগে দশটা !



নেপথ্যে। হব না কেন? আমাকেই বুঝি একশ বার গাইতে হবে?

নেপথ্যে। আ মর্! তোরা যে ঝগড়া করেই গেলি! অবাক কলে মা! এমনি কলেই বুঝি গাওয়া হয়?

নেপথ্যে। আচ্ছা, তোমরা এখন চুপ্ কর। এবার সাগরিকে গাইবে।

নেপথ্যে। দূর্! তা কেন হবে?—তবে ভাই আমি একলা গাইতে পারব না।

নেপথ্যে। আচ্ছা, তুমি আরম্ভ কর; আমরা এর পরে গাইব।

নেপথ্যে।

গীত।

রাগিণী পরজ—ভাল আড়াঠেকা।

মরি কি সুখোদয় মধুমাস আইলে।

প্রাণের সম পতিধন পাইলে ॥

করিবে কি বল মদনের বাণে,

দাহন সে শরে না হইলে ॥

মন্দ সমীরণ, কোকিলের ধনি,

কি সুখ স্ববশেতে আনিলে ॥

রাজা। (স্বগত) আহা হা! আজ আমি চরিতার্থ হলেম। আমি জন্মাবধি এরূপ তান-লয়-বিশুদ্ধ মনোহর সঙ্গীত কখনই শ্রবণ করি নাই। এরূপ সুমিষ্টস্বর কি মানব-কুলে সম্ভবে:

নেপথ্যে। (বীণাধ্বনি।)

রাজা। (স্বগত) আহা হা!

নেপথ্যে । হ্যাঁ লো হ্যাঁ । এইবার আমি গাইব ।

নেপথ্যে । আ—হা ! মরণ আর কি ! এতক্ষণের পর  
বুঝি রাগ পড়লো ?

নেপথ্যে । আমরা ! কেন্‌লা তুই আমাকে অমন করে  
বলবি ?

নেপথ্যে । আঃ ! তোমরা চুপ করনা ।

নেপথ্যে । ( গীত । )

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল একতাল ।

সুজন সঙ্গে প্রেম সমান রহে চিরদিন অন্তরে ।

সেই হয় ধ্যান জ্ঞান, কুল মান ধন প্রাণ,

বিচ্ছেদ যে কেমন, না পড়ে মনে আর তার তরে ॥

মিলনে সুখ যত, অনুভূত অবিরত,

দহন করিতে সদা, না পারে আর স্মরবর শরে ॥

রাজা । ( স্বগত ) কি আশ্চর্য্য ! আমি যে একবারে  
গতিহীন হলেম । বীণার সুরে যেন আমার কর্ণ-কুহর  
পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে । ( উঠিয়া ) দূর হোক, আমার পক্ষে  
এ সকল রাগের হেতু হয়ে পড়লো । দুই দৈত্য কি অমৃত  
পানের প্রকৃত অধিকারী ? চণ্ডালকে স্নান কতে দেখলে  
কার মনে না ক্রোধের উদয় হয় ? ( পরিক্রমণ করিয়া ) হায় !  
হায় ! আমি পূর্বে নিজ দোষেই এ কামিনীকে হস্তগত কতে  
পারি নাই । এ সততই আমার শৈলেশ্বরের মন্দিরে গমন  
কতো ; তা সেই সময় যদি কোন উপায় কতো, তা হলে  
এখন আর এ কষ্টটা পেতে হতো না । কিন্তু তাও বলি ;  
রাজা সত্যবিক্রম যে এত শীঘ্র কন্যের দেবে, তাই

বা কি প্রকারে জানবো ! যা হোক, এ যেমন আমার অভি-  
লষিত রমণীকে বরণ করেছে, সেই রূপ যদি এই কোশলে  
যুদ্ধার্থে বহির্গত কতে পারি, তা হলে কথঞ্চিৎ আশা পশ্চি-  
তৃপ্ত হয় ।

নেপথ্যে । ( রণ বাদ্য । )

রাজা । (সচকিতে স্বগত) কেমন হলো ! এ যে আমারই  
মঙ্গলের বিষয় দেখতে পাচ্ছি ! তবে বোধ হয় সে পত্র  
খানি রাজার হস্তে গিয়ে থাকবে । যদি তাই হয়, তা হলে  
আমি এর সর্বনাশ করব । দাশরথি যে রূপ সীতা দেবীর  
অন্বেষণে বনে বনে বিলাপ করো বেড়িয়েছিলেন, এরও তাই  
হবে । ( চিন্তা করিয়া ) হাঁ, হাঁ, মন্দই বা কি হলো ! যদি  
অম্নি অম্নিই কেটে যায়, তা হলে একেত কিছুকাল যুদ্ধের  
জন্যে নিরর্থক ভ্রমণ কতে হবে । ( নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া )  
এরা আবার কে ?—ঐ না সেই আমার মনোহারিনী ? আ  
মরি মরি ! কি চমৎকার রূপমধুরী ? এ যে পূর্বে হতে এখন  
সহস্র গুণে অধিক উজ্জ্বলা হয়েছে । যা হোক, আমার এ  
স্থানে থাকা আর কর্তব্য নয় । বোধ করি এঁরা এই খানেই  
আসবেন । তা আমি এই বৃক্ষান্তরালে দাঁড়িয়ে এঁদের কি  
কথোপকথন হয়, শুনি । ( অন্তরালে অবস্থিতি । )

( ইন্দুপ্রভা ও মধুরিকার প্রবেশ । )

মধু । প্রিয়সখি, দেখ ঐ সরোবরের ধারে অশোক  
গাছটিতে কি চমৎকার ফুল ফুটেছে ! আবার সরোবরে ওর  
ছায়া পড়তে বোধ হচ্ছে, যেন নানা অলঙ্কারে ভূষিত  
হয়ে আছেন । ( দৃষ্টিতে নির্মল সলিলে আপনার মুখ দেখছে । )

তা ভাই, এ সব দেখেও কি তোমার বিরস বদনে থাকা উচিত ? এতেও কি তোমার মনের চঞ্চলতা যায় না ?

ইন্দু । সখি, যথার্থ কথা বলতে কি, আমার এখন কিছুই ভাল লাগছে না । কেবল থেকে থেকে প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে উঠছে ।

মধু । প্রিয়সখি, বৃত্তান্তটা কি, তা তুমি আমাকে ভাল করয়ে বল ।

ইন্দু । আমি যে এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি, তার কথা আর তোমাকে কি বলব !

মধু । তা এর জন্যে তোমার এত চঞ্চল হবার কারণ কি ? স্বপ্নও কি কখন সত্যি হয় ? তা হলে যে কত অনাথা আশ্রয় পেতো, আর কত লোকের সর্বনাশ হতো, তার কি সংখ্যা আছে !

ইন্দু । সখি, সে কথা মনে হলে আমার গা যেন শিউরে ওঠে ; আর মন যে কিরূপ হয়, তা বলতে পারিনে ।

মধু । প্রিয়সখি, তুমি এমন কি ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছ ? কৈ বল দেখি, শুনি ।

ইন্দু । আমার বোধ হলো, যেন মহারাজ কোন বিপদ-গ্রস্ত হয়ে আমাকে পরিত্যাগ করয়ে গেছেন, তাই আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে এই বাগানের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছি ।

মধু । তার পর ?

ইন্দু । তার পর, এক জন চণ্ডাল রূপী বীরপুরুষ আমার কাছে এসে উপস্থিত হলো । এসে প্রথমে আমাকে কতক গুণি প্রণয় বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগলো । আমি যেন তাইতে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছি ! এমন সময় সেই

দুরাত্মা কল্পে কি—না খানিক ক্ষণ কি ভেবে শেষে হাস্তে হাস্তে বল পূর্বক আমার হাত ধরে নিয়ে কোথায় যে চলে গেল, তার কিছুই জানতে পার্লেম না ! আমি অমনি ভয়ে চীৎকার করে উঠ্লেম, আর নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে গেল। সখি, বিধাতা আমার অদৃষ্টে কি লিখেছেন, তা বলতে পারিনে।

মধু। প্রিয়সখি, স্বপ্ন কেবল মনের ধর্ম বৈ ত নয়। তা এর জন্যে তুমি বৃথা ভাবছ কেন ?

ইন্দু। ভাই, সেই অবধি পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর মতন আমার অন্তঃকরণ যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে।——

মধু। প্রিয়সখি, তুমি কি পাগল হলে ? এ ও কি কখন বিশ্বাস হয় ?—তা মিছে ভাবনায় মনকে ক্লেশ দেবার আবশ্যক কি ভাই ? চল আমরা ঐ সরোবরের ধারে বেদিকার উপর একটু বসি। ( উভয়ের উপবেশন। )

( রাজা বিচিত্রবাহুর প্রবেশ। )

রাজা। ( স্বগত ) তাইত ! এ আবার কি ! আমি যে এ পত্র খানার বিষয় কিছুই স্থির কতে পারিচিনা। কলিঙ্গাধিপতিকে ত সপরিবারে ধ্বংস করে এসেছি ; তবে যে আমার প্রতিনিধি এ পত্র লিখলে, এর কারণ কি ? আমি যে এর কিছুই স্থির কতে পারিচিনা। আর এরূপ পত্র পেয়ে যে যুদ্ধযাত্রা না করে নিশ্চিন্ত থাকি, তাই বা কিরূপে যুক্তিগিত হয় ? ( চিন্তা করিয়া ) অঁ্যা ! কলিঙ্গরাজবংশীয় কোন নরাদম কি এ পর্য্যন্ত জীবিত আছে ? যা হোক, তাকে বিশেষ শাস্তি প্রদান না করে আর ক্ষান্ত হব না। সেই জন্যেই ত সেনাপতিকে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন কতে

আদেশ করে এলেম। তা দেখি, আবার এ সময়-স্রোতে কি ঘটে ওঠে। ( অগ্রসর হইয়া ) এই যে ! আমার জীবিতে-শ্বরী এইখানেই বসে রয়েছেন। ( প্রকাশে ) প্রেয়সি, দেখ এখানে তুমি আসাতে সকল লতাই লজ্জায় নম্রমুখী হয়েছে ; কারো পূর্ববৎ সৌন্দর্য্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছেনা ; আর সকলেই অশ্রুপাত ছলে পুষ্পা বৃষ্টি কচ্ছে।

মধু। ( সহাস্যে ) মহারাজ, যে যাকে ভাল বাসে, তার কাছে তার প্রিয়তম ব্যতীত কি আর কিছু সুন্দর বোধ হয়?

রাজা। হা! হা! হা! সখি, এ কথাও কি তোমার বিশ্বাস হয়? ( বসিয়া ইন্দুপ্রভার প্রতি ) প্রিয়ে, আরো দেখ, শতদল তোমার বদন কমল দর্শনে লজ্জায় মৃণালে কণ্টক ধারণ করে সেরোবরে বাস কচ্ছে। আর বিহঙ্গমকুল তোমারই সুমিষ্ট স্বর অভ্যাস করবার জন্যে পুনঃ পুনঃ আপনাদের কণ্ঠের পরীক্ষা দিচ্ছে। কেমন সখি! তুমি কি বল? তুমি ভাই আমার পক্ষ হয়ে দুটো চাটে কথা বল; তা না হলে আমাকে এখনই পরাজয় স্বীকার কতে হবে।

মধু। মহারাজ, প্রিয়সখী ত আপনাকে প্রায় সকল বিষয়েই পরাজয় করে রেখেছেন।

রাজা। হা! হা! হা! বেশ কথা বলেছ। তোমাকে ভাই কথায় পেরে ওঠা আমার সাধ্য নয়।

মধু। সে কি মহারাজ! আপনি কেমন কথা আজে কছেন?

রাজা। সে যা হোক, আমি একটা বিশেষ কথা বলতে তোমাদের নিকট এলেম।

ইন্দু। নাথ, এমন কি কথা? কৈ বলুন না।

রাজা। প্রিয়ে, আমাকে পুনরায় যুদ্ধার্থে কলিঙ্গ নগরে যাত্রা কতে হবে। যদিও কলিঙ্গাধিপতিকে সর্মৈন্যে বিনাশ করেছিলেন বটে, কিন্তু তার যে এক ভাতৃপুত্র ছিল, তা পূর্বে জান্তেম না। সে এক্ষণে অন্যান্য ভূপতিদের সাহায্যে ঐ দেশ পুনরায় আক্রমণ কতে প্ররত্ত হয়েছে। সেই জন্যে সেখানকার প্রতিনিধি আমাকে বিশেষ অনুরোধ কর্যে এই পত্র লিখেছে, যে আমি শীঘ্র সর্মৈন্য উপস্থিত হয়ে সে দেশ রক্ষা করি। তা অদ্যই আমাকে সে নগরে যাত্রা কতে হবে।

ইন্দু। নাথ, আমি আপনাকে কোন মতেই বিদায় দিতে পারব না।

রাজা। প্রিয়ে, তাও কি কখন হতে পারে? আমি যদি এসংবাদ শ্রবণ কর্যে যুদ্ধ যাত্রা না করি, তা হলে লোকে আমাকে কাপুরুষের আদর্শস্বরূপ জ্ঞান করবে।

ইন্দু। প্রাণেশ্বর, এ দাসীর এই একান্ত প্রার্থনা যে আপনি এ বিষয়ে নিবৃত্ত হন।

রাজা। প্রেয়সি, ডমরুর ধ্বনি শ্রবণ কর্যে সর্প কি কখন স্থির হয়ে বিবরে থাকতে পারে? বিপক্ষে অধিকারস্থিত দেশ আক্রমণ করেছে শুনে কোন্ ক্ষত্রিয়-সন্তান নিশ্চিত হয়ে থাকতে পারে?

ইন্দু। প্রাণেশ্বর, আজ অনবরত আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দন হচ্ছে, আর মনে নানা প্রকার অমঙ্গলের ভাবনা উদয় হচ্ছে। (হস্ত ধরিয়া) তা আপনি এ অধিনীর এই অনুরোধটি রাখুন।

রাজা। প্রিয়ে, তুমি এতে আমাকে অনর্থক প্রতিবন্ধক

দিচ্চ কেন ? আমি ত্বরায় শত্রুকুল ধ্বংস করো তোমার মুখ-  
চন্দ্র পুনঃদর্শনে চিরসুখী হব ।

ইন্দু । ( নিকন্তরে রোদন । )

মধু । প্রিয়সখি, এ সময় কি তোমার চক্ষের জল কেলা  
উচিত ? মহারাজ এ সংবাদ শুনে কেমন করো নিশ্চিন্ত  
থাকবেন বল দেখি ? তা কি করবে ভাই ! মনকে একটু  
প্রবোধ দাও ।

ইন্দু । সখি, এ হতভাগিনীর নিতান্ত দুর্দৃষ্ট না হলে  
এমন ঘটনা হবে কেন ! ( রোদন । )

রাজা । ( বস্ত্রের দ্বারা চক্ষু মুছাইয়া ) প্রিয়ে, ক্রন্দন সম্ব-  
রণ কর । তোমার অশ্রুপাত দেখলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ  
হয় । অনর্থক কাঁদলে কি হবে বল ! আমি ত আবার শীত্রই  
প্রত্যাগমন করব ।

ইন্দু । জীবিতেশ্বর, আমার প্রাণ কেমন কচে ; আমি  
আপনাকে কোনমতেই বিদায় দিতে পারব না । ( রোদন । )

মধু । ও কি ভাই ! তোমার কি এখন কাঁদবার সময়  
হল ?

রাজা । প্রিয়ে, ধৈর্য্য হও । দেখ তোমার ভ কত্রিয়-  
কুলে জন্ম বটে । তা তুমিই বিবেচনা কর দেখি আমি কি রূপে  
নিশ্চিন্ত থাকি । আমি সেনাপতিকে সুসজ্জিত হতে আদেশ  
করো বিদায় গ্রহণের নিমিত্তে তোমার নিকট এলেম । অতএব  
আমাকে হাস্তযুখে বিদায় দাও । আমি তোমার চপলা  
গঞ্জিত হাস্ত দর্শনে আমার আত্মাকে পরিতৃপ্ত করো সময়  
যাত্রায় সুসজ্জিত হই ।

ইন্দু । ( নিকন্তরে রোদন । )



মধু। ( সজল নয়নে ) প্রিয়সখি, কেন আর কেঁদে কেঁদে মহারাজকে উৎকণ্ঠিত কচ্চ ভাই ! এখন পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা কর, যেন উনি যুদ্ধে জয়ী হয়ে এ রাজ্যে শীঘ্র ফিরে আসেন ।

রাজা। প্রিয়ে, আর আমি অপেক্ষা কতে পারি না ; আমার গমনের সময় অতীত হচ্ছে ।

ইন্দু। প্রাণেশ্বর, আমি আপনার কাছে কি অপরাধ করেছি যে, আপনি আমাকে একবারে পরিত্যাগ কর্যে যেতে উদ্যত হয়েছেন ? ( রোদন । )

রাজা। প্রেয়সি, আমার কি এই ইচ্ছা যে ক্ষণকালের জন্যে ও তোমাকে ছেড়ে থাকি ? কিন্তু কি করি বল ; এ সকল জগদীশ্বরের ইচ্ছা বৈত নয় ।

মধু। মহারাজ, আমরা কত দিনে আবার আপনার স্রীচরণ দেখতে পাব ?

রাজা। তা কেমন কর্যে বলতে পারি ? যদি জগদীশ্বর এ সময় হতে পরিত্রাণ করেন, তা হলে সে দুরাত্মাকে যথোচিত শাস্তি প্রদান কর্যেই ফিরে আসব ; নতুবা জন্মের মতন এই পর্য্যন্ত দেখা হলো ।

মধু। সে কি মহারাজ ! এমন অমঙ্গলের কথা কি বলতে আছে ?

রাজা। ( স্বগত ) তাইত ! এখন কি করা যায় ? প্রিয়্যার মুখকমল মলিন দেখে আমি যে বিবেচনাসূন্য হয়ে পড়্লেম । ( প্রকাশে ) প্রাণেশ্বর, আমাকে হাস্তমুখে বিদায় দাও ; আমি আর অপেক্ষা কতে পারি না ।

মধু। ( সজল নয়নে ) মহারাজ, প্রিয়সখী এখন চক্ষের

জলে অন্ধ হয়ে পড়েছেন; তা উনি আর আপনাকে কেমন করে বিদায় দেবেন! এখন পরমেশ্বর করুন, যেন আপনি যুদ্ধে জয়ী হয়ে ত্বরায় ফিরে আসতে পারেন ।

রাজা । ( ইন্দুপ্রভার হস্ত ধরিয়া ) প্রিয়ে, আমি নিতান্ত কার্য্যবশতঃ তোমার নিকট হতে বিদায় হলেম । যদি জগদীশ্বর জীবন রক্ষা করেন, তবে তোমার চন্দ্রবদন পুনঃ দর্শনে চরিতার্থ হব । এক্ষণে আমি চল্লেম ।

[ প্রস্থান ।

ইন্দু । সখি, মহারাজ, কি আমাকে একান্তই পরিত্যাগ করে গেলেন ! ( রোদন । )

মধু । ওকি ভাই ! এ সময় কি অমন করে কাঁদতে হয় ?

ইন্দু । আমি ত তাঁর কাছে কখন কোন অপরাধ করিনি, তবে তিনি কি জন্যে আমাকে অকারণে পরিত্যাগ কল্লেন ?

মধু । প্রিয়সখি, মনকে একটু প্রবোধ দাও । কি করবে বল—এর ত আর উপায় নেই । এখন মিছে কাঁদলে কি হবে ভাই ! ( হস্ত ধরিয়া ) এসো আমরা অন্তঃপুরে বাই ।

ইন্দু । আমি কেমন করে সেখানে একাকিনী যাবো ?

মধু । ওমা ! তুমি যে অবাঁক কল্লে ভাই ! মহারাজ যুদ্ধ যাত্রা করেছেন বলে তুমি একবারে সকল ত্যাগ করে সন্ন্যাসিনী হবে না কি ?

ইন্দু । সখি, তুমি ও কি আমার সঙ্গে পরিহাস কত্তে আরম্ভ কল্লে ?

মধু । কেন ? আমি কি পরিহাস কচ্ছি ? তোমার যে ভাই সকলই অসঙ্গত !

ইন্দু । সখি, আমি চতুর্দিক অন্ধকারময় দেখছি ।

মধু! আ—হা! এমনো কথা ছিল! তোমার দেখে আর যে বাঁচিনে! দেখ দেখি আমাকে দেখতে পাচ্চ কি না? অবাক আর কি!

ইন্দু! ছি' যাও মেনে ভাই——

মধু! হা! হা! তবে কি মহারাজকে ডেকে আনব? তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন এখন— কি বল?

ইন্দু! সখি, যাঁর বিরহে আমি পলকে প্রলয় জ্ঞান করি, তাঁকে ছেড়ে কেমন করে থাকব!

মধু! কেন ভাই! কমলিনী সমস্ত রাত্তির দিবাকরের বিরহ সহ করে, তা তুমি কি ক্ষণকালের জন্যে ও পতি-বিচ্ছেদ সহিতে পার না? সে যাক, চল আমরা এখন ঐ সরোবরের ধারে যাই। চন্দ্র উদয় হওয়াতে কুমুদিনী কেমন করে বেশ ভূষা কচ্ছে, দেখব এখন।

ইন্দু! তুমি ও যেমন ভাই! কুমদিনী আমার এ অবস্থা দেখে হাসবে বৈত নয়।

মধু! কেন? মহারাজ যেমন তোমার নিকট বিদায় নিয়ে গেলেন, তেমনি সেখানেও ত চক্রবাক চক্রবাক-বধূর নিকট বিদায় গ্রহণ কচ্ছে। এ দেখেও কি সে আপনার অবস্থা বুঝতে পারবে না?

ইন্দু! ভাই! এও বুঝতে পার না! সুখের সময় পূর্বের দুঃখ কারো মনে থাকে না; আর পরে কি হবে, তা ও তাবে না। তা যাহোক, চল বরং একটু নগর ভ্রমণ করিগে।

মধু! তাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

( রাজা বিজয়কেতু অগ্রসর হইয়া । )

রাজা । ( স্বগত ) আর যাবে কোথা ! এইবার হয়েছে আর কি ! আমি এই উদ্যানে প্রবেশ করোঁ কি পর্য্যন্তই না রুতকার্য্য হলেম ! বিচিত্রবাহু ত সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা কল্লে ; এক্ষণে সেই আন্দোলনে এ নগর এক প্রকার শশব্যস্ত হয়ে রয়েছে । তবে আর কেন ! এই অবসরেই আমার মনোভিলাষ সিদ্ধির চেষ্টা পাই । আমি ত সারথির সহিত ছদ্মবেশে এ নগরে প্রবেশ করেছি ; সারথিও কয়েক দিবস এ নগর ভ্রমণ করোঁ এর সকল সামান্য পথই অবগত হয়েছে । আমি ও অলি রূপে এই পারিজাত পুষ্পের মধুপান আশয়ে এর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করোঁ বেড়াচ্ছি, আর সমলোভী ভৃঙ্গকে ও দূরীকৃত করেছি । তবে ইনি আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করোঁ একবার প্রস্ফুটিত হলেই আমি দর্শন মাত্রে অধরামৃত পানে প্রবৃত্ত হই । ( নেপথ্যে দেখিয়া ) এক্ষণে এঁরা ত এ উদ্যান হতে বহির্গতা হচ্ছেন দেখতে পাচ্ছি ; তবে আমি ও পশ্চাৎ-গামী হই—দেখি কোথায় কি ঘটে । কিন্তু এই মাগীটে সঙ্গে থেকেই কিছু গোলযোগ হয়েছে—দুজনকে কিরূপে লুকিয়ে নিয়ে যাই !—তা না হলে ও আবার এ দিকে প্রত্যাবর্তন হয়ে পড়ে ! বাহোক, দেখাবাক, কতদূর হয়ে ওঠে । টেকার ক্রটি হচ্ছে ও না, আর হবেও না ।

[ প্রস্থান ।

## চতুর্থাক্ষ ।



## তৃতীয় গর্তাক্ষ ।



কুন্তলনগর—রাজগৃহ ।

( ভৃত্য এবং রক্ষকের প্রবেশ । )

ভৃত্য । ভাল, মহারাজ ফিরে আসা অবধি রাজপুরীতে না আসবার কারণ তুমি কিছু জান ? তিনি ত কদিন বাগানেই রয়েছেন ।

রক্ষ । চুপ্ করহে চুপ কর । মহারাজ যে রূপ বিপদে পড়েছেন, তাতে বাঁচেন কি না সন্দেহ ।

ভৃত্য । কেন ? কেন ? ব্যাপারটা কি বল দেখি !

রক্ষ । কেন ? তুমি কি শোননি ? মহারাজ যুদ্ধ যাত্রা করা অবধি রাজমহিষী যে তাঁর সহচরীর সঙ্গে কোথা গেছেন, তার কেউ কিছুই ঠিক কতে পাচ্ছে না । সেই জন্যে মহারাজ একবারে অস্থির হয়ে পড়েছেন ।

ভৃত্য । তবে মহারাজ কি এ সংবাদ এর মধ্যে পেয়েছেন ?

রক্ষ । ভাই, এ সংবাদ কি গোপনে থাকে ! কে যে এ কথ্য কল্লে, তা ত কেউ বলতে পাচ্ছে না । একে ত মহারাজকে কে একখানা কৃত্রিম পত্র লিখে যুদ্ধ কতে কলিঙ্গনগরে পাঠিয়েছিল । কিন্তু তিনি গিয়ে দেখেন যে সকলই মিথ্যা । সেই জন্যে তারি রেগে তার কত অনুসন্ধান কতে লাগলেন । আর—

ভৃত্য । হাঁ তাই, ভাল কথা মনে পড়েছে ; তুমি যে আমাকে সেই পত্রখানার কথা কি বলবে বলেছিলে, তা কৈ বল দেখি । সেখানা কৃত্রিম বলে কি মহারাজ আগে জানতে পারেন নি ?

রক্ষ । না, তা হলে কি আর সে বুখা যুদ্ধে যেতেন !

ভৃত্য । তবে ত সে পত্রখানিতে বেশ কৌশল করেছিল !

রক্ষ । হাঁ, তার আর সন্দেহ কি । আমি সে দিন সেনাপতি মহাশয়ের কাছে শুন্লেম যে, সে পত্রখানা কৃত্রিম বলে নিরূপণ করবার কোন উপায় ছিল না । এমন কি, মহারাজ সেই জন্যে কলিঙ্গদেশের প্রতিনিধির উপর এত রেগেছিলেন যে তাকে ষড়যন্ত্রের মধ্যগত ব্যক্তি বলে নির্ণয় করেন । তার পর সে অনেক বিনয় করায়, আর স্পষ্ট প্রমাণ না হওয়ায় তাকে মার্জ্জনা করেন ।

ভৃত্য । আমার বোধ হয় যে পত্র লিখেছিল, সেই রাজ-মহিষীকে হরণ করেছে ।

রক্ষ । হাঁ তাই, একথা আমারও বিশ্বাস হয় । কেন না তবে সে হঠাৎ এরূপ পত্র পাঠাবে কেন । আহা ! মহারাজ এসংবাদ শুনে যে কত দুঃখিত হয়েছেন তা বলা যায় না । তিনি যেরূপ বার বার মুচ্ছা যাচ্ছেন, এতে তাঁর জীবন সংশয় হয়ে উঠেছে ।

ভৃত্য । দেখ তাই, মরবার জন্যেই পীপ্‌ড়ের পাখা ওঠে । তা যে দুর্বৃত্ত এ কর্ম করেছে, তার যে মরণও যুনিয়ে এসেছে, এ কথা কে না স্বীকার করবে ! মহারাজের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা আর কাল সাপের মুখে হাত দেওয়া সমান । পতঙ্গ যেমন ইচ্ছা করে প্রদীপে পড়ে, সেও

তাই করেছে ! ভাল, যে দূত সে পত্র দিয়েছিল, সেই বা কোথায় গেল ?

রক্ষক ! কৈ, তারও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি ।  
তাকে পেলেই ত সব বোঝা যায় । এ কর্ম যে করেছে, সে কি আর তাকে গোপনে রাখেনি !

ভূত্য ! হাঁ ভাই, আমিও তাই মনে কচ্ছিলেম ।  
( নেপথ্যে দেখিয়া ) এই হে ! মহারাজ এই দিকে আসছেন ।  
যা হোক, চল আমাদের আর ও সকল কথায় কাজ নাই ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

( রাজা বিচিত্রবাহুর প্রবেশ । )

রাজা ! ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগত ) হায় !  
প্রিয়া যে মধুরিকার সহিত কোথায় গেলেন, তা আমি কোন  
মতেই জানতে পার্লেম না ? হা সুশীলে ! হা চাক্‌হাসিনি !  
তুমি কি আমাকে চিরকালের জন্যে পরিত্যাগ কর্যে গেলেন ?  
বিধাতা কি কখন আমাকে এ দুঃখার্ণব হতে পরিত্রাণ করবেন  
না ? হা জগদীশ্বর !—( উপবেশন ও চিন্তা করিয়া ) আমি সে  
সময় প্রিয়ার কথা রক্ষা কতে পারি নাই বলে তিনি কি এ  
রাজপুত্রী পরিত্যাগ কর্যে অন্য কোন স্থানে গেলেন ? রে  
অবোধ মন ! তুই কেন সে সময় যুদ্ধযাত্রা কতে ব্যগ্র হ'লি ?  
প্রিয়ার কথা অপেক্ষা কি রাজ্যরক্ষা প্রিয়তর হ'ল ? তুই  
যদি সে সময় তাঁর কথা রক্ষা কত্তিস, তা হলে ত এখন এরূপ  
কষ্ট সহ্য কতে হতো না ! ( দীর্ঘনিশ্বাসে ) জীবিতেশ্বর,  
আমার অপরাধে যদি বিরক্ত হয়ে থাক, তা হলে আমার  
নিকটে এসে সুধাগঞ্জিত বাক্যে আমাকে ভৎসনা কর ; বাহু-

পাশে বদ্ধ করো যথেষ্টামতে শাস্তি প্রদান কর ; এরূপ করো আর আমাকে দধ্ব কর কেন ? প্রেয়সি, আমার অশ্রুজলে আর্দ্র হও ; আমি দশ দিক্ শূন্যময় দেখছি, একবার দেখা দিয়ে জীবন রক্ষা কর । ( চিন্তা করিয়া ) এও কি কখন সম্ভব হয় ? তাদৃশ পতিপ্রাণা কি এরূপ সামান্য অপরাধে এ পুরী পরিত্যাগ করো অন্য কোন স্থানে যেতে পারেন ? ( উঠিয়া সকাতরে ) যিনি প্রথম দর্শনাবধি আমাকে কায়মন সমর্পণ করো অপার ক্লেশ সহ্য করেছেন, যাঁর সহবাসে আমি এই মর্ত্যলোকে স্বর্গস্থ অন্ভব কন্তেম, যাঁর মুখচন্দ্র দর্শনে আমার হৃদয়-কুমুদ সর্বদাই প্রস্ফুটিত থাকত, তাঁর প্রতি এরূপ সন্দেহ করা কি কৃতজ্ঞতার কার্য্য ? ( পরিক্রমণ । ) প্রাণেশ্বর, যাকে তুমি একমাত্র অনন্যগতি বলে বিবেচনা করেছিলে, সে তোমার বিরহে অনায়াসে জীবন ধারণ করো রয়েছে ! হায় ! পূর্বে তোমার সহিত কত সুখানুভব করেছি, সে সকল এখন মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় । উদ্যানে কতশত নির্মল আমোদে কালাতিপাত করেছি;—সরোবর তীরে চক্রবাককে বিরহে রোদন কতে দেখে তুমি কতই আক্ষেপ কতে, তা আমাকে এরূপ দুঃখিত দেখেও এখন তোমার ককণার উদয় হচ্ছেনা কেন ? আমার প্রতি প্রসন্ন হও । আহা ! এই গৃহ তোমা বিহনে একবারে তমোময় হয়েছে । যে দিকে নয়ন বিক্ষেপ করি, সেই দিকেই নিরানন্দময় বোধ হচ্ছে । ( দীর্ঘনিশ্বাস ) বিধাতঃ, এই দুঃসহ কষ্ট দেবার জন্যেই কি আমাকে এ পর্য্যন্ত জীবিত রেখেছেন ? আপনি যদি আমার সমুদয় রাজ্য বিনষ্ট কতেন, কিম্বা তদপেক্ষা অন্য কোন গুরুতর বিপদে নিক্ষেপ কতেন, তা হলেও আমি কথঞ্চিৎ



ঐর্ষ্যাবলম্বন কত্তে পাঠ্যে ; কিন্তু জীবিতেশ্বরীর বিরহে এক-  
 বারে অঐর্ষ্য হয়েছি । হা ! চাক্ষুশীলে !—( উপবেশন ও  
 চিন্তা করিয়া ) প্রিয়া কোথায় গেলেন ? তাঁকে কোন ছুট  
 কি হরণ করো নিয়ে গেল ?—তাই বা কি প্রকারে সম্ভব  
 হয় ? এ রাজপুরী সহস্র সহস্র প্রহরীকর্তৃক রক্ষিত, তা  
 কার সাধ্য এখানে নিকটবেগে প্রবেশ করে !—কি ? ( গোত্রো-  
 থান ) তার এত বড় স্পর্ধা ! আমার নিকট চৌর্য্যবৃত্তি ?  
 ( অসি নিক্ষেপ ) আমার সহিত চাতুরী ? আমাকে কৃত্রিম  
 পত্রে ছলনা করো বৃথা যুদ্ধে পাঠায় ? তক্ষর-বেশে আমার  
 মহিষীকে হরণ করে ? ( পরিক্রমণ । ) আমার মতন কা-  
 পুরুষ কি ক্ষত্রিয়কুলে কেউ কখন জন্মগ্রহণ করেছে ? কোন্  
 পাষণ্ড কুলঙ্গার যে আমার ধর্ম-পত্নীকে হরণ করো নিয়ে  
 গেল, তা আমি এ অবধি জানতে পার্লাম না ? আমার  
 পবিত্রকুলে কলঙ্কারোপ করো এখনো সে পাপাত্মা জীবন  
 যাপন কচ্ছে ? এরূপ অপমান সহ্য করোও আমি বেঁচে  
 রয়েছি ?—উঃ !—আমার বীরত্বে ধিক্ ! আমার বর্ম্ম  
 পরিধানে ধিক্ ! আমার দণ্ড ধারণে ধিক্ !—অসি, তুমি আর  
 এ কাপুরুষের হস্তে রয়েছ কেন ? আমার নিকট থাকলে  
 তোমার মানের লাঘব হবে । তুমি ত ভীক পুরুষের যোগ্য  
 নও । এই মুহূর্ত্তেই এ পাপাত্মাকে পরিত্যাগ কর—( ক্ষণেক  
 নিস্তব্ধ থাকিয়া ) সময়ে কি তোমারও সকল গুণ দূর হলো !  
 এখন ও তুমি সে পাষণ্ডকে যথোচিত দণ্ড প্রদান কত্তে পার্লে-  
 না ? সে দুরাত্মা তোমারও গর্ভ খর্ব্ব কল্লে ?—তুমিও আমার  
 ন্যায় শত্রুবধে অক্ষম হলে ?—অথবা তোমায় বল্লেই বা কি  
 হবে ! যে যেমন সহবাসে থাকে, সে তেমন স্বভাব প্রাপ্ত

হয় । (পরিক্রমণ করিয়া) জীবিতেশ্বর, তুমি এমন কাপুরুষের  
হস্তে আত্ম সমর্পণ করেছিলে কেন ? (সরোদনে) আহা !  
সে দুর্ঘট তোমাকে হরণ করো নিয়ে গে কতই কষ্ট দিচ্ছে !  
তুমি আমাকে স্মরণ করো কতই বিলাপ কচ্চো !—কিন্তু আমি  
এমনি নরাধম, এমনি ক্ষত্রিয়কুল-কলঙ্কী যে কোন মতেই  
তোমার উদ্ধার সাধন কতে পার্লাম না ! হা প্রিয়ে ! আমার  
পত্নী হয়ে তোমার এই দুর্দশা হল ! আমার হৃদয়কে জন্মের  
মতন অন্ধকার কলে !—হা—(উপবেশন ।)

(মন্ত্রী এবং বসন্তকের প্রবেশ ।)

মন্ত্রী । ধর্মাবতার, আপনার মুখকমল মলিন দেখে  
আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে ।' দিবাকর রাহুগ্রস্ত হলে  
তার আশ্রিত গ্রহগণের কি আর পূর্ববৎ কিরণ থাকে ?  
অতএব আপনার এ দুঃখ দূর করো এ দাসেদের অনুগৃহীত  
করুন ।

বস । মহারাজ, দীপালোকে রবিদেবকে আলোক প্রদান  
করা, আর আপনাকে প্রবোধ দেওয়া উভয়ই তুল্য কথা ।  
আপনি বুদ্ধিতে দেবগুরু বৃহস্পতি ও দৈত্য গুরু শুক্রা-  
চার্য্যকেও লজ্জা প্রদান করেছেন । এক্ষণে আপনাকে আর  
আমরা কি বলে প্রবোধ দেবো ! আমাদের এই ইচ্ছা যে  
আপনি এ মৌনব্রত ভঙ্গ করো এ দাসেদের পরিতৃপ্ত  
করেন ।

মন্ত্রী । মহারাজ, সরোবরে কুবলয় মুকুলিত হয়ে থাকলে  
যেমন সরোবরের শোভা থাকে না, সেইরূপ মহারাজ বিষা-  
দিত হওয়ায় এ রাজপুরীরও সেই দশা ঘটেছে । তমঃ আগ-

মনে জগন্মাতা বসুন্ধরা যেরূপ বিমর্ষা হন, মহারাজকে এরূপ দুঃখিত দেখে প্রজা সমূহও সেইরূপ পরিতাপিত হয়েছে । সকলেরই সুখাংশুমালী অস্তাচল চূড়াবলম্বী হয়েছে ; দুঃখ-বিভাবরী প্রভূত পরাক্রমে সকলের মানসপথে অধিকার বিস্তার করেছে ।

রাজা । ( দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ) মন্ত্রী, বজ্রাঘাতে যে বৃক্ষ একবার দগ্ধ হয়েছে, তাকে পুনর্জ্জীবিত কতে যাওয়া বৃথা আশা বৈ ত নয় । হায় ! আগ্নেয়গিরি যেরূপ অগ্নিকে চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করে, আমাদেরও কি সেইরূপ এ বিষাদাগ্নি চিরকাল হৃদয়ে ধারণ কতে হলো ! সিংহের গৃহে অবশেষে শৃগাল এসে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন কল্লে !—

মন্ত্রী । দেব, ভবাদৃশ ব্যক্তির এরূপ ব্যাকুল হওয়া কোন-মতেই যুক্তিসিদ্ধ নয় । দেখুন, সাগর তটই তরঙ্গের প্রচণ্ড আঘাত সর্বদা সহ করে থাকে ।

রাজা । মন্ত্রী, সাগরতট তরঙ্গের প্রচণ্ড আঘাত সহ করে বটে, কিন্তু যখন প্রবল ঝটিকায় সাগর বিচলিত হয়, তখন কি সে আঘাতে সে স্থির হয়ে থাকতে পারে ?

মন্ত্রী । মহারাজ, মনুষ্যেরা সময়ানুসারে সুখ দুঃখের অধীন হবে, এ নিয়ম ত সংসারে পূর্ক্সাপর চলে আসছে । তা আপনার এ দুঃখ-তিমির যে সুখশশিদ্বারা দূরীকৃত হবে, তার কোন সন্দেহ নাই । এক্ষণে আপনি একটু সুস্থির হলে আমরা পরম সুখ লাভ করি ।

রাজা । ( দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ) মন্ত্রী, আমার এ দুঃখ-বিভাবরী কি আর কখন অবসান হবে ? আমার যদি এ রূপ দুর্দৃষ্ট না হতো তা হলে যে আমার রাজপুরী হতে

কোন দুষ্কৃত্য দৈত্য তৎকরবেশে আমার হৃদয় সরোবরের কণক পদ্মটি হরণ কর্যে নিয়ে গেল, এর বিন্দু বিসর্গও কোনমতে জান্তে পাতেম না !

মন্ত্রী । ধর্ম্মাবতার, মায়াবী কলিরদ্বারা পদ্মাবতী সতী হৃত হলে পরম শিবভক্ত রাজা ইন্দ্রনীল রায় কি তাঁকে আর পুনঃপ্রাপ্ত হন নাই ? তা আপনি——

রাজা । মন্ত্রী, আমাকে আর বুঝা প্রবোধ দেও কেন ? আমার অদৃষ্টে কি আর প্রিয়াসমাগম লাভ হবে । আহা ! আমি যে দিবস যুদ্ধার্থে বহির্গত হই, তখন জীবিতেশ্বরী আমাকে কত অনুরোধ ও মিনতি করেছিলেন ! আমি যদি সে সময় তাঁর কথা শুনতাম, তা হলে কি আর এরূপ বিপদ ঘটতো ? হায় ! কেনই বা তখন আমার সে মতিভ্রম হয়ে ছিল !——( দীর্ঘনিশ্বাস । )

বস । আজ্ঞে হাঁ, তার সন্দেহ কি । যুগেন্দ্র স্বস্থানে থাকলে কার সাধ্য সিংহীকে হরণ করে । তবে কি না, যেটা বিধির লিপি, তার ত অন্যথা হয় না ।

মন্ত্রী । দেব, আপনি কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন কল্পে আমরা সকলেই পরমাপ্যায়িত হই । দেখুন এই সংসার-সাগরে ধৈর্য্যই আমাদের সেতু স্বরূপ । ধৈর্য্যাবলম্বন ব্যতিরেকে মানব জাতি কোন মতেই জীবন ধারণ কত্তে পারে না । নিয়ত সুখ বা দুঃখের অধীন কেউ হয় না, পর্য্যায়ক্রমে সকল-কেই সুখ দুঃখের ভাগী হতে হয় । সেই জন্যে সাধু ব্যক্তির সাধু একবারে বিমোহিত, কিম্বা দুঃখে একবারে হতাশ হন্ না—সুখও ভোগ করেন এবং দুঃখও বহন করেন ।

প্রবোধচন্দ্রের নির্মূল কিরণ সর্বদাই তাঁদের মনে উদয় হয় ।  
তা এ সকল কথা মহারাজকে বলা পুনরুজ্জী মাত্র ।

রাজা । মন্ত্রী, এরূপ অকূল বিপদ-সাগরে পতিত হলে  
কি কোনমতে ধৈর্য্যাবলম্বন করা যায় ? হায় ! দাশরথি  
যে রূপ মায়ামৃগের ছলনায় প্রতারিত হয়েছিলেন, আমারও  
কি শেষে সেইরূপ অবস্থা হলো !

বস । মহারাজ, সামান্য ঝটিকাতে কি পর্কত বিচলিত  
হয় ? তা আপনি এক্ষণে আপনার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত  
হলে আমরা জীবন সার্থক বোধ করি ।

রাজা । বসন্তক, আমার প্রবোধদীপ প্রাণেশ্বরীর বিরহে  
একবারে নির্মাণ হয়েছে ; তা তাকে প্রজ্জ্বলিত কত্তে কেন  
তোমরা বৃথা চেষ্টা কচ্ছো ? আমার এ তমাবৃত মনে আর কি  
প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনা আছে !

মন্ত্রী । ( স্বগত ) আহা ! প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে জলবিন্দু  
নিষ্ক্ষেপ কল্পে সে যেমন আরো জ্বলে ওঠে, আমাদের  
প্রবোধেও সেইরূপ মহারাজের শোকাগ্নি দ্বিগুণতর হচ্ছে ।  
( প্রকাশে ) দেব, সমুদ্রই বাড়বাগ্নিকে সর্বদা হৃদয়ে ধারণ  
করে ।

রাজা । মন্ত্রী, এরূপ ভয়ানক যন্ত্রণা আমি কি করয়ে  
সহ্য করি বলা দেখি ? আমার এ পাষাণ দেহ যদি নিতান্ত  
কঠিন না হবে, তা হলে কি এ শোকানলে অত্যাধিক ভস্মসাৎ  
হতো না !

বস । ( স্বগত ) হায় ! হায় ! মহারাজের এ খেদোক্তি শুনে  
আর একদণ্ডও বাঁচতে ইচ্ছা করে না । হা হত বিধাতঃ !  
তুমি এমন ব্যক্তির প্রতিও নিষ্ঠুরতা প্রকাশে প্রবৃত্ত হলে ?

( প্রকাশে ) মহারাজ, আপনাকে এরূপ ব্যাকুল দেখে রাজ-লক্ষ্মী যে কি পর্য্যন্ত কাতরা হয়েছেন, তা বলা যায় না । এক্ষণে আপনি একটু শোকসম্বরণ কল্লে সকলেই পরমসুখী হয় ।

রাজা । বসন্তক, এরূপ দুঃসহ শোক দমন করা কি মনুষ্যের সাধ্য ? আমি কি এরূপ কৃতঘ্ন নরাদম যে প্রিয়ার সে অকৃত্রিম প্রণয় বিস্মৃত হব ! আহা ! তাঁর সে মনো-হারিণী মূর্তি, মধুর সম্ভাষণ দিবারাত্র আমার মনে উদয় হচ্ছে । ( উঠিয়া ) অতিশয় সন্তপ্ত হলে লোহও দ্রব হয়, কিন্তু আমি এরূপ নিষ্ঠুর পাষণ্ড যে এ দাক্ষণ শোকান্নি অনায়াসে সহ কচ্ছি । সময়ে প্রস্তরও বিদীর্ণ হয়, তা আমার এ হৃদয় কি প্রস্তর অপেক্ষাও কঠিন ? ( পরিক্রমণ । )

মন্ত্রী । দেব, এরূপ প্রবল চিন্তাশক্তি যদি দিবারাত্র আপ-নার শরীর দক্ষ করে, তা হলে আমাদের কি পর্য্যন্ত না বিপদ ঘট্‌বার সম্ভাবনা ।

রাজা । মন্ত্রী, যাকে এরূপ বিরহ দিবারাত্র সহ কতে হচ্ছে, সে কি কখন স্থির হতে পারে ? হায় ! এ বিরহে এখনও আমার দেহ হতে প্রাণ বহির্গত হলনা ? সময়ে কি শমনও একবারে বিস্মৃত হয়েছে ? আর মৃত্যু হলেই বা কি হবে ! অবশেষে এক জন কুলাঙ্গারের মধ্যে পরিগণিত হব বৈত নয় !

বস । মহারাজ, জগদীশ্বর কখন যেন এ রাজপুরীতে শমন প্রবেশ কতে না পারে ।

রাজা । ( মুক্তকণ্ঠে ) হা রাজকুললক্ষ্মি ! তুমি যে কোন্ সমুদ্র মধ্যে বাস কচ্ছো, তা আমাকে কেউ বলতে পারে না ? হে দেবর্ষি নারদ ! এক্ষণে আপনার ন্যায় উপকারী ব্যক্তি কি

কেউ নাই যে আমার নিকট সেই সমুদ্র মন্থনের উপায় অবগত করায় ? হা চাক্‌হাসিনি ! পূর্বে যে সকল বিষয়ে তোমার সহিত অপার আনন্দ উপভোগ করেছি, সেই সকল কি এক্ষণে আমার শোকের কারণ হলো ?

মন্ত্রী । ( স্বগত ) হায় ! হায় ! যে স্থলে এরূপ প্রবল শোকতরঙ্গ বেগে সমুখিত হচ্ছে, সে খানে আমার এ প্রবোধত্বে কি ফলোদয় হতে পারে ? এ পতিত মাত্রে শত খণ্ডে বিভক্ত হয়ে দিকদিগন্তে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে । ভূজঙ্গ বাকে দংশন করে সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু দুর্জনের দংশনে যে কত শত ব্যক্তিকে জর্জরিত হতে হয়, তার কি সংখ্যা আছে !

রাজা । মন্ত্রী, আমি বিধাতার নিকট এমন কি ভয়ানক পাপ করেছি যে তিনি একবারে আমাকে এরূপ দাবানলে দগ্ধ কতে প্রবৃত্ত হলেন ? হায় ! এ বিচ্ছেদরূপ কাল ভূজঙ্গের দংশন হতে আমাকে কি কেউ উদ্ধার কতে পারেনা ?——( মুচ্ছা প্রাপ্তি । )

বস । কি সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ ! শমন কি তস্কর-বেশে এ পুরীতে প্রবেশ কল্লে ?

মন্ত্রী । হায় ! এ কি সর্বনাশ উপস্থিত ? হা দুর্দৈব ! এতকালের পর কি শেষে আমাকে এই দেখতে হলো । বিধাত ! তোমার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা !

বস । মহাশয়, আর দেখেন কি ? এ কি আক্ষেপের সময় ? চলুন এক্ষণে মহারাজকে অন্তঃপুরে লয়ে যাওয়া যাক । কে আছিঁস রে ?

( ভৃত্য ও রক্ষকের পুনঃ প্রবেশ । )

ভৃত্য । এ কি ? কি সর্বনাশ !

মন্ত্রী । ধর হে, সকলে মহারাজকে ধর ।

[ রাজাকে লইয়া সকলের প্রস্থান ।

ইতি চতুর্থাক্ষ ।



## পঞ্চমাস্ক ।



## প্রথম গর্ভাস্ক ।



কৌরব্যদেশ—বিলাস কানন ।

( রাজা বিজয়কেতুর প্রবেশ । )

রাজা । ( স্বগত ) এই ত আমি প্রায় মাসাবধি কুন্তল-  
রাজমহিষীকে সখীর সহিত হরণ কর্যে এনে এই বিলাস  
কাননে রেখেছি । হা পাষণ্ড নরাধম ! তুই আমাকে অবজ্ঞা  
কর্যে পরমান্ন একটা চণ্ডালকে ভক্ষণ কত্তে দিছলি ! এখন  
তার বিশেষ ফল ভোগ কর্ । আর কে তোমার কন্যাকে  
রক্ষা করবে ?—কেমন ! আমার যা চিরন্তন অভিলাষ, তা  
ত সিদ্ধ হলো ! এখন তুমিই বা কোথায়, আর তোমার জামা-  
তাই বা কোথায় ? ( চিন্তা করিয়া ) বাহোক্, আমি সে সময়ে  
প্রহরীর বেশে না গেলে এত দূর কর্যে উঠতে পাভেতম না ।  
উঃ ! সুযোগটা কতদূর দেখ ! আমাকে দেখ্‌বামাত্র অন্তঃপুর  
রক্ষক মনে কর্যে সখীটে বল্লে, “ তুমি রথ নিয়ে এসো—রাজ-  
মহিষী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়ে মহারাজের যুদ্ধযাত্রা দেখতে  
ইচ্ছা করেন । ” আমিও ত তাই চাই । কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়ে  
দেখি যে আমারই সারথি অনতিদূরে রথ নিয়ে দাঁড়িয়ে  
রয়েছে । ভাগ্যে পথটা নির্জ্ঞান ছিল, তাই রক্ষা ; না হলে  
বিষম বিভ্রাট হতো । নগর বহির্গত হবামাত্র যখন আমার  
অভিসন্ধি বুঝতে পাল্লে, তখন ক্রন্দনের সীমা কি !—সীতা-

দেবীর ক্রন্দনে কি দশাননের মন আর্দ্র হয়েছিল ? বাহোক্, এক্ষণে কোন প্রকারে একে বশীভূত কতে পাঞ্জে হয় ।—তারই বা বিচিত্র কি ?

নেপথ্যে ! হায় ! আমার কি হলো !

( গীত ) ৩

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল একতাল ।

কি হবে আমার বলনা উপায় হে ।  
না জানি কি পাপে মোর ঘটিল এ দায় হে ॥  
তব অদর্শন বাণ, দহিতেছে মম প্রাণ,  
তমোময় সব হেরি, না দেখি তোমায় হে ॥  
আমার কপাল দোষে, হল এ বিপদ শেষে,  
নতুবা তখন কেন, ছাড়িবে আমায় হে ॥

রাজা । ( স্বগত ) আহা ! এই যে আমার হৃদয়সরো-  
বরের পদ্মিনী অশোক বৃক্ষের তলায় বসে ক্রন্দন কচ্ছেন ।  
আর এখন কাঁদলে কি হবে ? আর কার জন্যেই বা কাঁদছে ?  
ভাল এক্ষণে রোদনটা একটু নিবৃত্ত হোক, তার পরে আসছি।  
[ প্রস্থান ।

( ইন্দুপ্রভার প্রবেশ । )

ইন্দু । ( স্বগত ) হায় ! হায় ! আমার মতন হতভাগি-  
নী কি পৃথিবীতে আর আছে ? বিধাতা আমার এ পোড়া  
অদৃষ্টে এত দুঃখও লিখেছিলেন ! তা বিধাতাকেই বা মিছে  
দোষ দিলে কি হবে ! সকলই আমার কপাল দোষে ঘটেছে  
বৈ ত নয় । ( দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ) প্রাণেশ্বর যে সেই

যুদ্ধে যাত্রা কল্লেন, তাঁরও কোন সমাচার পোলেম না। পরমেশ্বরের রূপায় যদি তিনি সে যুদ্ধে জয়ী হয়ে এসে থাকেন, তা হলে আমাকে না দেখতে পেয়ে কত দুঃখ কচ্ছেন। হায়! এখানে এমন ব্যক্তি কি কেউ নাই যে আমার এই বিপদের সমাচার তাঁর কাছে নিয়ে যায়? হে শব্দবহ! আপনি সকল শব্দ বহন করেন, তা এ অনাখিনীর এই দুঃখ-সমাচার অনুগ্রহ করে প্রাণনাথের নিকট নিয়ে যান। আপনাকে লোকে জগজ্জীবন বলে, তা এই উপকার সাধন করে আমাকে জীবন দান করুন। হে বিহঙ্গম কুল! তোমরা নিশা অবসান হলে দিক দিগন্তুরে যাও, তা প্রাণনাথের কাছে গিয়ে আমার সংবাদ প্রদান কর। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) তা তোমরা আর এদুঃখিনীর কথায় কর্ণপাত করবে কেন! বরং আমার দুঃখে দুঃখিত না হয়ে ঘৃণা প্রকাশ করবে (রোদন)। নাথ, আপনি যাকে প্রাণ অপেক্ষা স্নেহ কতেন, যাকে সর্বদা মধুর বাক্যে পরিতুষ্ট কতেন, এক্ষণে তার এই বিপদের বিন্দুমাত্রও জানতে পাচ্ছেন না। হায়! সে ছুরাত্মা বখন সাক্ষাৎ কৃতাস্ত্রের মতন আমার কাছে উপস্থিত হয়, তখন আমি দশ দিক্ শূন্য দেখি; আর মনে হয় যে পৃথিবী দ্বিধা হলে তাতে প্রবেশ করি। আমাকে যে সকল কথা বলে, তা শুন্লে গা শিউরে ওঠে। হে বিধাতঃ! আমি আপনার কাছে কি অপরাধ করেছি যে আপনি আমাকে এত যন্ত্রণা দিচ্ছেন?

(মধুরিকার প্রবেশ।)

মধু। প্রিয়সখি, কৈ তুমি কোথায়?

ইন্দু। এই যে ভাই। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

মধু । আমি ঐ সরোবরের ধারে বসে ছিলাম । হায় ! প্রিয়সখি, আমাদের কি চিরকাল এই দুঃখ ভোগ কত্তে হবে ? এ বিপদ থেকে আমাদের কে রক্ষা করবে ? আমরা এখন কার শরণাপন্ন হব ? ( রোদন । )

ইন্দু । ( দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ) আর সখি ! এখন কাঁদলেই বা কি হবে ? আমরা জন্ম জন্মান্তরে অনেক পাপ করেছিলাম, তারই ফল ভোগ করছি ।

মধু । প্রিয়সখি, আমরা যদি বিধাতার নিকট এত অপরাধিনী না হব, তা হলে তিনি এরূপ বিপদমাগারে নিক্ষেপ করবেন কেন ?

ইন্দু । হায় ! সখি, বিধাতার একি সামান্য বিড়ম্বনা ! দেখ, আমি রাজকুলপতি সত্যবিক্রমের মেয়ে, বীরশ্রেষ্ঠ বিচিত্রবাহুর পত্নী হয়ে বন্দীভাবে রয়েছি । এর চেয়ে আর অপমান কি আছে ? তা ভাই, এর জন্যে ত আমি একবারও ভাবিনে । কিন্তু প্রাণেশ্বরের কথা মনে হলে আমার প্রাণ যেন কেঁদে ওঠে । আমি কি করো আর তাঁর বিরহযাতনা সহ্য করব ! ( রোদন । )

মধু । প্রিয়সখি, তোমার দুঃখ দেখলে আর এক দণ্ডও বাঁচতে ইচ্ছা করে না । হায় ! বিধাতা এমন কণকপদ্মকেও পঙ্কিল জলে নিক্ষেপ কলেন ! এ দুর্ঘট রাহুকে কি এই পূর্ণশশী গ্রাসের জন্যে সৃষ্টি করেছিলেন ! ( রোদন । )

ইন্দু । সখি, রাহুগ্রাস থেকে ত পূর্ণশশী মুক্ত হয়ে থাকে ; তা আমরা কি কখন এ দুর্ঘটুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাব ? যত দিন না আমাদের দেহে প্রাণে বিচ্ছেদ হয়, ততদিন এই যন্ত্রণাভোগ কত্তে হবে । ( রোদন । )

মধু । প্রিয়সখি, দুঃখের পর সকলেরই সুখ হয় । তা আমাদের কি এ দুঃখের শেষ নাই ? বিধাতঃ ! তোমার মনে কি এই ছিল ? ( রোদন । )

ইন্দু । সখি, আর বুঝা আক্ষেপ কল্লেই বা কি হবে ! যদি কোন দুর্ঘট ব্যাধ একটী সারিকা ধরে এনে পিঞ্জরে বদ্ধ করো রাখে, তা হলে তার মুক্ত হবার কি কোন উপায় থাকে ? আর তার আর্তনাদ শুন্লে সে পাষণহৃদয়ে কি দয়ার উদয় হয় ? আমাদের সেই দশা ঘটেছে বৈত নয় । তা আমাদের দুঃখে এখন আর কে দুঃখিত হবে বল ! ( রোদন । )

মধু । প্রিয়সখি, তোমার কথা শুন্লে অন্তরাত্মা শীতল হয় ! হায় ! হায় ! এমন সরলাবালার অদৃষ্টেও এত যন্ত্রণা ছিল ! বিধাতার কি নিষ্ঠুরতা প্রকাশের স্থান ছিল না !

ইন্দু । ( সরোদনে ) সখি, আমাদের এ বিপদ হতে কে উদ্ধার করবে ! আমরা জগদীশ্বরের কাছে এত কি অপরাধ করেছি যে, তিনি এত কষ্ট দিয়েও ক্ষান্ত হচ্চেন না ?

মধু । প্রিয়সখি, আর কেঁদনা । ( রোদন । )

ইন্দু । ( মধুরিকার হস্ত ধরিয়া ) সখি, তুমি আমার জন্যে কত কষ্ট সহ্য না কচো ! আমি যদি দেবতাদের কাছে একান্ত অপরাধিনী হয়ে থাকি, তা হলে তাঁরা আমাকে যথোচিত দণ্ড দিয়ে ক্ষান্ত হলেন না কেন ? তাঁরা কি আমার জন্যে তোমাকে অবধি কষ্ট দিতে প্রবৃত্ত হলেন ? ( রোদন । )

মধু । প্রিয়সখি, আমি কি তোমার জন্যে কোন প্রকার কষ্ট সহ্য কত্তে ভয় করি ? আমি এততেও তোমার মুখ দেখলে সব ভুলে যাই ।

ইন্দু । ( মধুরিকার গলা ধরিয়া ) সখি, আমি এ বিপদ-

সাগরে কেবল তোমার জন্যেই জীবন ধারণ কর্যে রয়েছি ।  
তুমি আমার মনোরঞ্জনের জন্যে কি না কচ্ছো ! আমি কি  
তোমার এ ঋণ কখন পরিশোধ কত্তে পারব ! হায় ! আমার  
মতন পাপীয়সী কি আর আছে ? ( রোদন । )

মধু । প্রিয়সখি, তোমার চেয়ে কি আমার কষ্ট অধিক ?  
তোমার এই যন্ত্রণা দেখবার জন্যে কি আমার এই পৃথিবীতে  
জন্ম হয়েছিল ? ( রোদন । )

ইন্দু । সখি, এসো আমরা এই বটবৃক্ষের তলায় একটু  
বসি । ( উভয়ের উপবেশন । ) আমি ছেলেবেলা অবধি  
তোমার সঙ্গে কত প্রকার আহ্লাদ আমোদ করেছি, সে সকল  
কথা মনে হলে কেবল দুঃখ আরো বৃদ্ধি হয় । তা আমাদের  
কি এই বিপদে পড়তে হবে বলেই কিছু দিনের জন্যে সেই  
দুঃখ হয়েছিল ? ( রোদন । )

মধু । প্রিয়সখি, একটু সুস্থির হও । আর মিছে কেঁদে  
কেঁদে শরীরকে কষ্ট দিলে কি হবে বল ! পরমেশ্বর কি আমা-  
দের প্রতি এত বিমুখ হবেন ? আমরা কি কখন পরিত্রাণ  
পাবনা ।

ইন্দু । সখি, শমনও কি আমাকে বিন্মৃত হয়েছেন ?  
আমার যদি মৃত্যু হয়, তা হলে সকল কষ্টের শেষ হয় ।  
হায় ! আমি যদি সে সময় প্রাণেশ্বরকে যুদ্ধবাত্রা কত্তে না  
দিতেম, তা হলে ত আমাদের এ বিপদে পড়তে হতো না ?  
আমার পোড়া অদৃষ্টের দোষে সে স্বপ্নও সত্যি হলো ?

মধু । প্রিয়সখি, তোমার দুঃখ দেখে আমার বুক কেঁটে  
যাচ্ছে । আর আক্ষেপ কর্যে কি করবে ভাই ? আমাদের  
কপালে যা আছে, তা কখনই অন্যথা হবে না ।

ইন্দু । সখি, মন কি আর বুঝা প্রবোধ মানে ? প্রাণেশ্বর, আপনার ত্রীচরণ কি এজন্মে আর দেখতে পাবনা ? হায় ! আমার বিরহে আপনি কেমন করো জীবন ধারণ করবেন ? ( অধোবদনে রোদন । )

( রাজা বিজয়কেতুর পুনঃপ্রবেশ । )

রাজা । ( স্বগত ) আমি এত কৌশলে এ সুন্দরীকে এখানে এনে এ পর্য্যন্ত ও যে আমার প্রতি অনুরাগিণী কন্তে পাচ্ছি না, এর কারণ কি ? হাঁ ! বটে, বটে, পূর্বে প্রণয় দূরীকৃত করা বড় সহজ ব্যাপার নয় ! যাকে পূর্বে মনোমধ্যে দেববৎ স্থাপন করো দিবারাত্র প্রণয় পুষ্পে পূজা করেছে, তাকে কি শীঘ্র বিসর্জন কন্তে পারে ? কিন্তু ক্রমে সময়ের দ্বারা আপনি মন হতে বহির্গত হয় । তা এ কামিনীর মন থেকে যখন তার আরাধিত দেবতা বহির্গত হবে, তখন ইনি অবশ্যই আমার প্রতি অনুরক্তা হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই । ( অগ্রসর হইয়া প্রকাশে ) হা ! হা ! ওহে, মধুকর উপস্থিত হলে বিকশিত কমল কি তাকে দেখে বিমর্ষ থাকে ?

ইন্দু । ( সকাতরে সখীর প্রতি ) সখি, আমার কি হবে ? ঐ দেখ, আবার সেই ছুরায়া আমাদের কাছে আসছে । কে এখন আমার ধর্ম রক্ষা করবে ?

রাজা । ( নিকটে উপবেশন করিয়া ) তুমি যে ভাই ক্রন্দন কন্তে আরম্ভ কল্লে ? দেখ দেখি আমি তোমার সঙ্গে কি পর্য্যন্ত সৌজন্যতা না কাচ্ছি । তা তোমার কি ভাই এ অভাজনের প্রতি এরূপ ব্যবহার করা উচিত ? ( কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া ) একি ? তুমি যে ভাই চূপ্ করো য়ৈলে ?

তোমার প্রতি যে আমার কতদূর অনুরাগ, তা কি জান না ?

ইন্দু । ( করযোড়ে ) মহারাজ, ভূপতিদের পরস্পর প্রতি দৃষ্টি করা অত্যন্ত অকর্তব্য । তা আপনি রাজচক্রবর্তী হয়ে সে নিয়ম অবহেলা কচ্ছেন কেন ?

রাজা । হা ! হা ! সুন্দরি, তুমি ভাই আমার হৃদয়া-কাশের পূর্ণশশী । তা তোমাকে না দেখে আমি কেমন করে জীবন ধারণ করি ?

মধু । ( করযোড়ে ) মহারাজ, আমরা যখন আপনার সম্পূর্ণ আশ্রিত হয়েছি, তখন আপনার সম্ভান স্বরূপ । তা এতে আমাদের ও সকল কথা কেন বলছেন ?

রাজা । • ( স্বগত ) আঃ ! এ মাগীটে যে আমাকে ভারি জ্বালাতন কতে আরম্ভ কলে হে ' ( প্রকাশে ) সুন্দরি, সজল জলদের নিকট ত্বষিত চাতক বারিপান-আশয়ে গমন কলে সে কি তাকে একবারে নৈরাশ করে ? তবে তুমি আমাকে কিঞ্চিৎ আশ্বাস-বারি প্রদান কতে পরাণমুখ হচ্চো কেন ?

ইন্দু । ( সকাতরে ) মহারাজ, আপনি ধর্ম-অবতার । তা আপনার আশ্রিত জনের ধর্ম রক্ষা করা উচিত । আপনি যদি এরূপ অধর্ম্যাচরণ করেন, তা হলে আপনার রাজ্যশ্রী নষ্ট হবার সম্ভাবনা ।

রাজা । হা ! হা ! সুন্দরি, তুমি যদি ভাই আমার এ হৃদয়াকাশকে শোভিত কর, তা হলে আমার রাজত্ব কোন্ ছাৰ্ । তোমার যে এ নবর্যোবন আর রূপ, এ আমার ন্যায় সহস্র রাজার সম্পত্তি ।

ইন্দু । ( সকাতরে স্বগত ) প্রাণেশ্বর, আপনি আমার



এই বিপদ সময় কোথা রইলেন ! হায় ! এখন এ অনাখিনী কুলকামিনীকে কে রক্ষা করবে ! ( প্রকাশে ) মহারাজ, দিবা-কর যদি পশ্চিম দিকে উদয় হন, তত্রাচ আমার দেহে প্রাণ থাকতে কখনই ধর্মপথের বিচলিত হতে পারব না। দেখুন, ধর্মই সকলের রক্ষাকর্তা।

রাজা। দেখে ভাই, তুমি যদি এ অধীনের প্রতি রূপা-দৃষ্টি না করবে তবে আর কে করবে। আমি তোমার একান্ত চিহ্নিত দাস। তা এ দাসের প্রতি তোমার এত প্রতিকূল হওয়া উচিত নয়।

মধু। ( করষোড়ে ) মহারাজ, আপনি আমাদের পিতার স্বরূপ। তা আপনারও আমাদের দুহিতার ন্যায় জ্ঞান করা উচিত।

রাজা। ( স্বগত ) কি উৎপাত ! এ মাগীটে যে আমাকে যা ইচ্ছা তাই বলতে আরম্ভ কলে হে ! এ যে আমার সুখো-দ্যান প্রবেশের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠলো ! ( প্রকাশে ) ছি ভাই ! অমন কথা কি বলতে আছে ? তোমরা আমার মন পিঞ্জরের সারিকা পাখী। হা ! হা !

ইন্দু। ( সখেদে স্বগত ) হে পৃথিবী ! তুমি জগতের মা। তা মা, তুমি দ্বিধা হয়ে তোমার এই দুঃখিনী মেয়েকে একটু স্থান দাও। আর আমার এ সকল দুর্ভাগ্য সহ্য হয় না। আহা ! মা, এখন তুমি ভিন্ন আমার সহায়তা করে, এমন আর কেউ নেই। তুমি সীতাদেবীর দুঃখবস্থা দেখে তাঁকে আশ্রয় দিচ্লে, তা আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলে কেন ?

রাজা। তুমি যে ভাই চুপ্ করো তৈরলে ? তুমি কি এ দাসের প্রতি একবারে বাম হলে ? আমি তোমার একান্ত

আশ্রিত ; তা আশ্রিত জনকে কি এরূপ পুনঃ পুনঃ নৈরাশ করা উচিত ? দেখ, যদি কোন ব্যক্তি ক্ষুধার্ত হয়ে বিশাল রুক্ষের নিকট গমন করে, তা হলে যদিও সে ফল প্রদানে বঞ্চিত করে, তত্রাচ আশ্রয় দিতে পরাঙ্মুখ হয় না ।

ইন্দু । হায় ! আমার কি হবে ! হা পিতা মাতা ! আমি তোমাদের এত আদরের মেয়ে, তা আমার এই ভয়ানক বিপদ সময় তোমরা কোথা রৈলে ?

রাজা । সুন্দরি, সজ্জনেরা কখন কি পরোপকারে বিরত হয় ? দেখ, চন্দনকাষ্ঠ আপনি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েও সদাকাল প্রদানে লোকের উপকার সাধন করে । আর অন্যকে সুশোভিত করবার জন্যেই সুবর্ণ অগ্নিতে দগ্ধ হয় । তা তুমি এ অধর্মের যৎকিঞ্চিৎ উপকার সাধনে বিরত হচ্ছো কেন ? আমি তোমাকে দেখে একবারে কন্দর্পশরের বশবর্তী হয়ে পড়েছি, আর সে আঘাতে আমার জীবন সংশয় হয়েছে । অতএব তোমার নিকট এরূপ বিশল্যকরণী থাকতে আমাকে প্রদান কন্তে বিমুখ হচ্ছো কেন ?

ইন্দু । ( মুক্তকণ্ঠে ) নাথ, আপনাকে লোকে ধার্মিক বলে । তা আপনি আপনার ধর্মপত্নীকে কি একবারে বিস্মৃত হলেন ? যার সামান্য ভাবনাতে দুঃখিত হতেন, শেষে তার এই দশা হলো ? কে এখন আমার ধর্ম রক্ষা করবে ! ( রোদন । )

রাজা । হা ! হা ! সুন্দরি, বালির বাঁধের ভরসা কি বল ! তোমার প্রাণনাথ কি আর বেঁচে আছেন যে তাঁকে আহ্বান কচ্ছো ? তাঁর সেই সমরেই রণসাধ মিটে গেছে । আর যদিও জীবিত থাকেন, এ সুবর্ণ লঙ্কাধামে প্রবেশ করা কার সাধ্য ! তা ভাই, এক্ষণে সে আশা পরিত্যাগ করো

এ অধীনের হৃদয়সরোবরে প্রস্ফুটিত হয়ে আমার জন্ম সার্থক কর।

ইন্দু। (অতি কাতরভাবে) হে দেবদেব মহাদেব! আপনি রূপা করে এই কুলকামিনীর ধর্ম রক্ষা করুন। আমি আর এ পাপাত্মার দুর্বাক্য সহ্য কতে পারিনে।

রাজা। সুন্দরি, তুমি যদি এ পাপাত্মার প্রতি একবার কটাক্ষপাত কর, তা হলে আমি পবিত্র হই। তা তোমার শ্রীচরণে এ দাসকে স্থান প্রদান করে চিরবাধিত কর।

মধু। (করযোড়ে) মহারাজ, আপনি কেন আমাদের বুঝা এ সকল দুর্বাক্য বলছেন? আপনি যদি অকারণে অনাথিনী অবলাদের কটুবাণ্য বলেন, তাহলে আপনার অমঙ্গল হবার সম্ভাবনা।

রাজা। আহা! সুন্দরি, বিধাতা কি তোমার যুগ-গঞ্জিত নয়ন অশ্রুবর্ষণের জন্যে সৃজন করেছেন? তোমার ঐ জ্রুচাপে কটাক্ষশর যোজনা করে এই আশ্রিত যুগকে বিদ্ধ কর। বিধাতা তোমার মুখভাণ্ডে যে সুখ গোপন করে রেখেছেন, তা এ অধমকে প্রদান কর।

ইন্দু। মহারাজ, আপনি যদি আমাকে বারম্বার এই সকল কথা বলেন, তা হলে এখনই আপনার সম্মুখে আত্ম-ঘাতিনী হব।

রাজা। ভাই, দিবাকর নলিনীকে প্রস্ফুটিত করে বটে, কিন্তু তা বলে অলি তার নিকট উপস্থিত হলে সে কি পরি-মল প্রদানে বিমুখ হয়? তা এরূপ অলিকে পুনঃ পুনঃ গুঞ্জন কতে দেখে তোমার নয়ায় সুবর্ণ কমলিনীর কি উন্মীলিতা না হয়ে থাকা উচিত?

মধু । মহারাজ, সতীশ্রীর কোপে কতশত রাজবংশ ধ্বংস হয়ে গেছে জেনেও কেন আপনি জ্বলন্ত অনলে হস্ত-ক্ষেপ কচ্ছেন ?

রাজা । হা ! হা ! সখি, যে মধুপান-আশয়ে মধুচক্র ভঙ্গ কতে প্রবৃত্ত হয়, সে কি মধুকরের দংশনে ভীত হয় ? আর তোমার প্রিয়সখী যদি আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করেন, তা হলে আর আমার কাকে ভয় ! যাঁর কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন পরাস্ত হয়, তাঁর আশ্রিত জনের কি বিপদ ঘটতে পারে ?

ইন্দু । ( দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বগত ) হায় ! হায় ! বিপদে পড়লে কেউ তার উপকার সাধন কতে চায়না । আমার কি হবে ?

রাজা । সুন্দরি, দেখ আমার কোষাগার ধনপতির কোষাগারকেও লজ্জা প্রদান করে । তা এতে যা কিছু ঐশ্বর্য আছে, সে সকলই তোমার । আর তুমি একবার অনুমতি কল্পে আমার সকল রাজমহিষীরা তোমার সেবায় প্রবৃত্ত হয় । তা তুমি এ সকল সুখ সম্পত্তি পরিত্যাগ কর্যে একটা সামান্য ব্যক্তিকে ধ্যান কর্যে শরীরকে কষ্ট দিচ্ছ কেন ?

ইন্দু । মহারাজ, শ্রীলোকের স্বামীই সর্বস্ব এবং সকল বিষয়ের গতি । তা আমার এ প্রাণ থাকতে কখনই প্রাণেশ্বরকে ভুলতে পারবনা । তাঁর চরণ-ধূলির কাছে আপনার এ ঐশ্বর্য আমি অতি তুচ্ছ জ্ঞান করি ।

রাজা । ভাই, যার জন্যে তুমি শরীরকে এত কষ্ট দিতে প্রবৃত্ত হয়েছ, সে ত তোমায় একবারও তাবে না । কিন্তু দেখ, আমি তোমাকে অহোরাত্র দেবীবাৎ উপাসনায় প্রবৃত্ত

হয়েছি! এততেও এ অনুগত ভক্তকে বর প্রদানে বিমুখ হলে?

ইন্দু। (অধোবদনে রোদন।)

রাজা। সুন্দরি, আমি কন্দর্পশরে ক্লান্ত হয়ে তোমার অপরূপ রূপসরোবরে স্নান কন্তে এসেছি। কিন্তু তোমার অনিচ্ছারূপ প্রহরী আমাকে সে সুখে বঞ্চিত কচ্ছে দেখে তোমার কি কিঞ্চিৎমাত্র দয়া হয় না?

ইন্দু। (সরোদনে) হে ধর্ম্য! হে দিগমণ্ডল! তোমরা এই অভাগিনী কুলবালার ধর্ম্য রক্ষা কর।

রাজা। (স্বগত) না—এক্ষণে একে ত কোন মতেই স্ববশে আনতে পাচ্চিনা। তবে এর উপায় কি? আমি যদি কোনরূপ বল প্রকাশ করি, তাহলে জীবন পরিত্যাগ কল্পেও কন্তে পারে। আর বল প্রকাশেরই বা আবশ্যিকতা কি? যখন এ আমার অধীনে রয়েছে, তখন কিছুকাল পরেও বশবর্তী হতে পারবে। সময়ে সকলেরই পরিবর্তন হয়, তা এই একটা স্ত্রীলোকের মন কি পরিবর্তন হবে না? যা হোক, এক্ষণে আমার দ্বারা আর কিছু হয়ে উঠছেনা; তবে একজন দূতী প্রেরণ কল্পেই সকল সমাধা হতে পারবে। তা যাই, সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইগে। (প্রকাশে) ভাই, যদি এ অধীনের প্রতি একান্ত প্রতিকূল হলে, তবে আমি বিদায় হই। কিন্তু এ অভাজনকে একবারে বিস্মৃত হয়োনা।

[প্রস্থান।]

ইন্দু। সখি, আমাদের এ বিপদ হতে কে উদ্ধার করবে? আমি আর এ সকল কটুবাণ্য কোন মতেই সহ্য কন্তে পারি না। আমি এখনই আত্মঘাতিনী হয়ে এ কষ্টের শেষ করি।

তা হলেই বা কি হবে ? প্রাণেশ্বর আমার বিরহে কেমন কর্যে  
জীবন ধারণ করবেন ? ( রোদন । )

মধু । হা বিধাতঃ ! তোমার একি সামান্য বিড়ম্বনা !  
তুমি এমন দুর্লভ পারিজাত পুষ্পের প্রতিও যথেষ্টাচার  
ব্যবহারে প্রবৃত্ত হলে ? ( রোদন । )

ইন্দু । জীবিতেশ্বর, আপনি আমার এ দুর্ববস্থাতে  
কেমন কর্যে নিশ্চিন্ত রয়েছেন ? আপনার বিরহ-যন্ত্রণা কি  
আমাকে চিরকাল সহিতে হবে ? হা পিতা মাতা ! বাল্যকালে  
আপনারা আমাকে কত স্নেহ কতেন, তা এ সময় এসে আমাকে  
মুক্ত করুন । হায় ! সিংহের পত্নী হয়ে অবশেষে শৃগালের  
কাছে অপমান হতে হলো ?—মৃত্যু এ অভাগিনীকে একে-  
বারে ভুলে রয়েছে ?—( মুচ্ছা প্রাপ্তি । )

মধু । ( জোড়ে লইয়া ) হায় ! এ কি হলো ? প্রিয়সখী  
যে সহসা অচেতন হয়ে পড়লেন । এখন কি হবে ? এখানে  
যে কেই নেই যে এ সময় একটু জল এনে দেয় । আমিই বা  
এখন কেমন কর্যে যাই ? ( অঞ্চল দ্বারা বীজন ) হায় ! যাঁর  
সেবায় শত শত দাস দাসী নিযুক্ত থাকতো, তাঁর মুখে একটু  
জল দেয় এমন কেউ নাই ! আমি যাঁকে উপলক্ষ কর্যে  
জীবন ধারণ কচ্ছিলেম, তাঁকেও নিষ্ঠুর কাল এসে গ্রাস  
কল্লে ? প্রিয়সখি, আমি যে তোমায় ভিন্ন আর কাকেও  
জানিনা, তা তুমি আমাকে একাকিনী রেখে গেলে কেন ?  
( রোদন । )

ইন্দু । ( চেতন পাইয়া গাত্রোত্থান পূর্বক ) আহা !  
আমার কি এমন অদৃষ্ট হবে ? আমি কি পুনরায় প্রাণেশ্বরের  
দেখা পাব ? হে নিদ্রাদেবি ! আপনি আবার আমাকে সেই

বিপদজালে নিষ্ক্রেপ কল্লেন ? মা, আপনার কি দয়ার লেশ মাত্র নাই ?—আহা ! সখি, কি চমৎকার স্বপ্নই দেখছিলেন ! বোধ হলো, যেন জীবিতেশ্বর আমার কাছে এসে বসেছেন, “প্রিয়ে, ক্রন্দন সম্বরণ কর, আর তোমার কোন ভয় নাই । এই আমি সে দুরাত্মাকে বিনাশ কল্লেম ।”

মধু । প্রিয়সখি, বোধ হয় বিধাতা আমাদের প্রতি অনুকূল হয়ে এ বিপদ হতে রক্ষা করবেন । তাঁকে ত দয়া-সিন্ধু বলে । যা হোক, তোমার শরীর বড় অবসন্ন হয়েছে, (হস্ত ধরিয়া) এখন চল আমরা এখান থেকে যাই ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

## পঞ্চমাক্ষ ।



## দ্বিতীয় গর্ভাক্ষ ।



কোরবা দেশ—ভগবান শৈলেশ্বরের মন্দির ।

( পুরোহিত আসীন । )

পুরো । ( ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে শিবস্তব । পরে প্রণাম করিয়া ) হর গোবিন্দ হে, জয় শিব শঙ্কর । ( ইত-স্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া ) ঈশ ! দিবা যে প্রায় অবসান হলো । অত্ৰ আমার স্নানাদি কন্তে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় বেলাতিক্রম হয়ে পড়েছে । সংসার মায়াজালে একবার জড়ীভূত হলে আর কি সহজে নিষ্কৃতি পাবার উপায় আছে ! দেখদেখি, অত্ৰ কতটা সময় অনর্থক ব্যয় কল্লেম ! দূর্হোক, কল্যাণধি

আর সাংসারিক কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করবনা । ( নম্য  
 গ্রহণ করিয়া ) আ——রুঞ্চ হে ! তব পাদপদ্ম ভরসা ।  
 যাই হোক, আর বুধা কালযাপনের ফল নাই । এক্ষণে কিঞ্চিৎ  
 বেদাধ্যয়ন করা যাক । বেলা ত আর নাই । এর পর আবার  
 হবিষ্যাতির যথাবিধি আয়োজন কতে হবে । ( আসন শুদ্ধ  
 করিয়া পুঁথি খুলিতে আরম্ভ । )

( তিনজন সন্ন্যাসীর প্রবেশ । )

সকলে । বোম্ ভোলানাথ । হর—হর—হর—হর ।  
 ( উপবেশন । )

গীত । ২

রাগিণী পিলু—তাল কহরুব ।

তঁারে সদত দেখিতে যেন পাই ।

হর্ষে তাই ভাবরে ভাই ॥

এমন বিভব আর হবেনা ।

এমন দিন কেহ আর পাবে না ।

হর নাম স্মরণ করি লও ॥

প্রথ । গুরো, আপনি যে বলছিলেন এ রাজ্যের কোন  
 বিপদ উপস্থিত হবে, এর কারণ কি ?

দ্বিতী । বাপু হে, পাপের প্রতিফল যে কেবল পরকালে  
 হয়, তা নয় । ইহকালেও কথঞ্চিৎ হয়ে থাকে ।

প্রথ । গুরো, কোন্ ব্যক্তি এরূপ দুর্ভাগ্য পাপকর্ম করেছে,  
 যে তার জন্যে এ রাজ্যের এত দাক্ষিণ বিপদ সম্ভাবনা কছেন ?

দ্বিতী । ভূপতির পাপেই রাজ্য বিনষ্ট হয়ে থাকে ।



তা বাপু, এর আর কোন দিকেই নিস্তার নাই। এক-  
বারে সৰ্বনাশ হবে।

তৃতী। গুরো, এ দেশস্থ ভূপতি ত যাবজ্জীবন দুষ্কর্ম  
করো আস্ছে। তা এখনই বা এরূপ হবে কেন?

দ্বিতী। যত দিবস পাপ পূর্ণ না হয়, ততাবকাল  
শাস্তি পাবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তার দৃষ্টান্তস্থল  
দেখ না কেন—যখন বিষ্ণু অবতার কংশালয়ে জন্মগ্রহণ করেন,  
তৎকালীন ত তিনি কংশকে বিনাশ কস্তে পাতেন; কিন্তু  
তাঁকেও কাল প্রতীক্ষা কস্তে হয়েছিল। বল্মীক যেরূপ  
ক্রমে ক্রমে মৃত্তিকা সঞ্চয় কর্যে পরিশেষে একটা মৃত্তিকা-রাশি  
নির্মাণ করে, লোকেও সেইরূপ পাপসঞ্চয় কর্যে শেষে পাপ-  
তরণী পূর্ণ করে।

প্রথ। হাঁ, কালে পাপের প্রতিফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়।  
বিশেষত, ভূপতি পাপাসক্ত হলে তার রাজ্যের মঙ্গলের  
সম্ভাবনা কি!——ইন্দ্র যথাকালে বারিবর্ষণ করেন না,  
পৃথিবী শম্ম হরণ করেন, আর যজ্ঞাদি ক্রমে সকলই লোপ  
পায়।

তৃতী। গুরো, এ দেশস্থ নরপতি এমন কি পাপকর্ম  
করেছে, যে তজ্জন্য এত শীঘ্রই তাঁর রাজ্য বিনষ্ট হবে?

দ্বিতী। বোধ করি তোমরা কুম্ভল নগরের নাম শুনে  
থাকবে। এ দুর্ভাগ্য সেই দেশের রাজমহিষীকে সম্প্রতি  
হরণ কর্যে এনেছে, এবং সতত নানা প্রকার প্রলোভিত  
বাক্যে কুপথগামিনী করবার প্রয়াস পাচ্ছে। তা সে পতি-  
ভ্রতা সতীন্দ্রীর কোপাগ্নিতে কি এ নগরে কিছু থাকবে!

প্রথ। বলেন কি মহাশয়! শিব! শিব! শিব! এ

পাপাঙ্গা নরাধমের অসাধ্য যে পৃথিবীতে কিছুই নাই !  
ওঃ—কি আশ্চর্য্য !

তৃতী । তা গুরো, আপনি এ ব্যাপার কিরূপে অবগত হলেন ?

প্রথ । সাধু ব্যক্তির দিব্য চক্ষুদ্বারা সকলই দেখে থাকেন ।  
তা তোমার এ কথা জিজ্ঞাসা করাই বাহুল্য ।

দ্বিতী । বাপু, আমি যোগবলে ধ্যান প্রভাবে এ সকল অবগত হয়েছি ।

প্রথ । তবে সেই নিমিত্তেই বোধ হয় এই নগর প্রবেশ কালে এত অমঙ্গল দৃষ্টি কচ্ছিলেম । গগনে ঘন ঘন উল্কা-পাত, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, দিবসে পুনঃ পুনঃ শৃগাল-ধ্বনি——

তৃতী । কোন বিপদ ঘটনার পূর্বে এইরূপ নানাবিধ অমঙ্গল ঘটনা হয়ে থাকে ।

দ্বিতী । আর ঐ দেখ না কেন, দেবদেব মহাদেবের চক্ষু দিয়ে অশ্রুপাত হচ্ছে । বাপু, এ সকল গুরুতর পাপ দর্শন কল্পে দেবতার পর্য্যন্ত অসম্ভুত হন ।

তৃতী । গুরো, এ ব্যাপার ভূপতিকে জানিয়ে যাতে সে কুন্তল রাজমহিষীকে প্রত্যার্ণন করে, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা পাওয়ায় হানি কি ?

দ্বিতী । বাপু, কর্মের প্রতিফল অবশ্যই ভোগ করবে । এক্ষণে সে যেরূপ উন্নত হয়েছে, তাতে কি কারো কথা শুনবে ? তা না হলে বিভীষণ কি দুর্ভ দশাননের পদাঘাতের পাত্র হতো ?

প্রথ । হাঁ, কর্মের প্রতিফল হয়েছেই থাকে । সে জনের

আমাদের ব্যাকুল হওয়া বৃথা । বাহোক, এ পাঁপরাজ্য হতে  
আমাদের ত্বরায় প্রস্থান করা আবশ্যিক ।

দ্বিতী । হাঁ, আমাদের ত দেবদর্শন হল, তবে আর  
বিলম্ব করার প্রয়োজন কি ?

সকলে ।

( গীত । )

২

রাগিণী পাহাড়ি পিলু—তাল করব ।

বৃথা ভ্রমিতে ভ্রমিতে কেন যাই ।

ইথে সুখ কোথারে নাই ॥

হইয়া বিরত সার ভাবনা ।

ভাবি কেন আর বৃথা ভাবনা ।

অনিবার দুঃখ কেন পাই ॥

( গাত্রোস্থান করিয়া ) বোম্ কেদার । হর—হর—হর—হর ।  
বোম্—বোম্—বোম্ ।

[ প্রস্থান ।

পুরো । ( স্বগত ) অঁ্যা ! কথাটা কেমন হলো ! আমা-  
দের ভূপতি কি কুম্ভলনগরের রাজমহিবীকে হরণ কর্যে এনে-  
ছেন ? তবে যে আমি পরম্পরায় শুন্লেম যে তিনি একজন  
সামান্য স্ত্রীলোক, দুই তক্ষরেরা তাঁকে হরণ কর্যে নিয়ে  
আসে, পরে মহারাজ কৃতদানী করবার জন্যে ক্রয় করেন ।  
তবে এ কথাটা কি অলীক ? আমি যে কোন্ পক্ষের বাক্য  
মিথ্যা, তার কিছুই নির্ণয় কন্তে পাচ্চিনা ! অথবা সিদ্ধ  
ব্যক্তির বাক্যে সন্দিহ্ব হবার প্রয়োজন কি ? কি আশ্চর্য্য !  
মহারাজ অবশেষে এতদূর দুঃক্ষণে প্রবৃত্ত হলেন ? এতে যে

রাজকুমারী একবারে বিলুপ্ত হবে, তা একবারও চিন্তা কল্লেন না !  
আমি এঁর নানা প্রকার দুষ্কর্মে কথ্য পুনঃপুনঃ শুনেছি বটে,  
কিন্তু তিনি যে একবারে এতাদৃশ জ্বলন্ত অনলে হস্তক্ষেপ  
করেছেন, তা কিছুই জানতে পারি নাই ! দুঃস্থ লক্ষ্মেশ্বরের  
দোষে যে রূপ স্বর্ণ লঙ্কাধাম একবারে ধ্বংস হয়েছিল, সেই  
রূপ এঁর দোষে এ রাজ্যও ভস্মসাৎ হবে । উঃ ! কি অত্যা-  
চার ! শ্রবণে শোণিত উষ্ণ হয়ে ওঠে । এতে যে কেবল  
ইহকালে বিধিমতে কষ্ট পাবে, তাও নয় ; পরকালে যে  
ভাগ্যে কি ঘটবে, তা একবারও ভাবলে না ? লোকে রিপু-  
পরতন্ত্র হয়ে সহসা পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয় বটে, কেননা পর-  
কালে কি ঘটবে, তা মনে উদয় হয় না । ( ক্ষণেক নিশ্বস্ত  
থাকিয়া ) দূরহোক্, এক্ষণে আর ও সকল আন্দোলনের কোন  
আবশ্যক নাই, আমার পূজার সময় অতীত হচ্ছে । ( আচ-  
মন ও পুনর্বন্দ পাঠ করিতে ) কি সর্বনাশ ! পরস্ত্রী অপহরণ ?  
এ কি কেউ সহ্য কতে পারে ? শাস্ত্রকারেরা পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ  
জ্ঞান কতে পুনঃপুনঃ আদেশ করে গেছেন । লোকে এ  
ঐশিক নিয়ম অবহেলা করে অনায়াসেই কুপথের পথিক হচ্ছে ?  
এ দুরাচার কি এই নিমিত্ত দেশভ্রমণ ছলে রাজ্য হতে বহি-  
র্গত হয়েছিল ? কি আশ্চর্য্য ! এত দূর পাপাচরণ করে  
আবার গোপন করবার ছিলনা ! এতে কার না ক্রোধানন্দ  
প্রজ্বলিত হয় ? যদিও আমি বহুকালাবধি এর রাজ্যে বাস  
কচ্ছি, আর এই দেবসেবায় নিযুক্ত আছি, তব্রূপে এতদা-  
চার কেমন করে সহ্য করা যায় ! উঃ—এর কি বিন্দুমাত্রও ধর্ম্ম  
ভয় নাই যে অনায়াসে একজন পতিব্রতা সতী স্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট  
কতে প্রবৃত্ত হল ! এ পাষণ্ডের কি এই নির্মল রাজকুলকে

কলঙ্কিত করবার জন্যে জন্ম হয়েছিল? এক্ষণে যদি কোন প্রকারে প্রশ্রয় পায়, তা হলে ত এর অসাধ্য কিছু থাক্বেনা ! আর যে ব্যক্তি পাপীকে প্রশ্রয় দেয়, তাকে পর্য্যন্ত পাপে লিপ্ত হতে হয় । অতএব যাতে এ পাপাত্মার শরীর শৃঙ্গাল কুকুরের ভক্ষ্য হয়, আমাকে তার বিশেষ চেষ্টা কত্তে হবে । এরূপ পাপে যদি দণ্ডনীয় না হয়, তা হলে কি জগতে গুণ্যের গৌরব থাক্বে !—সকলেই অব্যাকুল চিতে পাপকর্ম্মে রত হবে । ( চিন্তা করিয়া ) হাঁ, তাও বটে । আমারই বা এ সকল চিন্তা কেন ? এ সকল রাজারাজড়ার কাণ্ডে আমার হস্তক্ষেপ করবার আবশ্যক কি ? না—না—এরূপ বৃথা সময় যাপনে কোন ফল নাই । এ সময় কিঞ্চিৎ দেবার্চনা কল্পে পরকালের কার্য্য হতো । আঃ ! তবু ঐ চিন্তা মনে উদয় হতে লাগলো ? —দূর্ হোক্ !—না—এক্ষণে ও সকল সাংসারিক বিষয় বিস্মৃত হতে হলো । ( পুনরাচমন ও বেদপাঠ করিতে সুরোষে গাত্তোখান ) কি ! এ কেমন কথা ? এতে কেউ স্থির হয়ে থাকতে পারে ? লোকের মঙ্গলের জন্যেই বিধাতা রাজকুলের সৃষ্টি করেছেন । তা এ সঙ্ঘর্ষে তৎবিপরীতে লোকের অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হলো ! আবার এরূপ অনিষ্ট সাধন !—ওঃ ! দুর্জ্জনেরা দুর্কর্ম্মে কি পর্য্যন্ত না উৎসাহ প্রকাশ করে । অনায়াসে এক রাজপুত্রী হতে লক্ষ্মীস্বরূপা রাজমহিষীকে হরণ করয়ে নিয়ে এলো ! এতে এখনও তার মস্তকে বজ্রাঘাত হল না ? শমন এখনো এসে গ্রাস কল্পে না ? এমন চঞ্চালকে দমন কত্তে কার না ইচ্ছা হয় ? আমি সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করয়ে এই মুহূর্ত্তেই রাজা বিচিত্রবাহুর নিকট এই সংবাদ লয়ে যাব । আর যতদিন পর্য্যন্ত না এ সমুচিত

শান্তি পায়, ততাবৎ কাল আমি এক গণ্ডুষ জল অবধি গ্রহণ করব না । শশকের কোঁশলে যেরূপ সিংহ বিনষ্ট হয়েছিল, আমি হতেও এর তাই ঘটবে । ( চিন্তা করিয়া ) হুঁ ! এ বেল্লিক বেটা মনে করেছে যে নিষ্কদ্বৈগ চিতে এই পাপাচরণ করবে ! সে ক্ষণকালের জন্যেও ভাবে না যে ভগবান্ সর্ব-ভূতের সাক্ষী ! তাঁর নিকট কোন কর্ম্মই গোপনে থাকে না ! রাম, রাম, রাম ! কি ঘৃণাদায়ক স্পৃহা ! ছি, ছি, ছি ! মনে এর নাম উদয় হলে পাপের সঞ্চার হয় । নারায়ণ ! নারায়ণ ! এরূপ স্বেচ্ছাচারী রাজা কি ত্রিজগতে দেখা যায় ? এই ভয়ানক কর্ম্মটা স্বচ্ছন্দে কল্পে ? ধর্ম্মের প্রতি একবারে আস্থাশূন্য ? শৈবাল্যবৃত্ত সরোবরে যেরূপ সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ কতে পারেনা, সেইরূপ পাপাত্মাদের মনে কি ধর্ম্মের জ্যোতি কোনমতেই প্রবিষ্ট হয় না ? সম্যাসীরা যোগ প্রভাবে বল্লেন যে এ একবারে ধনে প্রাণে মজ্বে । তারইবা বিচিত্র কি ? এরূপ পাষণ্ড যে একবারে কুলস্থদ্ধা নির্মূল হবে, এওত বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় । যখন এর পূর্ব্বপুরুষ স্থাপিত শৈলেশ্বর পর্য্যন্ত কুপিত হয়েছেন, তখন মঙ্গলের সম্ভাবনা কি ?—আর আমিই এর সর্ব্বনাশের উপলক্ষ হলেম । যাহোক, আমার আর কাল-ব্যাজের আবশ্যক নাই । আবার চারদণ্ড গতে বারবেলা উপস্থিত হবে । অতএব এখনই যাত্রা করা বিধি হচ্ছে । দুর্গা-শিব ।

[ প্রস্থান ।

ইতি পঞ্চমাক্ষ ।

## ষষ্ঠাঙ্ক ।

### প্রথম পর্ভাঙ্ক ।

কুন্তল নগর—রাজগৃহ ।

(রাজা বিচিত্রবাহু আসীন, নিকটে মন্ত্রী ও হিরণ্যবর্ষা । )

রাজা । বল কি মন্ত্রী ? এ কথা শুনে কেউ স্থির হয়ে থাকতে পারে ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে, মহারাজ, অগ্রে সেখানে এক জন দূত পাঠানো যাক্, যদি তাতেও রাজা বিজয়কেতু আমাদের রাজমহিষীকে প্রত্যর্পণ কতে অস্বীকার হন, তা হলে যথাকর্তব্য বিবেচনা করা যাবে ।

হির । সে কি মহাশয় ! এর জন্যে আমাদের দূত-প্রেরণ কতে হবে ? মহারাজ অনুমতি করেন ত আমি এই মুহূর্তেই সে পাষণ্ডের মস্তকচ্ছেদ করো রাজ-সম্মুখে উপহার প্রদান করি । আপনি কি বিবেচনা করেছেন যে, সে দুর্ভাগারের ভার বসুমতী আর সহ্য করবেন ?

মন্ত্রী । সেনাপতি মহাশয়, এ ত রাগের সময় নয় । আপনি স্থির হয়ে বিবেচনা করুন দেখি, সহসা কি কোন দুর্ভাগ্য ব্যাপারে প্ররুত হওয়া উচিত ?

হির । মহাশয়, যোগ্য ব্যক্তির সহিতই সন্ধি করা যায় । তা সে কি কোন প্রকারে আমাদের তুল্য, যে আমরা তদ্বিষয়ে যথাকর্তব্য বিবেচনা করব ?

রাজা । মন্ত্রী, তুমি কি আমাকে একবারে অর্থ এবং ক্ষমতাস্বয় বিবেচনা করেছ ?

মন্ত্রী । মহারাজ, রাজলক্ষ্মীর প্রসাদে আপনার কিসের অভাব ?

রাজা । তবে তুমি আমাকে পুনঃ পুনঃ নিবেদন কচ্ছো কেন ? তার এত বড় সাধ্য যে আমার রাজপুরীতে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে ? এতে তাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান না করে আমি কিরূপে নিরস্ত হই বল দেখি ? এক্ষণে তার নিকট দূত প্রেরণ করা অপেক্ষা আমার মৃত্যুও শ্রেয়ঃ ।

মন্ত্রী । ধর্ম্মাবতার, সে নরাদম যেরূপ দুষ্কর্ম্ম করেছে, তাতে যে তার শোণিতে বসুমতী প্লাবিত হবে, তা যথার্থ । তবে কি না——তবে কি না——যদি সহজেই এ বিষয়টা মিটে যায়, তা হলে এ সামান্য ব্যাপারে বৃথা আড়ম্বরের প্রয়োজন কি ?

হির । মহাশয়, এটা কি সামান্য ব্যাপার ? এর অপেক্ষা দুষ্কর্ম্ম আর কি আছে ? তার শমন সদনে গমন করবার কোন ভয় নাই যে———

মন্ত্রী । মহাশয়, লোকে যখন পাপ কর্ম্মে রত হয়, তখন কি তার হিতাহিত বিবেচনা থাকে ? বিশেষতঃ যে ব্যক্তি কন্দর্পশরের বশবর্তী হয়, তার ভয় কিষা লজ্জা কিছুই থাকে না ।

হির । মহাশয়, এরূপ দুর্ভাচার পাষাণকে অবশ্য বিধিমাতে শাস্তি দেওয়া উচিত ।

রাজা । মন্ত্রী, তুমি এই মুহূর্ত্তেই সহকারী ভূপতিগণকে পত্র লেখ যে, তারা সপ্তাহের মধ্যে আমাদের সহিত মিলিত



হয়; এবং অন্যান্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হওগে। কল্যাণে আমি যুদ্ধে যাত্রা করব।

মন্ত্রী। ধর্মাবতার, আমি রাজ-সম্মুখে পুনঃ পুনঃ নিবেদন করছি, এ বিষয়ে সহসা প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নয়। এতে অনর্থক যথেষ্ট ব্যয় হবার সম্ভাবনা।

রাজা। মন্ত্রী, এতে যদি আমাকে সর্বস্বাস্ত হতে হয়, তা হলেও আমি তাকে সমুচিত শাস্তি না দিয়ে কখনই নিরস্ত হব না। তুমি কি মান অপেক্ষা ধনকে প্রিয়তর বোধ কর। ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করো এ অপমান কেউ সহ্য করতে পারে?

মন্ত্রী। মহারাজ, দুই লক্ষের সীতা-দেবীকে হরণ করে লয়ে গেলে শ্রীরামচন্দ্র অর্থে তথায় অঙ্গদকে দূতপদে বরণ করে পাঠিয়েছিলেন।

হির। মহাশয়, দুর্বৃত্ত দশানন কি তাতে জানকী প্রত্যাৰ্পণ কতে স্বীকার হয়েছিলেন? দূত প্রেরণে কেবল মানের লাঘব হবে বৈ ত নয়।

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ—আজ্ঞে হাঁ—তা বটে—তা বটে—তবু—

রাজা। মন্ত্রী, ও কথা তুমি কেন পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করছো? পশু পক্ষীদের প্রতি অত্যাচার কলে তারাও সাধ্যমতে প্রতিহিংসায় প্রবৃত্ত হয়। আমি কি তাদের অপেক্ষাও অধম?

মন্ত্রী। ধর্মাবতার, সে দুই যদি আমাদের বশতাপন্ন না হয়, তা হলে এ সমরানল প্রজ্বলিত করা আবশ্যিক। নতুবা এতে যে কত সুন্দর তরু অকারণে দগ্ধ হবে, তার কি সংখ্যা আছে?

হির। মহাশয়, এ সকল বিবেচনা কষ্টে গেলে আর সংসারাত্মমে বাস করা চলে না।

রাজা। মন্ত্রী, এ জগতে সকলই বিনশ্বর, কিছুই চির-স্থায়ী নয়। সকলকেই কালের করালগ্রাসে পতিত হতে হয়; কেবল কীর্ত্তিই চিরকাল দেদীপ্যমান থাকে। উত্তম কুসুম শুষ্কহলেও যেমন তার সঙ্গন্ধ যায় না, সেইরূপ মৃত্যু মুখে পতিত হলেও কীর্ত্তি চিরকাল যশ ঘোষণা করে। তা যে ব্যক্তি এমন কীর্ত্তি লোপে প্রবৃত্ত হয়, সে অতি নরাধম। তুমিই বিবেচনা কর দেখি, আমি যদি এ বিষয়ে নিরস্ত হই, তা হলে লোকে আমাকে কি পর্য্যন্ত কাপুরুষ জ্ঞান না করবে!

হির। মন্ত্রী মহাশয়, মান বড় ভয়ানক পদার্থ। ভীক ব্যক্তির মান অপেক্ষা জীবনকে প্রিয়তর বোধ করে। তা এমন মান রক্ষার্থে কে না সমর সাগরে ঝাঁপ দেয়? আমরা যদি এক্ষণে নিবৃত্ত হই, তা হলে আমাদের কলঙ্কের পরিসীমা থাকবে না।

মন্ত্রী। (স্বগত) তাইত! এখন কি কর্ত্তব্য? সমুদ্র যখন বেগে উথলিত হয়, তখন কার সাধ্য তাকে নিবারণ করে। ঘটাহুতিতে অগ্নি যেরূপ অধিক জ্বলে ওঠে, এ সংবাদ শুনেও মহারাজের কোপাগ্নি সেইরূপ বৃদ্ধি হচ্ছে। তা এ রোষাগ্নি যে সহজে নির্ব্বাণ হয়, এমন ত বোধ হয় না। (প্রকাশে) দেব, শাস্ত্রকারেরা শাম, দাম, সন্ধি প্রভৃতি যুদ্ধের চার প্রকার লক্ষণ নির্ণয় করেছেন। সময়ানুসারে সকলই অবলম্বন করা উচিত। বিশেষতঃ শত্রুপক্ষের পরাক্রম জানুতে এক জন দূত প্রেরণ করা আবশ্যিক। নীতিশাস্ত্রে কোন

কার্য্যে সহসা হস্তক্ষেপ কতে ভূয়ো ভূয়ঃ নিষেধ কর্য্যে গেছে ।

রাজা । আঃ, তুমি যে বাতুলের ন্যায় এক কথা নিয়ে বারম্বার তর্ক বিতর্ক কতে আরম্ভ কল্লে ! বিবেচনা কর দেখি, সে পাষাণ আমার কি পর্য্যন্ত সর্ব্বনাশ না করেছে ! ( সরোষে ) তুমি কি আমাকে এত অস্পৃহা মনে করেছ, যে পুনঃপুনঃ সন্ধি অবলম্বন কতে বল ? ( উঠিয়া ) তার এমন কি ক্ষমতা যে সে আমার সঙ্গে শত্রুতা করে ! এতে যদি রাজলক্ষ্মী আমাকে পরিত্যাগ করেন, তাতেও আমি বিশেষ ক্ষতি বোধ করি না ; যদি রাজবৃত্তির পরিবর্তে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কতে হয়, তাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর । মন্ত্রী, এমন্ কি, আমি এই অসি স্পর্শ কর্য্যে প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, যে হয় সে নর-ধ্বংসকে যথোচিত দণ্ড বিধান কর্য্যে প্রিয়াকে উদ্ধার করব, নতুবা রণক্ষেত্রে জীবন পরিত্যাগ কর্য্যে এই অসীম বিরহ-ক্লেশের শেষ করব । ( পরিক্রমণ । )

হির । মন্ত্রী মহাশয়, আপনি বৃথা বাক্য ব্যয় কচেন কেন ? দুরাশ্বা রাবণ যেরূপ মৈথিলি হরণ কর্য্যে সবংশে ধ্বংস হয়েছিল, এরও তাই ঘটবে । তার জন্যে আপনি চিন্তিত হবেন না । তার পর জগদীশ্বরের হাত ।

রাজা । হিরণ্যবর্মা, তুমি এই মুহূর্ত্তেই সৈন্য সামন্তের যথাবিধি আয়োজন করগে । আমি এক্ষণে দেব দর্শনে চল্লেম । আর অনর্থক তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন নাই ।

হির । রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য ।

[ রাজার প্রস্থান ।

মন্ত্রী । ( স্বগত ) সর্প সর্ব্বদা নতমুখে বাস করে বটে,

কিন্তু যদি কেউ তাকে প্রহার করে, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ ফণা বিস্তার করে দংশন না করো কখনই ক্ষান্ত হয় না। মহারাজেরও সেইরূপ হয়েছে। (প্রকাশে) মহাশয়, কি বলেন? এতে কি কর্তব্য?

হির। আজ্ঞে, এতে আর কর্তব্যাকর্তব্য কি? তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলতে পারি যে, যদি সে নরাধমের মস্তকচ্ছেদ কতে না পারি, তা হলে আর জন্মাবচ্ছিন্নে অসি স্পর্শ করব না।

মন্ত্রী। হা! হা! সেনাপতি মহাশয়, স্থির হোন, স্থির হোন। যৌবনকালের শোণিত তরল প্রযুক্ত উষ্ণ হয়ে ওঠে।

হির। আজ্ঞে, আপনি যাতে ভাল হয় কখন, আমি আর বিলম্ব কতে পারি না।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) বিধাতার নির্বন্ধ কে লঙ্ঘন কতে পারে! এখন ত আবার এক সমরশ্রোত প্রবাহিত হলো। এতে যে কত দেশ, কত নগর, আর কত ব্যক্তি প্লাবিত হবে, তার কি সংখ্যা আছে? আর যখন এ শ্রোত নির্বার হতে বহির্গত হয়েছে, তখন নিবারণ করবার ও কোন পন্থা নাই। (চিন্তা করিয়া) তাও সত্য। বিজয়কেতু যেরূপ দুষ্কর্ম করেছে, তাতে আমাদের নিরস্ত হওয়াও কর্তব্য নয়। মহারাজ ত কল্যাই যুদ্ধযাত্রা করবেন। আমার শিরে যে কত কার্যকলাপের ভার পতিত হলো, তার নিরাকরণ নাই। সহকারী ভূপতিগণকে অদ্যই পত্র প্রেরণ কতে হবে, আর সৈন্যদের খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি সমুদয়ের তত্ত্বাবধারণ কতে হবে। আমাদের যে কিরূপ ঐহবৈষ্ণব হয়েছে, তা বলা দুঃসাধ্য।

যাহোক, এক্ষণে জগদীশ্বর করুন যেন মহারাজ এ যুদ্ধে জয়ী হয়ে রাজমহিবীকে পুনরুদ্ধার করেন। তা যাই, আবার কোথায় কি হলো দেখিগে। আঃ, এ সকল কি এক জন মনুষ্যের দ্বারা সমাধা হতে পারে ?

[ প্রস্থান।

## ষষ্ঠাঙ্ক।



### দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।



কৌরব্য দেশ—ভগবান শৈলেশ্বরের মন্দির।

( ইন্দুপ্রভা ও মধুরিকা। )

মধু। প্রিয়সখি, আমরা যে এ দেবমন্দিরে আস্বে, তার কোন সম্ভাবনা ছিলনা। কেবল দেবদেব মহাদেব অনুকূল হয়ে নিয়ে এলেন।

ইন্দু। আমরা কি সহজে সে প্রহরীকে এতে সম্মত করেছি? কত বিনয়, কত স্তব স্তুতি কল্লেম, কিন্তু সে কোন মতে শুনলে না। অবশেষে আমার এক খানা অলঙ্কার খুলে দিতে তবে সম্মত হল। তা সখি, এখানেও যে ছদ্মগু বসে আপনাদের মনের দুঃখ ব্যক্ত কর্বে তার কি উপায় আছে? সে ভীম বেশে বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে—ইচ্ছে হলে এখনই আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। ( কর-যোড়ে ) হে দেবদেব মহাদেব! আপনি আমাদের এ বিপদ হতে উদ্ধার করুন। আমি ছেলে বেলা আপনার

কাছে এসে মনের মতন পতিলাভের জন্যে কত প্রার্থনা কতম। তা আপনি ও অনুগ্রহ করো আমার সে আশা পূর্ণ করেছেন। এক্ষণে এ দাসী আপনার কাছে কি অপরাধ করেছে যে, আপনি একবারে তার প্রতি এত নিদয় হলেন ?

মধু। প্রিয়সখি, বোধ হয় উনি এই বার রূপা করো আমাদের এ বিপদ হতে পরিত্রাণ করবেন।

ইন্দু। ( দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ) সখি, তাও কি তুমি মনে কর ? এ হতভাগিনী কি এ বিপদ থেকে আর পরিত্রাণ পাবে ? এই যন্ত্রণা ভোগ করবার জন্যেই আমার এ পৃথিবীতে জন্ম হয়েছিল।

মধু। প্রিয়সখি, দেবতাদের প্রসাদে যখন মহারাজ আমাদের সংবাদ পেয়ে যুদ্ধ কতে এসেছেন, তখন বোধ হয় এ অনাখিনীদের প্রতি তাঁদের একটু দয়া হয়ে থাকবে।

ইন্দু। হায় ! সখি, একথা মনে হলে আর একদণ্ডও বাঁচতে ইচ্ছা করে না। প্রাণেশ্বর আমার জন্যে কত কষ্টই না সহ্য কছেন ! তিনি যে এই ভয়ানক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন, এতে যে আমার অদৃষ্টে কি হবে, তা কেমন করো জানব !

মধু। আমার ত ভাই বেশ বোধ হচ্ছে যে মহারাজ এতে অবশ্যই জয়ী হবেন। কেন না তিনি এক জন বিখ্যাত বীরপুরুষ। তা তিনি কি এই একটা সামান্য রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করো পরাস্ত হবেন ? আর আমাদের যদি অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন না হবে, তা হলে মহারাজ আমাদের সংবাদ পাবেন কেন ?

ইন্দু। সখি, আমি কেবল সেই আশাতেই এ পর্য্যন্ত

জীবন ধারণ করোয় রয়েছে। যদি প্রাণেশ্বর জয়ী না হন, তা হলে আমি এই অসিতে মহাদেবের সম্মুখে আত্মঘাতিনী হয়ে এ যাতনার শেষ করব।

মধু। বালাই! অমন অমঙ্গলের কথা কি মুখে আনতে আছে! তুমি ওসকল চিন্তা পরিত্যাগ কর। এ দুরাচার যেক্ষপ পাপাচরণ করে, তাতে কি দেবতারা তাকে অনুগ্রহ করবেন? সে অবশ্যই আমাদের মহারাজের কাছে পরাজিত হবে।

ইন্দু। ভাই, জয় পরাজয়ের কথা কেমন করো বলতে পারি? যদি জীবিতেশ্বর জয়ী না হন, তা হলে আমাদের কি হবে?

মধু। ভাই, আমাদের অদৃষ্ট কি এত পোড়া হবে? ধর্মের জয় ত সর্বত্রই হয়ে থাকে। তবে তার জন্যে ভাবছে কেন?—(আকাশে মেঘগর্জন ও বজ্রাঘাত।)

ইন্দু। দেখ আকাশে এমনি মেঘ হয়েছে যে চারদিক্ অন্ধকারময় হয়ে রয়েছে। মধ্যে মধ্যে বজ্রাঘাত হচ্ছে। তা সখি, এ হতভাগিনীর মাথায় যদি বজ্রাঘাত হয়, তা হলে এর সকল কষ্টের শেষ হয়। তা বজ্রও কি পাপীয়সী বলে ঘণা প্রকাশ কচ্ছে?

মধু। প্রিয়সখি, তুমি কি পাগল হলে! অমন কথা কি বলতে আছে!

ইন্দু। সখি, মৃত্যু ভিন্ন আমার এ রোগের প্রতিকার কি আছে? যদি শমন আমাকে অনুগ্রহ করো গ্রাস করেন, তা হলেই সুস্থ হই। এ যাতনা আর আমার সহ্য হয় না। সখি, বিধাতার কি কিছুতেই মনস্কামনা সিদ্ধি হচ্ছে না।

নেপথ্যে। (ধনুর্ভঙ্গার ও ছুঁকার ধ্বনি।)

ইন্দু । ( সভয়ে ) উঃ ! কি ভয়ানক শব্দ ! আমার সর্ব-  
শরীর কাঁপুচে । সখি, তুমি আমাকে ধর । আমি দশ  
দিক্ শূন্যময় দেখছি—আ—মি—

মধু । ( ইন্দুপ্রভার হস্ত ধরিয়া ) প্রিয়সখি, আমাদের  
অতি নিকটেই নাকি যুদ্ধ হচ্ছে, তাই এত শব্দ শোনা যাচ্ছে ।  
তা এখানে আর আমাদের ভয় কি ? এসো আমরা একটু  
বসি । ( উভয়ের উপবেশন । )

ইন্দু । সখি, আমার কি হবে ? প্রাণনাথকে এ বিপদ  
হতে কে রক্ষা করবে ?

নেপথ্যে । ( জয়বাদ্য । )

ইন্দু । ( ব্যাকুলচিত্তে ) সখি, ঐ বুঝি আমাদের সর্ব-  
নাশ হলো ! এই জয়বাদ্য শুনে আমার বুক শুকিয়ে উঠছে  
—আমার প্রাণ কেমন কচ্ছে । বুঝি সে পাপাত্মা জয়লাভ  
কর্যে পুনঃপুনঃ আত্মলাভে মঙ্গলধ্বনি কচ্ছে । হায় ! আমার  
কি হলো ! হে শৈলেশ্বর ! আপনার শরণাপন্ন হয়ে আমার  
এই দশা হলো ?

মধু । প্রিয়গতি, আমাদের একবারে সর্বনাশ হলো ?  
আমরা কোথায় যাব ? হা বিধাতঃ ! তোমার মনেও এত  
ছিল ! ( রোদন । )

ইন্দু । হায় ! এত দিনের পর আমি জন্মের মতন  
অসহায়িনী হলেম ? ( অধোবদনে রোদন । )

( এক জন সেনার প্রবেশ । )

সেনা । ( সচকিতে স্বগত ) ঐরা আবার কে ? ঐদেরই  
না মহারাজ হরণ কর্যে এনেছিলেন ? তা ঐরা এখানে কেমন  
থ



করো এলেন? যাছোক, আমার এখন কি করা কর্তব্য? এই শেষ সময় যা পারি এঁদের একটু কষ্ট দিয়ে বাই না কেন? তা হলে প্রভুর কিঞ্চিৎ উপকার সাধন হবে। (অগ্রসর, হইয়া প্রকাশে) আপনারা কে গা? এর অতি সন্নিকটেই ভয়ানক রণসাগর প্রবাহিত হচ্ছে; তা আপনাদের কি এখানে থাকতে কিছুমাত্র ভয় হয় না? (ইন্দুপ্রভা ও মধুরিকার সচকিতে গাত্রোত্থান।)

মধু। (সানুনয়ে) কেন মহাশয়? আমাদের দুঃখের কথা জিজ্ঞেস কল্লি কি হবে? আমাদের বড় পোড়া অদৃষ্ট! ইনি রাজা বিচিত্রবাহুর মহিষী! মহাশয়, আপনি কে?

সেনা। আমি রাজা বিজয়কেতুর একজন সেনা। এক্ষণে রণক্ষেত্র হতে প্রত্যাগমন কচ্ছি। কেন? আপনাদের কিছু জিজ্ঞেস আছে?

মধু। মহাশয়, যুদ্ধের সংবাদ কি?

সেনা। হাঁ, যুদ্ধের সংবাদ মঙ্গল। বিপক্ষ সৈন্যরা সকলেই রণভূমিশায়ী হয়েছে। আর আমার এই ক্ষুদ্র অসিতে রাজা বিচিত্রবাহুর মস্তকচ্ছেদন কর্যে এসেছি।

মধু। তবে মহারাজ কি আমাদের জন্মের মতন পরিত্যাগ কল্লেন?

ইন্দু। হায়! সখি, আমার কি হলো!—(মূর্ছাপ্রাপ্ত।)

মধু। কি সর্বনাশ! প্রিয়সখি যে একবারে অচেতন হয়ে পড়লেন! এখন কি হবে?

দৈপ্রাথ্যে। রে দুরাচার পাষণ্ড! তোর এত বড় যোগ্যতা! দাড়া, আমি এখনই তোর মস্তকচ্ছেদ করব। কার সাধ্য তোকে রক্ষা করে!

সেনা । ( সভয়ে ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া ) এখানে—  
কি ———

[ প্রস্থান ।

মধু । ( অঞ্চলদ্বারা বীজ্ঞন করিতে করিতে ) আমি এখন  
কি করব ? হায় ! এখানে যে কেউ নাই ! হে শৈলেশ্বর !  
যিনি আপনার শরণাপন্ন হয়েছিলেন, শেষে তাঁর এই হলো ?  
অনাথিনী বলে আপনিও ঘৃণা প্রকাশ কল্লেন ? কৈ, এখনো  
যে প্রিয়সখী সচেতন হলেন না ! হায় ! আমার যে আর  
কেউ নাই ! প্রিয়সখি, তুমি আমাকে কার কাছে রেখে গেলে ?  
আমার কি হবে ? মৃত্যু, তুই কি নিষ্ঠুরতা প্রকাশের স্থান  
পেলিনি ? ( রোদন । )

ইন্দু । ( চেতন পাইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ) হা প্রাণেশ্বর !  
হা জীবিতেশ্বর ! এ অধিনীকে আপনি জন্মের মতন পরিত্যাগ  
কল্লেন ? আমি ত আপনার কাছে কখন অপরাধ করিনি,  
তবে আপনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন না কেন ?  
আমি যে আশা অবলম্বন করে জীবন ধারণ কচ্ছিলেম, তা  
একবারে নিশ্চূল হলো ?

মধু । হায় ! হায় ! বিধাতার একি সামান্য বিড়ম্বনা !  
—আহা ! প্রিয়সখি, আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে একটু ধৈর্য্য  
হও । তোমার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হলো বোধ হচ্ছে ।

ইন্দু । সখি, আমার হৃদয় পাষাণ নির্ম্মিত, তা তুমি  
এখনো বুঝতে পার নাই ? এ যে বজ্র অপেক্ষা কঠিন, তা  
এখনো জানতে পার নাই ? যখন এ ভয়ানক সংবাদ শুনেও  
বিদীর্ণ হয় নাই, তখন আর বিদীর্ণ হবার আশঙ্কা কি ?  
হায় ! এখন ও এ হতভাগিনীর দেহ হতে প্রাণ বহির্গত হলো

না ? ওরে নিষ্ঠুর প্রাণ ! তুই এ পাপীয়সীর দেহে বাস কতে  
কিঞ্চিৎমাত্র সঙ্কুচিত হচ্চিসনে ? প্রাণনাথ জীবন পরিত্যাগ  
করেছেন শুনেও তুই এ দেহ হতে বহির্গত হিলিনি ? যাকে  
ক্ষণকাল না দেখলে অধৈর্য্য হতিস্, তাঁর এই ভয়ানক সমাচার  
শুনেও তুই অনায়াসে আমার এ দেহে বাস কচ্চিস ? হা  
হত বিধাতঃ ! আপনি একবারে আমার দুঃখ তরঙ্গী পূর্ণ  
কল্লেন ? আমি কেবল আপনার উপর নির্ভর করে এ  
পর্য্যন্ত জীবন ধারণ কচ্ছিলেম, তা আপনার কি এ অধিনীর  
প্রতি একটুও দয়া হলোনা !

মধু ! আহা ! প্রিয়সখি, আমি তোমার সঙ্গে চিরকাল  
সহবাস করে অবশেষে আমাকে এই অবস্থা দেখতে হলো !  
হায় ! তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল ? ( রোদন । )

ইন্দু ! সখি, একি আক্ষেপের সময় ? তুমি বুঝা রোদন  
কচো কেন ? আমি আর এমন মরবার সময় কবে পাব ! প্রাণে-  
শ্বর যখন এ অনাথিনীকে পরিত্যাগ করে গেছেন, তখন আর  
আমি এ প্রাণ কেমন করে রাখি ! আমি এখন তাঁর সহগমন  
করে এ দুঃখের শেষ করি । কিন্তু মরবার সময় যে তাঁকে  
আর দেখতে পেলেম না, তাঁর স্মধুর বাক্য আর শুন্তে  
পেলেম না, তাঁর নিকট মনের দুঃখ কিছুই ব্যক্ত কতে পায়েম  
না, এইটি আমার মনে বড় দুঃখ রৈল । আহা ! সখি, আমি  
যদি এ সময়ে একবার তাঁর চরণ সেবা কতে পায়েম, তাঁর  
নিকট থেকে বিদায় নিতে পায়েম, তা হলে আমার মৃত্যু  
সময়কেও পরম সুখের সময় বলে বোধ হতো ! তা আমার  
অদৃষ্টে তার কিছুই হলোনা ।

মধু ! প্রিয়সখি, যার প্রতিকার হবার কোন উপায়

নাই, তার জন্যে দুঃখিত হলে কি হবে ! কি করবে বল, মনকে একটু প্রবোধ দাও । বিধাতা নিতান্ত বাম না হলে আমাদের এমন অদৃষ্ট হবে কেন ।

ইন্দু । সখি, আর মনকে কি বোলে প্রবোধ দেবো ? প্রাণ-নাথ আমাকে জন্মের মতন পরিত্যাগ করে গেছেন শুনেও আমি এপর্যন্ত জীবনধারণ করে রয়েছি ! আমার মতন পাষণ হৃদয় কি ত্রিজগতে আর কারো আছে !

মধু । হায় ! হায় ! আমাকে শেষে এই দেখতে হলো ? এই সর্বনাশ দেখবার জন্যেই কি আমার এ পৃথিবীতে জন্ম হয়েছিল ? ( রোদন । )

ইন্দু । সখি, আমি এই শেষ সময়ে কেবল তোমারই দেখা পেলেম, তা তুমি আমাকে জন্মের মতন বিদায় দাও । এসো তোমার সঙ্গে একবার শেষ আলিঙ্গন করি । তুমি আমাকে ছেলেবেলা অবধি কত ভাল বাসতে ! একত্রে শয়ন, একত্রে ভ্রমণ, একত্রে জলবিহার প্রভৃতি কত প্রকার আমোদ করেছি । আর এখনো তুমি আমার জন্যে কত কষ্ট সহ্য কচ্চো । চিরকাল সুখ দুঃখের ভাগিনী হয়ে তুমি যথার্থ প্রিয়সখীর কার্য্য করেছ ; কিন্তু আমি তোমার কিছু প্রত্যুপকার কন্তে পাশ্বেম না, এই বড় মনে খেদ রৈল । তা এ অভাগিনী জীবন পরিত্যাগ কল্লে একে এক একবার মনে কোরো——দেখো যেন একবারে ভুলোনা ।

মধু । প্রিয়সখি, কত শত সতীন্দ্রীদের যে এইরূপ সর্বনাশ হয়েগেছে, তা তারা কি সকলেই সহগমন করেছিল ?

ইন্দু । সখি, তুমি আমাকে এ কঠিন প্রাণ রাখতে এখনও অনুরোধ কচ্চো ! প্রাণেশ্বরের চির-বিরহ আমি কেমন করে

সহ্য করি বল দেখি ? আমার আশালতার যখন একবারে মূলোচ্ছেদ হয়ে গেছে, তখন আর জীবনধারণের ফল কি ?

মধু । প্রিয়সখি, তুমিও কি আমাকে ছেড়ে যাবে ? আমি এ প্রাণ থাকতে কেমন করো তোমাকে জন্মের মতন বিদায় দেবো ? ( রোদন । )

ইন্দু । সখি, আর তুমি রুখা আক্ষেপ কচো কেন ? যার সঙ্গে তুমি চিরকাল একত্রে সহবাস কত্রে, এক্ষণে তাকে জন্মের মতন বিন্মৃত হও ।

মধু । হায় ! হায় ! প্রিয়সখি, তুমি যে রাজা সত্য-বিক্রমের জীবনসর্বস্ব । তোমার এ সংবাদ শুনে তিনি কেমন করো প্রাণ ধারণ করবেন ? ( রোদন । )

ইন্দু । সখি, তুমি কেন এ সময়ে আমার মায়া বাড়াচো ? এত দিনের পর আমার সকল কষ্টের শেষ হলো । তুমি এই অঙ্গুরীটি পরো । এ পৃথিবীতে তোমার মতন উপকারিণী আর আমার কেউ নাই । তা এইটি আমার ভালবাসার চিহ্ন । তুমি আমাকে ভুলে গেলে এইটি দেখলে মনে পড়বে । ( অঙ্গুরী অর্পণ করিয়া ) এক্ষণে আমাকে জন্মের মতন বিদায় দাও ।

মধু । প্রিয়সখি, তুমি ত কখনও আমার কথা অন্যথা কর নাই ! তবে এখন শূন্যচোনা কেন ? আমি এখন কার মুখ দেখে প্রাণ ধারণ করব ? তুমি আমাকে কার কাছে রেখে চলে ? ( রোদন । )

ইন্দু । ( মধুরিকার গলা ধরিয়া ) প্রিয়সখি, তুমি আমার জন্যে কেঁদোনা । তুমি এক্ষণে মার নিকট গমন কর । গিয়ে বোলো যেন তিনি আমার জন্যে প্রাণ পরিত্যাগ না

করেন । অন্য সখীদের কাছে বিদায় নিতে পেলেন না, তাদেরও বুঝিয়ে বিধিমতে শাস্ত কোরো । আর পিতাকে আমার প্রণাম জানিয়ে বোলো যে, যাকে তিনি প্রাণের চেয়ে ভাল বাসতেন, তাঁর সেই জীবনসর্বস্ব ইন্দুপ্রভা পতির শোকে মহাদেবের কাছে আত্মঘাতিনী হয়েছে । \* প্রিয়সখি, আর তোমায় অধিক কি বলব ! এসো একবার তোমার সঙ্গে জন্মের মতন আলিঙ্গন করি । এক্ষণে পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা যেন জন্ম জন্মান্তরে তোমার মতন প্রিয়সখী পাই ।

মধু । হা হতবিধাতঃ ! শেষে তুমি এই কল্লে ? এত দিনের পর আমাকে একবারে অসহায়িনী কল্লে ? হায় ! যার জন্যে আমি পিতা মাতা সকলের মায়া পরিত্যাগ করেছি, অবশেষে সেও আমার প্রতি নিদয় হলো ? হে ভগবান ! আপনি শরণাগতের প্রতি একবারে বিমুখ হলেন ? ( অধোবদনে রোদন । )

ইন্দু । ( অসি হস্তে লইয়া গাত্রোত্থানপূর্বক ) তবে আর কেন ?—হে দেবদেব শৈলেশ্বর ! আপনার কাছে আত্মঘাতিনী হলে আপনি এই করবেন যেন আমাকে আর এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কন্তে না হয় । যদি তাই করেন, তা হলে যেন নারীর জন্ম না হয় ! যদি তাও হয়, তবে যেন পতিবিচ্ছেদ না সহিতে হয় । এই আমার প্রার্থনা । তা মরবার সময় একবার পিতা মাতাকে ডাকি । হা পিতা মাতা ! আপনারা আমাকে কত ভাল বাসতেন ; আমার জন্মাবধি আমার জন্যে কত কষ্ট সহ্য করেছেন । কিন্তু মৃত্যুকালে যে আপনাদের কারো সঙ্গে দেখা হলো না, এই বড় মনের আক্ষেপ রৈল । আহা ! মা, বাকে তুমি ক্ষণকাল

না দেখলে ব্যাকুল হতে, তোমার সেই দুঃখিনী মেয়েকে একবার শেষ আশীর্বাদ কর। আমি যেন তোমাদের প্রসাদে পুনরায় প্রাণেশ্বরকে পাই। মা, আমি অনেক বিষয়ে তোমার কাছে অপরাধিনী আছি, তা আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করো। আমি তোমার বড় আদরের মেয়ে ছিলাম ———আমার মনের দুঃখ মনেই রৈল। না——আর না——হা জীবিতনাথ!——( গলায় অসি প্রদানে উদ্ভতা। )

নেপথ্যে। কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ!

( যুদ্ধবেশে রাজা বিচিত্রবাহুর বেগে প্রবেশ। )

রাজা। প্রিয়ে, কর কি? কর কি?—( ইন্দুপ্রভার হস্ত-  
হইতে অসি লইয়া দূরে নিক্ষেপ ) এ কি সর্বনাশ! তুমি  
প্রাণ পরিত্যাগ কচ্ছিলে কেন?

ইন্দু। আমি কি নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখছি?  
প্রাণেশ্বর, এ হতভাগিনী কি আপনার ত্রিচরণ পুনঃদর্শন  
করবে! ( রোদন। )

রাজা। কেন প্রিয়ে? আর তোমার কিসের ভয়? তা  
যাহোক্, ব্যাপারটা কি? তুমি প্রাণ পরিত্যাগ কচ্ছিলে  
কেন? আমি যে এর কিছুই বুঝতে পার্জ্জেন না। সখি,  
তুমিই বল না কেন!

মধু। মহারাজ, খানিকক্ষণ পূর্বে বিপক্ষদলের এক জন  
সৈন্য আপনার অশুভ সমাচার বলে গেল, তাই আমরা এত  
ব্যাকুল হয়েছিলাম। যাহোক্, এখন আমাদের সকল  
দুঃখের শেষ হলো। আমরা যে আপনার ত্রিচরণ আর  
দেখব, এ মনে ছিল না। ( রোদন। )

রাজা । বটে ! এত দূর হয়ে গেছে ! সে ছুরাচার আমার নিকট জয় লাভ করবে, এ তোমরা কেমন করো বিশ্বাস কল্লে ! এই কতক্ষণ আমি তাকে সসৈন্যে পরাস্ত করেছি ! সেনাপতি তার পশ্চাৎ ধাবিত হয়েছে ; বোধ হয় এতক্ষণে বসুমতীর ভারের লাঘব হয়ে থাকবে ।

ইন্দু । (রাজার হস্তধরিতা) নাথ, বিধাতা যে আমার প্রতি এত অনুকূল হবেন, তা আমি সপ্নেও ভাবিনে । (রোদন ।)

রাজা । প্রিয়ে, ক্রন্দন সম্বরণ কর । সে নরাধম যেক্রপে দুষ্কর্ম করেছে, তার সমুচিত শাস্তি হয়েছে । উঃ ! তার কি সামান্য ধূর্তপনা ! সেই যে আমার নিকট কলিঙ্গদেশে যুদ্ধযাত্রার পত্র আসে, সে এরই কর্ম—আর সর্বই মিথ্যা । কেবল তার এই ছুরভিসন্ধি সিদ্ধির নিমিত্তে কৃত্রিমপত্র পাঠিয়েছিল ।

ইন্দু । নাথ, আমার অদৃষ্টে দুঃখ ছিল বলেই বিধাতা এ বিড়ম্বনা কল্লেন ।

মধু । মহারাজ, আমরা এ কদিন যে অবস্থায় ছিলাম, তা মনে হলে বুক ফেটে যায় ।

ইন্দু । প্রাণেশ্বর, সে ছুরাচার আমাকে যে সকল কথা বলতো, তা মনে হলে ইচ্ছা হয় না যে এক দণ্ড প্রাণ ধারণ করি । কেবল পরমেশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন ।

রাজা । যাহোক; প্রিয়ে, আমাদের যে এখন সকল ভাবনা দূর হলো, সে কেবল দেবদেব মহাদেবের কৃপায়, আর আমাদের সৌভাগ্যে ।

নেপথ্যে । ( কোলাহল শ্রবণ )

সকলে । ( সচকিতে ) এ কি ?



রাজা। এই যে হিরণ্যবর্মা আসছে।

( হিরণ্যবর্মার প্রবেশ। )

হিরণ্যবর্মা, কি সংবাদ ?

হির। আজ্ঞে-মহারাজ, সকলই মঙ্গল। সে দুরাচার পাবণ-কে লোহপিঞ্জরে আবদ্ধ করে রেখেছি। অনুমতি হয় ত এই মুহূর্তেই তার মস্তকচ্ছেদন করে রাজসম্মুখে আনয়ন করি।

রাজা। না, আর প্রাণদণ্ডের প্রয়োজন নাই। তাকে রাজধানী লয়েগে কারাবদ্ধ করা যাবে।

হির। মহারাজের যেরূপ অভিকচি।

রাজা। আর দেখ———

হির। আজ্ঞে ককন্।

রাজা। সৈন্যদের আদেশ কর যে এর ধনাগারে যে সকল অর্থসম্পত্তি আছে, সে সমস্ত অটাই লুণ্ঠ করে দরিদ্র জনগণদের বিতরণ করে।

হির। যে আজ্ঞে মহারাজ।

রাজা। হিরণ্যবর্মা, তুমি রণক্ষেত্রে যেরূপ যুদ্ধ নৈপুণ্য প্রকাশ করেছ, তাতে যে আমি তোমার প্রতি কি পর্য্যন্ত সম্বুদ্ধ হয়েছি, তা এক মুখে ব্যক্ত কতে পারিনা। তুমি যদি এরূপ পরিশ্রম না কতে, তা হলে আমার জয়ী হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অতএব পারিতোষিক স্বরূপ এই রত্ন-হার গ্রহণ কর। ( সেনাপতির গলায় রত্নহার অর্পণ। )

হির। মহারাজের প্রসাদ শিরোধার্য।

( যব নিকা পতন। )

গ্রন্থ সমাপ্ত।





